

# মিশকাত শরীফ

## ॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

### প্রথম অধ্যায়

#### রোগী দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

##### কুখার্তকে খাদ্য দান ইবাদত স্বরূপ

হাদীস : ১৪৩২ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (র) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুখার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখাশোনা কর এবং বন্দিকে মুক্ত কর। -(বোখারী)

##### মুসলমানদের পাঁচটি হক

হাদীস : ১৪৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে- (১) তার সালামের উত্তর দেয়া, (২) রোগীকে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় যোগদান করা, (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং (৫) হাঁচির জবাব দেয়া। -(বোখারী ও মুসলিম)

##### দাওয়াত গ্রহণ করা মুসলমানের হক

হাদীস : ১৪৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ! সেগুলো কী? রাসূল (স) বললেন, যখন তার দেখা পাবে, সালাম করবে, যখন সে তোমাকে দাওয়াত করবে, দাওয়াত গ্রহণ করবে, যখন সে তোমার কাছে হিতকামনা করবে, হিতসাধন করবে, যখন সে হাঁচি দিবে অতপর আলহামদুলিল্লাহ বলে তার উত্তরে ইয়ারহামুকান্নাহ বলবে, যখন সে রোগে পড়ে, তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে ইন্তেকাল করে, তার জানাযায় ও দাফনে যোগ দিবে। -(মুসলিম)

##### রাসূল (স) সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন

হাদীস : ১৪৩৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন- রোগীর খোজ-খবর নিতে, জানাযার অনুগমন করতে, হাঁচি দিয়ে যে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তার উত্তর দিতে, ইয়ারহামুকান্নাহ বলে জবাব দিতে, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, কসমদাতার কসম পূরণ করতে এবং উৎপীড়িতের সাহায্য করতে এবং নিষেধ করেছেন- স্বর্ণের আংটি, রেশম, ইন্তেবরাক ও দীবাজ পরিধান করতে, লাগগছি। কাছি ও রুপার পাত্র ব্যবহার করতে। অপর বর্ণনায় আছে, রুপার পাত্রে পান করতে, কেননা, যে দুনিয়াতে তাতে পান করবে, সে আখিরাতে তাতে পান করতে পারবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

##### রোগীর সেবা করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ১৪৩৬ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো মুসলমানের যখন তার কোনো রোগী মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে, তখন সে বেহেশতের ফল আহরণ করতে থাকে। যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে। -(মুসলিম)

##### কাউকে আহ্বান করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন

হাদীস : ১৪৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, আর তুমি আমাকে দেখতে আস নি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি কীভাবে তোমাকে দেখতে আসতাম, অথচ তুমিই সব জগতের প্রতিপালক প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল, আর তুমি তাকে দেখতে যাও নি, তুমি কি জানতে না যে তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, নিশ্চয় আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খানা চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমাকে কীরূপে খানা দিব। অথচ তুমিই সব জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, তুমি জান না যে আমার বান্দা অমুক তোমার কাছে খানা চেয়েছিল, আর তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে নিশ্চয়ই তা আমার কাছে পেতে?

আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, আর তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমাকে কীরূপে পানি পান করাব, অথচ তুমিই সব জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, আমার বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, আর তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তুমি তা আমার কাছে পেতে? -(মুসলিম)

### বেদুঈন আল্লাহর প্রতি ভরসা করল না

হাদীস : ১৪৩৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন, আর তাঁর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোনো বিমারীকে দেখতে যেতেন, বলতেন-ভয় নেই ইনশাআল্লাহ এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। সে মতে তিনি তাকে বললেন, ভয় নেই আল্লাহ চাহেন তো এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। বেদুঈন বলল, কখনও নহে, বরং এটা এমন জ্বর যা একজন বৃদ্ধ লোকের শরীরে ফুটছে। এটা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তখন বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার জন্য তাই হবে। -(বোখারী)

### অসুস্থ লোকের শরীরে হাত বুলাতে হয়

হাদীস : ১৪৩৯ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কারও যখন অসুস্থ হত রাসূল (স) ডান হাত তার গায়ে বুলাতেন এবং বলতেন, হে মানুষের প্রভু পরওয়ারদেগার! এ রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা বাকি রাখে না কোনো বিমারকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ফোঁড়া বা বাবী হলে থুথু ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপ দিবে

হাদীস : ১৪৪০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন কোনো মানুষ তার কোনো অঙ্গে বেদনা অনুভব করে অথবা কোথাও ফোঁড়া বা বাবী বা জখম দেখা দিত, রাসূল (স) তার উপর নিজের আঙ্গুলী বুলাতে বুলাতে বলতেন, আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারও থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভালো করবে, আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের নির্দেশ। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ফুক দিতে হয়

হাদীস : ১৪৪১ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পীড়িত হতেন, মুআব্বাযাত দ্বারা নিজের শরীরের উপর ফুক দিতেন এবং নিজের হাত দিয়ে শরীর মুছে ফেলতেন। যখন তিনি সে রোগে আক্রান্ত হলেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, আমি তখন সে সকল মুআব্বাযাত পড়ে তাঁর শরীরে ফুক দিতাম, যে সকল মুআব্বাযাত পড়ে তিনি নিজে ফুক দিতেন, তবে রাসূল (স)-এর পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যখন তাঁর পরিবারের কেউ রোগে আক্রান্ত হত, তখন তিনি মুআব্বাযাত পড়ে তার উপর ফুক দিতেন।

### রাসূল (স) একজনের ব্যথা সারিয়ে দিলেন

হাদীস : ১৪৪২ । হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল (স)-এর কাছে একজন বেদনার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তাঁর শরীরে অনুভব করছিলেন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার শরীরের সে জায়গায় হাত রাখ যে জায়গায় বেদনা হচ্ছে এবং তিনবার বল 'বিসমিল্লাহ' আর সাতবার বল, আমি আল্লাহর প্রভাপ ও তাঁর ক্ষমতার স্মরণ করছি, যা আমি অনুভব করছি ও আশঙ্কা করছি তার মন্দ হতে। ওসমান বলেন, আমি তা করলাম, ফলে আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন। -(মুসলিম)

### ঝাড়-ফুক করা জায়েয আছে

হাদীস : ১৪৪৩ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিব্রাঈল (আ) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন প্রত্যেক বিষয় হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয়-প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ থেকে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বৈষী চক্ষুর অকল্যাণ হতে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি। -(মুসলিম)

**ক্ষতিকর বস্ত্র হতে সাবধানে থাকতে হয়**

**হাদীস : ১৪৪৪** ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা)-কে একরূপ আল্লাহর স্মরণে নিতেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের শরণে নিচ্ছি-প্রত্যেক শয়তান হতে, প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখ হতে এবং বলতেন, তোমাদের পিতা (ইব্রাহীম) এটার দ্বারা সন্তান ইসমাইল ও ইসহাককে স্মরণে নিতেন।

**আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বিপদে পড়েন**

**হাদীস : ১৪৪৫** ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যাকে আল্লাহ ভালো করতে চাহেন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। -(বোখারী)

**বিপদে মুমিনের গোনাহ ক্ষমা হয়**

**হাদীস : ১৪৪৬** ৷ হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুসলমানদের প্রতি পৌঁছে না কোনো বিপদ, কোনো রোগ, কোনো ভাবনা, কোনো চিন্তা, কোনো কষ্ট বা কোনো দুঃখ, এমনকি ফুটে না তার শরীরে কোনো কাঁটা, যা দিয়ে মাফ করেন না আল্লাহ তার গোনাহসমূহ। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স)-এর অসুখ অন্য মানুষের হতে বেশি হত**

**হাদীস : ১৪৪৭** ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি জুরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দিয়ে তাঁর শরীর স্পর্শ করলাম এবং বললাম ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি যে প্রবল জুরে ভুগছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনে যা ভোগে তা ভুগছি। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি বললাম, এটা এ কারণে যে, আপনার জন্য দুগুণ পুরস্কার রয়েছে। রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। অতপর রাসূল (স) বললেন, কোনো মুসলমানদের প্রতি যে কোনো কষ্ট পৌঁছে থাকুক না কেন, চাই রোগ হউক বা অপর কিছু আল্লাহ তায়ালা তা দ্বারা তার গোনাহসমূহ ঝেড়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) রোগ যন্ত্রণা বেশি ভীত হত**

**হাদীস : ১৪৪৮** ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কাউকেও দেখিনি যার রোগ-যন্ত্রণা অধিক হয়েছিল রাসূল (স) অপেক্ষা। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) আয়েশা (রা)-এর কোলে ইস্তেকাল করেন**

**হাদীস : ১৪৪৯** ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার বুক ও চিবুকের মধ্যস্থলে মাথা রেখে ইস্তেকাল করেছেন। অতএব, রাসূল (স)-এর পর কারও মৃত্যু কষ্টকে আর আমি খারাপ মনে করি না। -(বোখারী)

**মুমিনের উদাহরণ কোমল ভূণের মতো**

**হাদীস : ১৪৫০** ৷ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, মুমিনদের উদাহরণ সেই কোমল ভূণের মতো, যাকে বাতাস এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে থাকে, একবার তাকে নিচে ফেলে দেয় এবং একবার সোজা করে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু আসে। আর মুনাফিকের উদাহরণ সেই শক্তভাবে দাঁড়ান পিপল গাছের মত, যার প্রতি কোনো বিপদ পৌঁছে না যে পর্যন্ত তা একবারে ভূমিতে কাত হয়ে পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**মুমিনের উপর সর্বদা মুছিবত আসে**

**হাদীস : ১৪৫১** ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের উদাহরণ ভূণের মত, বাতাস তাকে সর্বদা এদিক-ওদিক দোলায়, আর মুমিনের উপর সর্বদা মুছিবত পৌঁছে এবং মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে পিপল গাছের মতো, যা দোলায় না, যে পর্যন্ত না তাকে কাটিয়া ফেলা হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

**অসুস্থতাকে গালি দেওয়া উচিত নয়**

**হাদীস : ১৪৫২** ৷ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) উমে সায়েবের কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন, তোমার কী হল কাঁদছ কেন? সে বলল, জ্বর। আল্লাহর ভালো না করুন। রাসূল (স) বলেন, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, তা আদম সন্তানের গোনাহসমূহকে দূর করে যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। -(মুসলিম)

**সফরে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না**

**হাদীস : ১৪৫৩** ৷ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা সফর করে তার জন্য তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়িতে করত। -(বোখারী)

**মহামারীতে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়**

**হাদীস : ১৪৫৪** ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, মহামারী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে শাহাদাতস্বরূপ। -(বোখারী ও মুসলিম)

## পাঁচ ধরনের মৃত্যু শহীদের সমতুল্য

হাদীস : ১৪৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, শহীদ পাঁচ ব্যক্তি- ১. যে মহামারীতে মারা যায়, ২. যে পেটের অসুখে মারা যায়, ৩. যে পানিতে ডুবে মারা যায়, ৪. যে দেওয়াল চাপা পড়ে নিহত হয় এবং ৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে নিহত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

## মহামারী শান্তি ডেকে আনে

হাদীস : ১৪৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার রাসূল (স)-কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, মহামারী হল শান্তি। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছে করেন তা প্রেরণ করেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য মহামারীকে রহমতস্বরূপ করেছেন। যে কোনো ব্যক্তি মহামারী প্রণীড়িত অঞ্চলে সাওয়াবের নিয়তে সবুর করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা তার জন্য নির্ধারিত করেছেন, তা ছাড়া তার প্রতি কিছুই হবে না, তার জন্য শহীদের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। -(বোখারী)

## মহামারী পরীক্ষা স্বরূপ

হাদীস : ১৪৫৭ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, 'তাউন' হল আযাববিশেষ, যা বনী ইসরাঈলকে কোনো একটি দলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল অথবা তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল। অতএব, তোমরা যখন কোন স্থানে মহামারী শুরু হয়েছে বলে শুনবে, সেখানে যাবে না, কিন্তু যখন কোনো স্থানে তা শুরু হয়, আর তোমরা সেখানে থাক, তখন পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

## ধৈর্যশীলরা জান্নাতী হবে

হাদীস : ১৪৫৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যখন আমার কোনো বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে তাতে সবুর করে, আমি তাকে সে বিপদের পরিবর্তে জান্নাত দান করি। প্রিয়া বস্তুদ্বয় অর্থে তিনি চোখ দুটিকেই বুঝিয়েছেন। -(বোখারী)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে দেখতে গেলে

## ফেরেশতাগণ দোয়া করেন

হাদীস : ১৪৫৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোনো মুসলমান সকালবেলায় কোনো মুসলমানকে দেখতে যায়, তার জন্য তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে, যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয়। যদি সে তাকে দেখতে যায় সন্ধ্যা বেলায় তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয় এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান তৈরি হয়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া সাওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৪৬০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকামা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমাকে দেখতে আসলেন আমার চোখের বেদনায়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## প্রকৃত মুসলমানকে দেখতে গেলে ওয়ু করতে হবে

হাদীস : ১৪৬১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে উত্তমরূপে ওয়ু করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোনো মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম হতে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে। -(আবু দাউদ) ২১৬০-২১৭

## অসুস্থ মুসলমান রোগীকে দেখলে সাতবার প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ১৪৬২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে দেখতে যায় এবং সাতবার বলে আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন। এর দ্বারা নিশ্চয় তাকে আরোগ্য দান করা, যদি না তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

## ব্যথার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়

হাদীস : ১৪৬৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জ্বর এবং যাবতীয় বেদনার জন্য এরূপ বলতে শিক্ষা দিয়েছেন, মহান আল্লাহর নামে-মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই সব রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে এবং ক্ষেত্বের উত্তাপের অপকার হতে। -(তিরমিযী) ২১৬০-২১৬৮

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইব্রাহীম ইবনে ইসমাইল ছাড়া এটা কেউ বর্ণনা করেননি, অথচ ইব্রাহীম হলেন যঈফ রাবী।

**রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ব্যাথা আরোগ্য হয়**

হাদীস : ১৪৬৪ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো বেদনা অনুভব করে অথবা তার কোনো মুসলমান ভাই তার কাছে বেদনার অভিযোগ করে, তখন সে যেন বলে, আমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানে আছেন। হে রব! তোমার নাম পবিত্র। তোমার নির্দেশ আসমান-যমীন উভয়ে প্রযোজ্য-যেভাবে আসমানে তোমার অশেষ রহমত রয়েছে, সেভাবে তুমি যমীনেও অশেষ রহমত বিস্তার কর। হে প্রভু! তুমি ক্ষমা কর আমাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধসমূহ। তুমি পবিত্র লোকদের প্রতিপালক। প্রেরণ কর তুমি তোমার রহমতসমূহ হতে বিশেষ রহমত এবং তামার আরোগ্যসমূহ হতে বিশেষ আরোগ্য এ বেদনার প্রতি, এভাবে দোয়া করলে তার বেদনা সেরে যাবে। -(আবু দাউদ) **হাঃ ২০-২৯১**

**রোগীকে আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে হয়**

হাদীস : ১৪৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন কেউ কোনো পীড়িতকে দেখতে যায়, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে আরোগ্য দান কর, যাতে সে তোমার উদ্দেশ্যে শত্রু আঘাত করতে পারে অথবা তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযায় যেতে পারে। -(আবু দাউদ)

**মুমিনের সাজা হল জ্বর-দুঃখ ইত্যাদি**

হাদীস : ১৪৬৬ ॥ তাবেঈ আলী ইবনে যায়দ, তাবেঈ উমাইয়া হতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াত সম্পর্কে-যদি তোমরা প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে আছে (অন্যায় বিষয়) অথবা গোপন রাখ তাকে, আল্লাহ সে সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নিবেন। এবং এ আয়াত সম্পর্কে-যে অন্যায় কাজ করবে, সে সাজা ভোগ করবে। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করার পর এ পর্যন্ত কেউ আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেনি। রাসূল (স) বলেছেন, এ দু আয়াতে যে সাজার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুনিয়াতে বান্দার প্রতি যে জ্বর ও দুঃখ প্রভৃতি পৌঁছে, তার দ্বারা আল্লাহ যে সাজা দেন তা-এমনকি বান্দা তার জামার পকেটে যে মাল রাখে, অতপর তা হারিয়ে ফেলে এবং তার জন্যে অস্থির হয়ে যায়। এটাও তার শাস্তির অন্তর্গত। অবশেষে বান্দা তার গোনাহসমূহ হতে বের হয়, যেভাবে স্বর্ণ হাপরের আগুনে পরিষ্কার হয়ে বের হয়। -(তিরমিযী)

**বান্দার দুঃখের দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হয়** **হাঃ ২০-২৯৬ ০০**

হাদীস : ১৪৬৭ ॥ হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন, বান্দার প্রতি যে দুঃখ পৌঁছে থাকে তা বড় হোক কিংবা ছোট হোক, তা নিশ্চয় অপরাধের কারণে এবং যা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তা এটা অপেক্ষা অধিক। এটির সমর্থনে রাসূল (স) এ আয়াত পাঠ করলেন-তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অনেক। -(তিরমিযী) **হাঃ ২০-৩০২**

**অসুস্থবস্থায় ভাগ্য পরিবর্তন হয় না**

হাদীস : ১৪৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, বান্দা যখন ইবাদতের কোনো ভালো নিয়ম পালন করতে থাকে, অতপর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন তার প্রতি নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, সে মুক্ত অবস্থায় যা করত অনুরূপ তার জন্য বরাবর লিখতে থাক, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করে দেই অথবা আমার দিকে তাকে ডেকে নেই।

**অসুস্থ অবস্থায় নেক কাজ লেখা হয়**

হাদীস : ১৪৬৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো মুসলমানকে যখন শারীরিক বিপদে ফেলা হয়, তখন ফেরেশতাকে বলা হয়, তার জন্য লিখতে থাক, সে যে নেককাজ বরাবর করত। অতপর যদি আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, ধুইয়ে পাক করে লন, আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন, তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন। -উক্ত হাদীস দুটি শরহে সুন্নাহ রেওয়ায়ত করেছেন।

**সাত প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পায়**

হাদীস : ১৪৭০ ॥ হযরত জাবের ইবনে আতীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে, এরূপ ব্যক্তি ব্যতীতও সাতজন শহীদ রয়েছে- ১. মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ২. পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে, এরূপ ব্যক্তি শহীদ, ৩. যাতুল জানব রোগে যে মারা গেছে সে শহীদ, ৪. যে পেটের রোগে মৃত্যুবরণ করেছে সে শহীদ এবং ৫. যে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ, ৬. যে কিছু চাপা পড়ে মারা গেছে সে শহীদ এবং ৭. প্রসব কষ্টে যে স্ত্রীলোক মারা যায় সে শহীদ। -(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাই)



### বিপদ দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি পরীক্ষা করা হয় নবীদের

হাদীস : ১৪৭১ ৥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়ক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, বিপদ দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরীক্ষা করা হয় কাদের? রাসূল (স) বললেন, নবীদের, অতপর তাঁদের তুলনায় যারা উত্তম তাদের। মানুষ তার দীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়। তার এরূপ বিপদ হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে, অথচ তার কোনো গোনাহ থাকে না। -(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

### আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছেন

হাদীস : ১৪৭২ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কারও সহজে মউত হওয়ার কারণে ঈর্ষা করি না, যখন হতে আমি রাসূল (স)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছি। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

### মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কোনো বস্তু নেই

হাদীস : ১৪৭৩ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার কাছে একটি পানিভর্তি বাটি ছিল, তিনি সে বাটিতে বারবার হাত ডুবাতেন, অতপর তা দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতেন, এবং বলতেন, আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য কর মউতের কষ্টে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ) **হাদীস - ৩০২**

### দুনিয়ার শান্তি পরকালীন মুক্তির কারণ

হাদীস : ১৪৭৪ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখেন, তার পাপের শান্তি দানে বিরত থাকেন; অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে তার পূর্ণ শান্তি প্রদান করবেন। -(তিরমিযী)

### আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন

হাদীস : ১৪৭৫ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়েই। আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহর সন্তোষ রয়েছে এবং যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তোষই রয়েছে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)

### মুমিন নর ও নারীর বিপদ লেগেই থাকে

হাদীস : ১৪৭৬ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মুমিন নর বা নারীর প্রতি বিপদ লেগেই থাকে-তার নিজের শরীরে, তার মাল-সম্পদে অথবা তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে। তখন তার উপর কোনো গোনাহর বোঝা থাকে না। -(তিরমিযী। মালিক তার অনুরূপ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান বরং সহীহ)

### মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়

হাদীস : ১৪৭৭ ৥ হযরত ইবনে খালেদ সুলামী তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো মর্যাদা নির্ধারিত হয়, যা সে আমার দিয়ে লাভ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে শরীর সম্পর্কে অথবা তার সন্তান-সন্ততির সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করেন। অতপর তাকে তাতে ধৈর্যধারণের শক্তি দেন, যাতে সে ঐ মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করা হয়েছে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### প্রতিটি মানুষের নিরানব্বইটি বিপদ আছে

হাদীস : ১৪৭৮ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আদম সন্তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ তার সাথে নিরানব্বইটি বিপদ রয়েছে। যদি তার সকলেই তার ব্যাপারে লক্ষ্যচ্যুত হয়, অন্তত সে বার্ষিকরূপে বিপদে পতিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। -(তিরমিযী: আর তিনি বলেছেন এই হাদীসটি গরীব)

### দুনিয়ার বিপদগ্রস্ত আশেরাতে সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৪৭৯ ৥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তির কিয়ামতের দিন যখন দেখবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সওয়াব দেওয়া হচ্ছে, তখন আক্ষেপ করবে-আহা, যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাঁচি দিয়ে কাটা হত! -(তিরমিযী: আর তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব)

### মুমিনের রোগ গোনাহের কাফকারা স্বরূপ

হাদীস : ১৪৮০ ৥ হযরত আমের রাম (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, মুমিনের যখন রোগ হয়, অতপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, তা তার অতীতের গোনাহর জন্য কাফকারা

এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়; কিন্তু মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়, সে সেই উটের মতো হয় যাকে তার মালিক বেঁধে রেখেছে অতপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোগ আবার কী? আল্লাহর কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি। রাসূল (স) বললেন, আমাদের কাছ হতে উঠে যাও। তবে তুমি আমাদের অন্তর্গত নও। -(আবু দাউদ)

**রোগীকে সাধুনার বাণী শোনাতে হয়** **হাদীস - ৬০৬**

**হাদীস : ১৪৮১** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, তোমরা যখন কোনো রোগীর কাছে যাবে, তার জীবন সম্পর্কে তাকে সাধুনা দান করবে। এটা নিয়তির কোনো কিছু উল্টাতে পারবে না, কিন্তু তার মন সাধুনা লাভ করবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব) **হাদীস - ৬০৪**

**পেটের অসুখে মৃত্যুবরণকারীকে কবরে শান্তি দিবে না**

**হাদীস : ১৪৮২** হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে তার পেটের রোগ হত্যা করেছে, তাকে কবরে শান্তি দেওয়া হবে না। -(আহমদ ও তিরমিযী; কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ**

**অসুস্থ অবস্থায় একটি বালক মুসলমান হল**

**হাদীস : ১৪৮৩** হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী যুবক রাসূল (স)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (স) তাকে দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে বসে বললেন, হে অমুক, মুসলমান হয়ে যাও! সে তার পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা তখন তার কাছে ছিল। তার পিতা বলল, আবুল কাসেমের কথা মনে লও। সুতরাং সে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তার কাছ হতে বের হয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর তিনি তাকে দোযখ হতে মুক্তি দিলেন। -(বোখারী)

**অসুস্থকে দেখতে গেলে ফেরেশতা দোয়া করে**

**হাদীস : ১৪৮৪** হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে পীড়িতকে দেখতে যায়, আসমান হতে একজন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, মোবারক হও তুমি এবং মোবারক হোক তোমার এ পথ চলা। তুমি বেহেশতে একটি স্থান নির্ধারিত করলে। -(ইবনে মাজাহ)

**মৃত্যুর আগে রাসূল (স) ভাল হয়েছিলেন**

**হাদীস : ১৪৮৫** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন, সে রোগের সময় একদিন হযরত আলী (রা) তার কাছে হতে বের হয়ে আসলেন। লোকে জিজ্ঞেস করল, রাসূল (স)-এর অবস্থা কেমন আছে? তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, সকালে ভালোই দেখা যাচ্ছে। -(বোখারী)

**মৃগী রোগে ইন্তেকাল করলে জান্নাতী**

**হাদীস : ১৪৮৬** তাবেঈ হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন, আমাকে একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আতা! আমি কি-তোমাকে একটি বেহেশতী মেয়ে লোক দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এক কালো মেয়ে লোকটি। সে একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর সবর করতে পার, তখন তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর আমি দোয়া করব, আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। সে বলল, সবর করব। অতপর বলল, রাসূল (স)! আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। দোয়া করুন আমি যেন উলঙ্গ না হই। রাসূল (স) তার জন্য সেই দোয়া করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রোগের কারণ গোনাহ ক্ষমা হয়**

**হাদীস : ১৪৮৭** তাবেঈ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল, অপর এক ব্যক্তি বলল, সে বড় খোশনসিব, মরে গেল, অথচ কোনো রোগে ভুগল না। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আহ! তোমাকে কে বলল, সে বড় খোশনসিব? যদি আল্লাহ পাক তাকে কোন রোগে ফেলতেন, আর তার গোনাহ মাফ করে দিতেন কত না ভালো হত। -(মালিক মুরসালরূপে)

**অসুস্থ অবস্থায় আমলনামা চালু থাকে**

**হাদীস : ১৪৮৮** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস ও হযরত সুনাবেহী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকাল কেমন যাচ্ছে? সে বলল, আল্লাহর মেহেরবাণীতে ভালোই যাচ্ছে। এ কথা শুনে শাদ্দাদ বললেন, তোমার প্রতি গোনাহ মাফ এবং অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ হোক! কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ পাক বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে

কোনো মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি আর আমার এ রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শোকর করে সে তার এ রোগশয্যা হতে উঠবে সব গোনাহ হতে পাক সাফ হয়ে সে দিনের মতো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বলেন, আমি আমার বান্দাকে বন্ধ করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব, তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যা লিখতে তা-ই লিখতে থাক। -(আহমদ)

### বিপদ দিয়ে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়

হাদীস : ১৪৮৯ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দার গোনাহ অধিক হয়ে যায় এবং সে সকলের প্রায়শ্চিত্তের মত তার কোনো নেক আমল না থাকে, আল্লাহ পাক তাকে বিপদ দ্বারা চিন্তাগ্রস্ত করেন, যাতে তার সে সকল গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দিতে পারেন। -(আহমদ) ২৫২০-৩০০

### রোগীকে দেখতে গেলে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ১৪৯০ ৷ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে রওয়ানা হল, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় সাতার কাটতে রইল, যতক্ষণ না সে সেখানে গিয়ে বসে। যখন সে গিয়ে বসল, তখন দরিয়ায় ডুব দিল। -(মালিক ও আহমদ)

### জ্বর আসলে পানি ঢালতে হয়

হাদীস : ১৪৯১ ৷ হযরত সওবান (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও জ্বর হয়, নিশ্চয় জ্বর আগুনের একটা অংশ। সুতরাং জ্বরকে যেন পানি দিয়ে নিভান হয়। সে যেন ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের আগে প্রবাহমান নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং ভাটার দিকে অগ্রসর হয়। অতপর যেন বলে, হে আল্লাহ! আরোগ্য দান কর তোমার বান্দাকে এবং সত্যবাদী প্রমাণ কর তোমার রাসূলকে। সে যেন নদীতে তিন দিন তিনটি করে ডুব দেয়। এতে যদি না সারে, তবে পাঁচ দিন। তাতেও যদি না সারে, তবে সাত দিন। সাত দিনেও যদি না সারে, তবে নয় দিন। আল্লাহর হুকুমে জ্বর আর অধিক অগ্রসর হবে না। -(তিরমিযী, আর তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলে উল্লেখ করেছেন)

### জ্বরকে গালি দেয়া উচিত নয় ২৫২০-৬৫৬

হাদীস : ১৪৯২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে জ্বরের কথা বলা হল। তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে মন্দ বলল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, জ্বরকে মন্দ বলতে না। জ্বর গোনাহসমূহকে দূর করে যেভাবে কামারের হাপর শোহার মরিচা দূর করে। -(ইবনে মাজাহ)

### জ্বর দুনিয়ার আগুন কিন্তু আখেরাতে মুক্তির পাথর

হাদীস : ১৪৯৩ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) একবার রাসূল (স) এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর! আল্লাহ পাক বলেন, জ্বর আমার আগুন। দুনিয়াতে আমি আমার মুমিন বান্দার প্রতি পাঠাই, যাতে কিয়ামতে তার দোষের আগুনের বিকল হয়ে যায়। -(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

### রিষিকের কমতি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়

হাদীস : ১৪৯৪ ৷ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মহিমা ও প্রতাপের কসম, আমি দুনিয়া হতে কাউকে বের করব না, যাকে আমি ক্ষমা করে দেয়ার ইচ্ছা রাখি, যে পর্যন্ত না তার যাড়ে অবস্থিত প্রত্যেক অপরাধকে তার শরীর কোনো রোগ অথবা রিষিকের কমতি দিয়ে বিনিময়রূপে করি। -(রযীন)

### রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের সওয়াব লেখা হয় ২৫২০-৬০৭

হাদীস : ১৪৯৫ ৷ তাবৈসী শাকীক বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি কাঁদতে লাগলেন। এতে কেহ তাঁকে ভৎসনা করল। তখন তিনি বললেন, আমি রোগের কারণে কাঁদছি না। কেননা, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, রোগ হচ্ছে গোনাহের কাফফারা। আমি এ জন্য কাঁদছি যে, এটা আমার বৃদ্ধকালে আমাতে পৌঁছল এবং আমার শক্তির যুগে পৌঁছল না। কেননা, বান্দা যখন রোগগ্রস্ত হয়, তার জন্য সে সওয়াব লেখা হয়, যা তার রোগগ্রস্ত হবার আগে তার জন্য লেখা হত, আর রোগ তাতে তা করতে বাঁধা দিয়েছে। -(রযীন) ২৫২০-৬০৬

### রোগীকে তিন দিন পরে দেখতে যেতে হয়

হাদীস : ১৪৯৬ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তিন দিনের আগে কোনো পীড়িতকে দেখতে যেতেন না। -(ইবনে মাজাহ, আর বায়হাকী শোআবুল ইমানে) ২৫২০-৬০৯

### রোগীর দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১৪৯৭ ৷ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর কাছে যাবে, তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলবে। কেননা, তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো। -(ইবনে মাজাহ)



## রোগীকে বিব্রত করা ঠিক নয়

হাদীস : ১৪৯৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বিমারী দেখার ব্যাপারে সুন্নত নিয়ম হচ্ছে বিমারীর কাছে অল্পক্ষণ বসা এবং সেখানে শোরগোল না করা। অতপর তিনি এটার সমর্থন বলেন, মৃত্যু শয্যায় যখন রাসূল (স)-এর কাছে লোকের কথাবার্তা ও মতভেদ বেশি হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, আমার কাছ হতে উঠে যাও। -(রযীন)

## যথাসম্ভব রোগীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে যুসুফ-৩১১

হাদীস : ১৪৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিমারী দেখা অল্পক্ষণ। হযরত সাদ্দ ইবনে মুসাইয়্যাবের বর্ণনায়, উত্তম বিমারী দেখা হল ভুড়িত উঠে যাওয়া। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) যুসুফ-৩১২

## রোগীর ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো উচিত

হাদীস : ১৫০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক বিমারীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী খেতে ইচ্ছে হয়? সে বলল, গমের রুটি খেতে ইচ্ছে হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যার কাছে গমের রুটি আছে, সে যেন তার এ ভাইয়ের জন্য পাঠায়। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যখন তোমাদের কোনো রোগী কিছু খেতে ইচ্ছে করে, তাকে তা খাওয়াবে। -(ইবনে মাজাহ)

## জন্মস্থান থেকে দূরের মৃত্যু ভালো যুসুফ-৩১৬

হাদীস : ১৫০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একবার মদীনায় এক ব্যক্তি মাল্লা গেল, সে মদীনায়ই জন্মগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (স)! তার জানাযা পড়ালেন, অতপর বললেন, আহা! লোকটি যদি তার জন্মস্থান ছাড়া অপর কোথাও মারা যেত! সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, যখন কোনো ব্যক্তি আপন জন্মস্থান ছাড়া অপর কোথাও মারা যায়, তার জন্য জান্নাতে তার জন্মস্থান হতে তার শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত মাপা হয়। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

## সফরকারীর মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে

হাদীস : ১৫০২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সফরের মৃত্যু শাহাদত। -(ইবনে মাজাহ)

## অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি কবরে বেহেশতী খাবার পায় যুসুফ-৩১৪

হাদীস : ১৫০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রুগণাবস্থায় মারা গেছে, সে শহীদ হয়ে মারা গেছে, তাকে কবর আঘাৎ হতে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে বেহেশতের রিযিক দেওয়া হবে।

-(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## ঘা-এর কারণে মৃত্যুবরণকারী শহীদের মর্যাদা পাবে যুসুফ-৩১৫

হাদীস : ১৫০৪ ॥ হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধে শহীদগণ ও ঘরে বিছানায় মৃত ব্যক্তিগণ তাউনে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের কাছে দাবি পেশ করবেন। শহীদগণ বলবেন, এরা আমাদের ভাই। এরা ঘায়ে নিহত হয়েছে, যেক্ষেপে আমরা নিহত হয়েছি। আর ঘরে বিছানায় মরা ব্যক্তিগণ বলবেন, এরা আমাদের ভাই। এরা তাদের ঘরে মরেছে, যেভাবে আমরা মরেছি। তখন আল্লাহ পাক বলবেন, এদের ঘায়ের দিকে দেখ, ঘা যদি শহীদগণের ঘায়ের অনুরূপ হয়, তাহলে তারা শহীদগণের অন্তর্গত এবং শহীদগণের সাথেই থাকবে। পরে দেখা যাবে যে, তাদের ঘা শহীদগণের ঘায়েরই অনুরূপ। -(আহমদ ও নাসাঈ)

## মহামারী দেখে পলায়নকারী পাপী হবে

হাদীস : ১৫০৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তাউন হতে পলায়নকারী জেহাদ হতে পলায়নকারীর অনুরূপ এবং মহামারীতে সবারকারী তার জন্য শহীদের সওয়াব রয়েছে। -(আহমদ)

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## মৃত্যুর কথা চিন্তা করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## মৃত্যু কামনা নাযায়েজ

হাদীস : ১৫০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সে নেককার হলে হয়তো অধিক নেকি অর্জন করবে এবং বদকার হলে সম্ভবত তওবা করে আল্লাহর সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে। -(বোখারী)

### মৃত্যু কামনার ফলে নেক কাজ থেমে যায়

হাদীস : ১৫০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুকে আহ্বান না জানায়। কারণ, সে যখন মরে যাবে, তার নেক কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে, অথচ মুমিনের জীবন নেকিই বৃদ্ধি করে। -(মুসলিম)

### বিপদের আশঙ্কায় মৃত্যু কামনা করা যায়েজ নয়

হাদীস : ১৫০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে তার প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তার কারণে অগত্যা সে যদি তা করতেই চাই, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ত জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রকৃত মুমিনের মৃত্যু হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর

হাদীস : ১৫০৯ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসেন এবং যে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে না। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) অথবা রাসূল (স)-এর অপর কোনো স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দই করি। রাসূল (স) বললেন, এটার অর্থ তা নয়; বরং এটার অর্থ হল, মুমিনের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তোষ ও সম্মান দানের সুসংবাদ দেয়া হয়, ফলে তার কাছে তার সামনে যা রয়েছে তা অপেক্ষা কোনো জিনিসই প্রিয়তম হয় না। সুতরাং সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে কাফেরের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তার শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়, ফলে তার কাছে তার সামনে যা রয়েছে তা অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আর কিছুই থাকে না। সুতরাং সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে, মৃত্যু আল্লাহর সাক্ষাতের আগে।

### কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে ভালো মানুষ শান্তি পায়

হাদীস : ১৫১০ ॥ হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করতেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। তখন রাসূল (স) বললেন, সে শান্তি লাভ করল অথবা তা হতে শান্তি লাভ করা গেল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল! কে শান্তি লাভ করে আর কার কাছ হতে শান্তি লাভ করা হয়? রাসূল (স) বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হতে আল্লাহর রহমতের আশ্রয়ে শান্তি লাভ করে। আর কাফের বান্দা হতে আল্লাহর বান্দারা, দেশ, বৃক্ষরাজি ও পশুপক্ষীরা শান্তি লাভ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দুনিয়াকে হচ্ছে মুসাফিরের আসা-যাওয়ার মত

হাদীস : ১৫১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার দু কাঁধ ধরে বললেন, দুনিয়াতে বসবাস করবে যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা পথ অতিক্রমকারী। রাবী বলেন, অতপর আবদুল্লাহ আমাদের বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, আশা রাখবে না সকালের এবং যখন তুমি সকালে উঠবে আশা রাখবে না সন্ধ্যার আর তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর তোমার অসুস্থতার পূর্বে এবং তোমার জীবনের সুযোগ গ্রহণ কর তোমার মরণের আগে। -(বোখারী)

### অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে হবে

হাদীস : ১৫১২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে তাঁর ইন্তেকালের তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেহ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে ইন্তেকাল না করে। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের ক্ষমা মঞ্জুর করবেন

হাদীস : ১৫১৩ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন বললেন, তোমরা যদি চাও আমি তোমাদেরকে বলব যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে প্রথমে কী বলবেন এবং মুমিনগণ আল্লাহ পাককে প্রথমে কী বলবে। আমরা বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূল! রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ পাক মুমিনদের বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবেসেছিলে? তারা উত্তর করবে, হ্যাঁ, নিশ্চয় হে প্রভু! তখন আল্লাহ পাক বলবেন, গোনাহ করা সত্ত্বেও কেন ভালোবেসেছিলে? তারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জনার আশা রেখেছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, তবে আমার ক্ষমা তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেল। -(বগবী শরহে সুন্নাহতে এবং আবু নোআইম হিলইয়ায়)

### মৃত্যুর কথা বেশি বেশি ভাবতে হবে

হাদীস : ১৫১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়ার সব সুখ-স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুর স্মরণ বেশি বেশি করে করবে। এটা তোমাদেরকে গোনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখবে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

### দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করলে আখিরাতে শান্তি পাবে

হাদীস : ১৫১৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, আল্লাহকে লজ্জা করার মত লজ্জা করবে। তারা বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' আমরা আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি, হে আল্লাহর নবী! রাসূল (স) বললেন, তা নয়; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে লজ্জা করার মত লজ্জা করে, সে যেন হেফাযত করে আপন শিরকে এবং শির যাকে রক্ষা করেছে তাকে তাকে হেফাযত করে আপন পেটকে এবং পেট যাকে ধারণ করেছে তাকে। অধিকন্তু স্মরণ করে মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর পর মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়াকে। আর যে আশ্বেরাতেক চায়, সে যেন ত্যাগ করে দুনিয়ার বিলাস-ব্যসনকে। যে এ সকল করেছে সেই আল্লাহকে লজ্জা করার মত লজ্জা করেছে। -(আহমদ ও তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব)

### মৃত্যুর ফলে মুমিন ব্যক্তির তোহফা

হাদীস : ১৫১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত্যু হল মুমিনের তোহফা।

হাদীস - ৬০৭

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

### প্রকৃত মুমিনের মৃত্যুর সময় কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়বে

হাদীস : ১৫১৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন ইস্তেকাল করে তার কপালের ঘামের সাথে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

### কিছু কিছু মৃত্যু আল্লাহর গয়বস্বরূপ

হাদীস : ১৫১৮ ॥ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আকস্মিক মৃত্যু আল্লাহর গয়বের তুল্য। -(আবু দাউদ) কিন্তু বায়হাকী ও রযীনের বর্ণনায় অধিক রয়েছে, আকস্মিক মৃত্যু গয়বের ধরা কাফেরের পক্ষে এবং রহমত মুমিনের পক্ষে।

### আল্লাহ পাকের ভরসা করা

হাদীস : ১৫১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) একটি যুবকের কাছে পৌঁছলেন, যুবকটির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজকে কীরূপ বোধ করছ? সে উত্তর করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি; কিন্তু সাথে সাথে আমার গোনাহসমূহের দরুন ভয়ও করি। তখন রাসূল (স) বললেন, এরূপ স্থলে মৃত্যুকালে কোনো বান্দার অন্তরে এ দুটি বিষয় একত্র হতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে দান করেন, যার আশা সে রাখে এবং নিরাপদে রাখেন তাকে যা হতে সে ভয় করে।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)

### ভূতীয় পরিচ্ছেদ

### মৃত্যুর অবশ্যই সকলের জন্য কঠিন

হাদীস : ১৫২০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, মৃত্যুর ভয়াবহতা বড় শক্ত। এ ছাড়া বান্দার হায়াত দীর্ঘ হওয়া এবং আল্লাহ পাক তাকে তওবার তাওফিক দেয়া সৌভাগ্যের বিষয়। -(আহমদ)

হাদীস - ৬০৮

### বেশি আয়ুর ফলে আমল বেশি হয়

হাদীস : ১৫২১ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে স্মরণ করালেন এবং আমাদের অন্তরকে গলিয়ে দিলেন। এতে সাদ ইবনে আবু ওয়াহাব কান্দতে লাগল এবং বহু কান্দল। অতপর বলল, আহা, যদি মরে যেতাম! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সাদ তুমি আমার সামনে থেকেও মৃত্যু কামনা করছ? এ কথা রাসূল (স) তিনবার বললেন। অতপর বললেন, হে সাদ! যদি তুমি বেহেশতের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাক, তাহলে তোমার হায়াত যত দীর্ঘ হবে এবং তোমার আমল যত নেক হবে, ততই তা তোমার জন্য কল্যাণকর। -(আহমদ)

হাদীস - ৬০৯

### রাসূল (স) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ১৫২২ ॥ হযরত তাবৈঈ হারেসা ইবনে মুযারাব বলেন, আমি একবার হযরত খাব্বার এর কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, তিনি তার শরীরের সাত জায়গায় দাগ দিয়েছেন। এ সময় তিনি বললেন, আমি যদি রাসূল (স)-কে বলতে না শুনতাম তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, তাহলে নিশ্চয় আমি মৃত্যু কামনা করতাম। আমি নিজেকে রাসূল (স)-এর সাথে এরূপ পেয়েছি যে, আমি এক দিরহামেরও অধিকারী ছিলাম না, আর এখন আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দিরহাম রয়েছে। রাবী হারেসা বলেন, অতপর তার কাছে তার কাফনের কাপড় আনা হল। যখন তিনি তা দেখলেন, কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হায় হযরত হামযা! তাঁর জন্য কাফন পাওয়া যায় নি একটি পুরান চাঁদর ছাড়া। যখন তা তার মাথার উপর দেয়া হত তার পা খুলে যেত, আর যখন পায়ের উপর দেয়া হত, মাথা খুলে যেত, অবশেষে কাপড় খানা তার মাথার দিকে টেনে দেয়া হল এবং পায়ে উপর ইযখার ঘাস ছড়িয়ে দেয়া হল। -(আহমদ ও তিরমিযী, কিন্তু মিরমিযী তার কাফনের কাপড়ওয়ালা অংশ বর্ণনা করেন নি।)

## তৃতীয় অধ্যায়

### মুম্বুর্ষ ব্যক্তিকে যা বলা আবশ্যিক

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মুম্বুর্ষ রোগীকে কালেমা শিক্ষা দিতে হবে

হাদীস : ১৫২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দিবে। -(মুসলিম)

#### রোগীকে ভালো কথা শোনাতে হবে

হাদীস : ১৫২৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোনো রোগীর কাছে অথবা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে, উত্তম কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বল, যে কথার উপর ফেরেশতাগণ আমিন বলেন। -(মুসলিম)

#### আল্লাহ অবশ্যই উত্তম পুরস্কার দান করবেন

হাদীস : ১৫২৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোনো মুসলমানের প্রতি কোনো বিপদ আসে, আর সে বলে, যা বলতে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই প্রতি আমাদের প্রত্যাশা। অতপর বলে হে আল্লাহ! প্রতিফল দাও আমাদের আমার এ বিপদে এবং উত্তম বিনিময় দাও আমাকে এ বিপদ অপেক্ষা। তাহলে আল্লাহ তাকে সে বিপদ অপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করেন। উম্মে সালামা বলেন, যিনি আবু সালামা অপেক্ষা উত্তম হতে পারেন? কেননা আবু সালামার পরিবারই তো প্রথম পরিবার, যারা রাসূল (স)-এর কাছে হিজরত করে এসেছিলেন। উম্মে সালামা বলেন, তথাপি আমি সে কথা বললাম, আর আল্লাহ আমাকে আবু সালামার পরিবর্তে রাসূল (স)-কে দান করলেন। -(মুসলিম)

#### আবু সালামার জন্য রাসূল (স) প্রার্থনা করলেন

হাদীস : ১৫২৬ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আবু সালামার কাছে পৌঁছলেন, আর তখন তার চক্ষু খোলা ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করে দিলেন। অতপর বললেন, রুহ যখন কবজ করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে। তখন আবু সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অযথা কিছু করবে না। কেননা, তোমরা যা বলবে, তার উপর ফেরেশতাগণ আমিন বলবেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাক্বুল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোকের ব্যবস্থা কর। -(মুসলিম)

#### কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে

হাদীস : ১৫২৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁকে একটি ডোরাদার ইয়ামেনী চাদরে ঢেকে দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বললে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৫২৮ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার শেষ বাক্য হবে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে বেহেশতে যাবে। -(আবু দাউদ)

মুম্বুর্ লোকের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে হয়

হাদীস : ১৫২৯ ॥ হযরত মাকেল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মুম্বুর্ ব্যক্তিদের কাছে ‘সূরা ইয়াসীন’ পড়বে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈহ - ৬২০

মৃতকে চুম্বন দেয়া যায়

হাদীস : ১৫৩০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওসমান ইবনে মাযউনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছেন, আর তখন তিনি কাঁদছিলেন যাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অশ্রু ওসমানের চেহরার উপর পড়েছিল।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আবু বকর (রা)-কে মৃত্যুর পর চুম্বন করেছিলেন

হাদীস : ১৫৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়

হাদীস : ১৫৩২ ॥ হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত তালহা ইবনে বারা রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখতে আসলেন এবং বললেন, আমি দেখছি তালহার মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং তোমরা আমাকে সংবাদ দিও এবং দাফনে তাড়াতাড়ি করিও! কেননা কোন মুসলমানের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটক রাখা উচিত নয়। -(আবু দাউদ) যঈহ - ৬২১

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই প্রত্যেকেরই বলা উচিত

হাদীস : ১৫৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদেরকে তালকীন করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি বড় সহিষ্ণু ও মহানুভব। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহরই সব প্রশংসা যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভু। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (স) এটা জিন্দাদের জন্য কেমন? রাসূল (স) বললেন, বহুত উত্তম, বহুত উত্তম। -(ইবনে মাজাহ)

মুম্বুর্ লোকের কাছে ফেরেশতা হাজির হয় যঈহ - ৬২২

হাদীস : ১৫৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুম্বুর্ ব্যক্তির কাছে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। যদি সে ব্যক্তি নেককার হয় ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আস, হে পবিত্র প্রাণ! যা পবিত্র দেহে ছিলে। বের হয়ে আস প্রশংসার সাথে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি ও সুখাদ্যের এবং তোমার প্রতি প্রভু পরওয়ারদেগার যে রোষহীন তার। এভাবে রুহকে বলা হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না রুহ বের হয়ে আসে। অতপর তাকে আসমানের দিকে উঠান হয়, তখন খুলে দেয়া হয় তার জন্য আসমান এবং জিজ্ঞেস করা হয়, এ কে? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক। তখন বলা হয়, মারহাবা! হে পবিত্র প্রাণ! যা পবিত্র দেহে অবস্থান করছিল। প্রবেশ কর প্রশংসার সাথে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি, সুখাদ্য ও তোমার প্রতি প্রভু পরওয়ারদেগার যে রোষহীন তার। এভাবে বলা হতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে সেই আসমানে উপনীত হয়, যাতে আল্লাহ রয়েছেন। আর যদি সে ব্যক্তি বদকার হয়, ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আস, হে নোত্রা প্রাণ! যা নোত্রা দেহে ছিলে, তিরস্কৃত অবস্থায় বের হয়ে আস এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, গরম পানি ও দুর্গন্ধযুক্ত পানির, আরও অনুরূপ জিনিসের। বদকার রুহকে এরূপ বলা হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বের হয়ে আসে। অতপর রুহকে আসমানের দিকে উঠান হয় এবং ঐ রুহের জন্য আসমান খুলে দিতে বলা হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, এ কে? বলা হয় অমুক। তখন বলা হয়, এ খবীস প্রাণের জন্য কোনো স্বাগতম নেই যা খবীস দেহে ছিল। ফিরে যাও তিরস্কারের সাথে! কেননা, তোমার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। সুতরাং তাকে নিচে পাঠান হয় আসমান হতে, অতপর সে কবরের দিকে চলে যায়। -(ইবনে মাজাহ)

মুমিনের রুহ দুজন ফেরেশতা নিয়ে যায়

হাদীস : ১৫৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মুমিনের রুহ বের হয়, দুজন ফেরেশতা তাকে লুফে নেয় এবং তাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। পরবর্তী রাবী হাম্মাদ বলেন, অতপর তিনি



তার সুগন্ধির কথা উল্লেখ করলেন এবং মেশকের কথা উল্লেখ করলেন। অতপর বললেন, তখন আসমানবাসীরা বলেন, পবিত্র রুহ যমীনের দিক হতে এসেছে। তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক এবং সে শরীরের প্রতি যাকে তুমি আবাদ রেখেছিলে। অতপর তাকে তার প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বলা হয়, তাকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাও, শেষ সময় অবধির জন্য অর্থাৎ কিয়ামত অবধির জন্য।

অতপর রাসূল (স) বললেন—কাফের, যখন তার রুহ বের হয়। হাম্মাদ বলেন, অতপর তিনি তার দুর্গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন এবং তার প্রতি আল্লাহর লানতের কথা বললেন এবং তারপর বললেন, তখন আসমানবাসীরা বলেন, খবীস রুহ যমীনের দিক হতে এসেছে। তখন বলা হয়, তাকে নিয়ে যাও কিয়ামত অবধির জন্য। আবু হুরায়রা বলেন, তখন রাসূল (স) তার গায়েল চাদর নাকের উপর টেনে দিলেন। —(মুসলিম)

### মুমিনের রুহ মেশকের সুগন্ধির মত

হাদীস : ১৫৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের যখন মৃত্যু আসন্ন হয়, রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে তার কাছে আসেন এবং বলেন, হে রুহ! বের হয়ে আস আল্লাহর নির্ধারিত সুখ-শান্তি, সুখাদ্য এবং রোযহীন প্রতিপালকের দিকে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। যখন রুহ বের হয়ে আসে মেশকের সুগন্ধি অপেক্ষাও উত্তম সুগন্ধি সহকারে, আর ফেরেশতাগণ তাকে হাত বেহাত গ্রহণ করতে থাকেন, যতক্ষণ না তাকে নিয়ে আসমানের দরজায় পৌঁছেন। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, লও কি উত্তম সুগন্ধি তোমাদের কাছে পৌঁছে। মুমিনগণ তাদের পেয়ে আনন্দিত হন, তোমাদের কারও দূর দেশে অবস্থানকারী আত্মীয়ের আগমনের আনন্দ অপেক্ষাও অধিক। তখন মুমিনগণ তাকে জিজ্ঞেস করেন, অমুকের কী অবস্থা আর অমুকের কী অবস্থা? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তাকে প্রশ্ন করো না। সে দুনিয়ার কষ্ট ছিল এখন তাকে শান্তি দাও! প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, অমুক তো মরে গেছে। তোমাদের কাছে কি আসে নি? তখন মুমিনরা বলবেন, নিশ্চয় তাকে তার মাতা হাবিয়া দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর কাফের, যখন তার মৃত্যু আসন্ন হয়, তার কাছে আযাবের ফেরেশতাগণ আসেন শক্ত চট নিয়ে এবং বলেন, বের হয়ে আস আল্লাহর আযাবের দিকে। তুমি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলে, তিনিও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তখন রুহ বের হয়ে আসে সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহের দুর্গন্ধ সহকারে এবং সে রুহকে নিয়ে যান ফেরেশতাগণ যমীনের দরজার দিকে। তখন তারা বলেন, কী দুর্গন্ধ এটা! অবশেষে ঐ রুহকে ফেরেশতাগণ নিয়ে যান কাফেরদের রুহের কাছে সিঁজীনে। —(আহমদ ও নাসাঈ)

### মুমিনের রুহ নিরাপদে বের হয়

হাদীস : ১৫৩৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আনসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের কাছে গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূল (স) বসে গেলেন এবং আমরাও তার আশপাশে বসে গেলাম, যেমন আমাদের মাথায় পাখি বসে রয়েছে, তখন রাসূল (স)-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যা দিয়ে তিনি চিহ্নিত ব্যক্তিদের মতো মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহর কাছে কবর আযাব হতে পানাহ চাও। তিনি এ কথা দুই কি তিন বার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার কাছে আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, তাদের চেহারা যেন সূর্য। তাদের সাথে বেহেশতের কাফনসমূহের একটি কাফন কাপড় থাকে এবং বেহেশতের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তারা তার কাছ হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতপর মালাকুল মউত আযরাঈল (আ) তার কাছে আসেন এবং তার মাথার কাছে বসে বলেন, হে পবিত্র রুহ! বের হয়ে আস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে। রাসূল (স) বলেন, তখন তার রুহ বের হয়ে আসে যেমন, মোশক হতে পানি বের হয়ে আসে অর্থাৎ অতি সহজে। তখন মালাকুল মউত রুহকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফেরেশতা এসে রুহকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন পৃথিবীতে প্রাপ্ত সব খোশবু অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হতে থাকে।

রাসূল (স) বলেন, যে রুহ নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদের কাছে পৌঁছেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্র রুহ কার? তখন ফেরেশতারা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দিয়ে ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দিয়ে ভূষিত করে বলেন, এটা অমুকের পুত্র অমুকের

রুহ, যতক্ষণ না তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। অতপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষপূর্ণগামী হন উপরের আসমান পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়ীনে' লিখ এবং তাকে তার কবরে ফিরিয়া নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতপর যমীন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের কবর হাশরের মাঠে। রাসূল (স) বলেন, সুতরাং তার রুহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

অতপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান, তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর করে, আমার রব আল্লাহ। অতপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? তখন সে বলে, আমার দীন হল ইসলাম। আবার তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহর রাসূল। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা কী করে জানতে পারলে? সে বলে, অক্ষি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। অতপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের একটি ফরশ বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশতের একটি লেবাস পরিধান করিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূল (স) বলেন, তখন তার প্রতি বেহেশতের সুখ-শান্তি ও বেহেশতের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। রাসূল (স) বলেন, অতপর তার কাছে এক সুন্দর চেহারাশিষ্ট সুবেশি ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সমস্ত ঈমান করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার মত চেহারা! কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কয়েম কর! হে আল্লাহ! কিয়ামত কয়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি অর্থাৎ, হুর, গিলমান ও বেহেশতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি।

কিন্তু কাকের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার কাছে আসমান হতে একদল কালো চেহারাশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শব্দ চট থাকে। তারা তার কাছে হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন, তারপর বলেন, হে খবীস রুহ! বের হয়ে আস আল্লাহর রোমের দিকে। রাসূল (স) বলেন, এ সময় রুহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পলাতে থাকে। তখন মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ডিজা পশম হতে টেনে বের করা হয়। তখন তিনি রুহকে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং অপেক্ষমাণ ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটে জড়িয়ে লন। তখন তাঁ হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সব গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ। রুহকে নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন; কিন্তু যখনই তারা ফেরেশতাদের কোনো দলের কাছে পৌঁছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন এই খবীস রুহ কার? তখন তারা তাকে দুনিয়াতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত, সৈনুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের, যতক্ষণ না তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেয়া হয় না। এ সময় রাসূল (স)-এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। তখন আল্লাহ পাক বলেন, তার ঠিকানা সিঙ্কীনে লেখ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রুহকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রুহ আকাশ হতে পড়েছে, অতপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে বলে হায় হায় আমি জানি না। অতপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কী? সে বলে, হায়, হায় আমি জানি না। অতপর জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছেন, তিনি কে? সে বলে হায়, হায় আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলছে, সুতরাং তার দিকে দোষখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোষখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার দিকে দোষখের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায় যাতে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার কাছে একটা অতি কুৎসিত চেহারাশিষ্ট নোংরাবেশি দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে,

তোমাকে দুঃখিত করবে, এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এ দিবস সম্পর্কেই দুনিয়াতে তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে! সে বলে, আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলে, হে খোদা! কিয়ামত কায়ম করিও না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিন্তু সে বর্ণনায় অধিক রয়েছে যখন মুমিন বান্দার রূহ বের হয়, তার জন্য দোয়া করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং খুলে দেয়া হয় আসমানের দরজাসমূহ, আর প্রত্যেক দরজার দারোয়ান ফেরেশতাই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন, তার রূহ যেন তাদের দরজা দিয়ে উঠান হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের রূহ টেনে বের করা হয় তার রগসহ এবং অভিশাপ করতে থাকেন তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর প্রত্যেক দরজার দারোয়ান ফেরেশতাগণই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন তার রূহ যেন তাদের দরজা দিয়া না উঠান হয়। -(আহমদ)

### রুহের সাথে রুহের সাক্ষাৎ হয়

হাদীস : ১৫৩৮ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাব তাঁর পিতা হযরত কাব সম্পর্কে বলেন, যখন কাব ইবনে মালেকের মৃত্যু আসন্ন হল, তখন তাঁর কাছে উম্মে বিশর ইবনে বার্বা ইবনে মারুর এসে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! যদি তথায় অমুকের সাক্ষাৎ পাও তাকে আমার সালাম বলিও। তখন তিনি বললেন, হে উম্মে বিশর, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তখন আমাদের ব্যস্ততা তোমার এ কাজ অপেক্ষা অধিক থাকবে। এ সময় উম্মে বিশর বললেন, আবু আবদুর রহমান! আপনি কি শোনে নী যে, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনগণের রূহ সবুজ পাখির মধ্যে হবে এবং বেহেশতের ফল খাবে। অর্থাৎ তাঁরা তথায় শান্তিতে থাকবে, ব্যস্ততা কোথায়? তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন উম্মে বিশর বললেন, আমি তো তা-ই বলছি। -(ইবনে মাজাহ; আর বায়হাকী কিতাবুল বাসে ওয়াননুত্তরে)

### মুমিনের রূহ বেহেশতে পাখির আকৃতি ধরে আসবে

হাদীস : ১৫৩৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাব (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের রূহ পাখি হবে এবং বেহেশতের গাছের ফল খেতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার শরীকে ফিরিয়ে দিবেন। -(মালিক ও নাসাঈ; আর বায়হাকী কিতাবুল বাসে ওয়াননুত্তরে)

### মৃত্যুর আগে রাসূল (স)-কে সালাম বলা

হাদীস : ১৫৪০ ॥ তাবৈঈ মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রা) বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি মৃত্যুবরণ করছিলেন এবং বললাম, তথায় রাসূল (স)-এর কাছে আমার সালাম বলবেন।

হাদীস - ১২৪

-(ইবনে মাজাহ)

## চতুর্থ অধ্যায়

### মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন দিয়ে ঢেকে দেয়া

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### তিন থেকে পাঁচবার পর্যন্ত গোসল দিতে হয়

হাদীস : ১৫৪১ ॥ হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের কাছে পৌঁছলেন, আমরা তখন তার কন্যা জয়নবকে গোসল দান করছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তাকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা ইহা অপেক্ষা অধিকবার গোসল দান কর যদি তোমরা আবশ্যিক মনে কর, বরই পাতার জোশ দেওয়া পানি দ্বারা; কিন্তু শেষবারে কাফুর দিবে। অথবা তিনি বলেছেন, কিছু কাফুর দিবে। যখন তোমরা গোসল দিয়ে সারিবে আমাকে খবর দিবে। উম্মে আতিয়া বলেন, আমরা যখন গোসল দিয়ে সারলাম, রাসূল (স)-কে খবর দিলাম। রাসূল (স) তখন আমাদেরকে তার একটি তহবদ ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, এটা তাকে কামীসরূপে পরিয়ে দাও।

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আমাদের বললেন, বিজোড় গোসল দান করবে। তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার এবং গোসল ডান দিক হতে শুরু করবে ও ওয়ুর স্থানসমূহ হতে শুরু করবে। উম্মে আতিয়া বলেন, আমরা তার চুলকে তিনটি বেণীতে ভাগ করলাম এবং তার পিছনে দিকে ছাড়িয়ে দিলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স)-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল**

হাদীস : ১৫৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে কাফন দেওয়া হয়েছিল তিনটি ইয়াত্মেনী সঙ্লী সাদা সুতি কাপড়ে। যাতে কামীস ও পাগড়ি ছিল না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**মৃতকে ভালো কাফন দিতে হবে**

হাদীস : ১৫৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে কাফন দান করে, যেন উত্তমরূপে কাফন দান করে তাকে। -(মুসলিম)

**মৃতকে বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল দিতে হয়**

হাদীস : ১৫৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিল। তার উটনী তাকে ফেলে দিয়ে ঘাড় ভেঙে দিল, ফলে সে এহরাম অবস্থান মারা গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে বরই পাতার জোশ দেয়া পানিতে গোসল দাও এবং তার এহরামের কাপড় দুটি ধারাই তাকে কাফন দাও। তার গায়ে খোশবু লাগিও না এবং তার মাথা ঢাকিও না। কেননা, সে কিয়ামতের দিনে এভাবে 'লাকাইকা' বলতে বলতেই উঠবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****চোখে সুরমা ব্যবহার করা সন্নত**

হাদীস : ১৫৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সাদা কাপড় পরিধান করবে! কেননা, এটাই তোমাদের কাপড়সমূহের মধ্যে উত্তম এবং এটা দিয়েই তোমাদের মূর্দারের কাফন দিবে। আর তোমাদের সূর্য্য জাতীয় জিনিসসমূহের মধ্যে উত্তম এবং এটা দিয়েই তোমাদের মূর্দারের কাফন দিবে। আর তোমাদের সূর্য্য জাতীয় জিনিসসমূহের মধ্যে 'ইসমিদ'ই হল উত্তম। কেননা, তা কেশ জন্মায় এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী; কিন্তু ইবনে মাজাহ মূর্দারের পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)

**মৃতকে বেশি দামি কাপড়ে কাফন দিবে না**

হাদীস : ১৫৪৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাফনে বেশি দামি কাপড় ব্যবহার করিও না। কেননা, ওটা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। -(আবু দাউদ) হাফ্ফ - ৩২৫

**মৃত্যুর আগে কাফনের কাপড় আনা যায়**

হাদীস : ১৫৪৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হল, তিনি নতুন কাপড় আনিye নিলেন এবং তা পরিধান করে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন উঠান হবে যে কাপড়ে সে মারা যায় সে কাপড়ে। -(আবু দাউদ)

**উত্তম পণ্ড শিংওয়াল পণ্ড**

হাদীস : ১৫৪৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উত্তম কাফন হচ্ছে হোন্ডাহ এবং উত্তম কোরবানীর পণ্ড হচ্ছে শিংওয়াল দুখা। -(আবু দাউদ। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু উমামাহ হতে) হাফ্ফ - ৩২৬

**ওহদের যুদ্ধে শহীদদের সাথে রক্তাক্ত জামা-কাপড় দাফন হয়েছিল**

হাদীস : ১৫৪৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওহদ যুদ্ধের শহীদগণের শরীর হতে সামরিক লৌহ বস্ত্র ও চর্ম বস্ত্র খুলে ফেলতে এবং তাদেরকে তাঁদের রক্তের সাথে ও তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রে দাফন করতে বলেছিলেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) হাফ্ফ - ৩২৭

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****হযরত হামজা (রা)-এর কাফনের কাপড় কম পড়েছিল**

হাদীস : ১৫৫০ ॥ সাদ তাঁর পিতা ইব্রাহীম হতে এবং ইব্রাহীম আপন পিতা হতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রোযাদার ছিলেন, সন্ধ্যায় তাঁর কাছে খাদ্য আনা হলে তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমাইর ওহদ যুদ্ধে নিহত হলেন, অথচ তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আর তাকে কাফন দেওয়া হল শুধু একটি চাদরে। তাঁর মাথা ঢেকে দিলে পা উলঙ্গ হয়ে যেত এবং পা ঢেকে দিলে মাথা উলঙ্গ হয়ে যেত। ইব্রাহীম বলেন, আমি মনে করি, তিনি এ কথাও বলেছেন যে, রাসূল (স)-এর চাচা হামযা শহীদ হলেন, অথচ তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আর তার কাফনেরও এ অবস্থা ছিল। অতপর দুনিয়া আমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে গেল কত প্রশস্ত! অথবা তিনি বলেছেন, আমরা

পেয়েছি দুনিয়ার যা পাবার। অতএব, আমি ভয় করছি যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিফল আমাদেরকে আগেভাগে দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেল না কি? তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত খানাই ত্যাগ করলেন। -(বোখারী)

### মুনাফিক সরদার হযরত আব্বাস (রা)-কে জামা দিয়েছিল

হাদীস : ১৫৫১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর তার কাছে আসলেন এবং তাকে কবর হতে উঠিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতপর তিনি তাকে আপন দুই হাঁটুর মধ্যে রাখলেন এবং আপন থুথু তাতে তার কাফনে নিক্ষেপ করলেন। এ ছাড়া তিনি আপন পিরহানও তাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, সে আমার চাচা আব্বাসকে নিজের পিরহান দিয়াছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

## পঞ্চম অধ্যায়

### লাশের অনুগমন ও জানাযার নামায

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়

হাদীস : ১৫৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মূর্দার দাফন ব্যাপারে ত্বরান্বিত করবে। কেননা, সে যদি নেককার হয়, তবে তো ভালো। ভালোকে তোমরা তাড়াতাড়ি তার ভাল ফলের দিকে পৌঁছিয়ে দিলে। আর যদি এটার অন্যথা হয়, তা হলে সে খারাব। খারাবকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে রেখে দিলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মৃত ব্যক্তি দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়

হাদীস : ১৫৫৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন লাশ খাটিয়ায় রাখা হয় এবং লোক তাকে তাদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, তখন যদি নেককার হয়, বলে আমাকে সামনে নিয়ে চল। আর যদি বদকার হয়, নিজের পরিবারের লোকদেরকে বলে হায়! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তার এ কথা মানব ছাড়া সকলেই শুনে। যদি মানব শুনত, তাহলে ভয়ে তারা হলাক হয়ে যেত। -(বোখারী)

#### মৃত লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৫৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা লাশ দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি এক্রপ করবে, সে যেন লাশ রাখার আগে না বসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৫৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার আমাদের কাছে দিয়ে এক জানাযা অতিক্রম করল। এটার জন্য রাসূল দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তাঁর সাথে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। অতপর তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো ইহুদীর লাশ। রাসূল (স) বললেন, মউত একটি ভয়াবহ ব্যাপার। সুতরাং যখন কোনো লাশ দেখবে উঠে দাঁড়াবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স) লাশ দেখে দাঁড়াতেন

হাদীস : ১৫৫৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, লাশ দেখে আমরা রাসূল (স)-কে দাঁড়াতে দেখেছি। অতএব, আমরাও দাঁড়িয়েছি এবং তাকে বসতে দেখেছি, অতএব, আমরাও বসেছি। -(মুসলিম) ইমাম মালিক ও আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) লাশ দেখে প্রথমে দাঁড়াতেন, অতপর বসে থাকতেন।

#### লাশের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করলে দু কীরাত পাওয়া যায়

হাদীস : ১৫৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে কোনো মুসলমানের লাশের অনুগমন করেছে এবং তার সাথে রয়েছে, যে পর্যন্ত না তার জানাযা পড়েছে এবং তাকে দাফন করেছে। সে দুই 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে, অথচ প্রত্যেক কীরাত হচ্ছে ওহুদ পাহাড় বরাবর। এবং যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়েছে, অতপর দাফন করার আগে প্রত্যাবর্তন করেছে, সে এক কীরাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়লেন

হাদীস : ১৫৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন যে দিন তিনি মারা গেলেন। অতপর তাদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের সফ বেঁধে চারটি তকবীর বললেন। -(বোখারী ও মুসলিম)



### চার তাকবীরে জানাযা পড়তে হয়

হাদীস : ১৫৫৯ ৷ তাবেঈ আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন, সাহাবী যায়দ ইবনে আরকাম (রা) আমাদের জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন; কিন্তু একবার তিনি একটি জানাযায় পাঁচ তাকবীর বললেন। আমরা তাকে এটার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল (স) এরূপও করতেন। -(মুসলিম)

### জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়া যায়

হাদীস : ১৫৬০ ৷ তাবেঈ তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে একটি জানাযার নামায পড়েছি। তিনি তাতে সূরা ফাতেহা পড়লেন এবং বললেন, আমি এটা এজন্য পড়লাম, যাতে তোমরা জান যে, এটা সুন্নত। -(বোখারী)

### মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৬১ ৷ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজারী (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার এক জানাযার নামায পড়লেন। আমি তার দোয়ার কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে এরূপ বললেন- ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টির দ্বারা ধুয়ে লও, যেভাবে তুমি পরিষ্কার করে লও সাদা কাপড়কে ময়লা হতে, তাকে দান কর তুমি তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী, দীন কর তাকে জান্নাত এবং নিরাপদে রাখ তাকে কবর আযাব হতে ও দোযখের আযাব হতে।’ অপর বর্ণনায় আছে, “বাঁচিয়ে রাখ তাকে কবরের বিপদ হতে এবং দোযখের আযাব হতে।”

আওফ বলেন, যাতে আমি বাসনা করতে লাগলাম যে, আহা যদি আমি এই মৃত ব্যক্তি হতাম! -(মুসলিম)

### মসজিদে জানাযা পড়া যায়

হাদীস : ১৫৬২ ৷ তাবেঈ আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবী হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) ইন্তেকাল করলেন, হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে আস, যাতে আমিও তার জানাযা পড়তে পারি। কিন্তু তাঁর এ বাসনাকে অপছন্দ করা হল। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম স্বয়ং রাসূল (স) বায়যার দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়েছেন। -(মুসলিম)

### স্ত্রীলোকের জানাযা কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৬৩ ৷ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর পিছনে একটি স্ত্রীলোকের জানাযার নামায পড়েছি, যে নেফাসের মুদতে মারা গিয়েছিল। রাসূল (স) তার কোমর বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দাফনের পরেও জানাযা পড়া যায়

হাদীস : ১৫৬৪ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) একটি কবরের কাছে পৌঁছলেন, যাতে রাতে একটি লোককে দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তিকে কবে দাফন করা হয়েছে? সাহাবীগণ বললেন, গতরাতে। রাসূল (স) বললেন, আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা তাকে রাতের অন্ধকারে দাফন করেছি, আর তখন রাসূল (স)-কে জাগান পছন্দ করি নাই। এ কথা শুনে রাসূল (স) দাঁড়ালেন, আমরা তার পিছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। অতপর তিনি তার জানাযা পড়লেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) পুনরায় জানাযা পড়লেন

হাদীস : ১৫৬৫ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একটি কালো স্ত্রীলোক অথবা একটি যুবক মসজিদে নব্বী ঝাড়ু দিত। একবার রাসূল (স) তাকে দেখতে পেলেন না। অতএব, তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ উত্তর করলেন, সে মরে গেছে। রাসূল (স) বললেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? আবু হুরায়রা বলেন, সাহাবীগণ যেন তার ব্যাপারকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন। রাসূল (স) বললেন, এখন আমাকে তার কবর কোথায় দেখিয়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে কবর দেখিয়ে দিলেন, আর রাসূল (স) তার কবরের উপর জানাযা পড়লেন। অতপর বললেন, এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারে পূর্ণ আর আল্লাহ পাক তাদেরকে আলোকিত করে দেন তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার দরুন। -(বোখারী ও মুসলিম; কিন্তু পাঠ মুসলিমের)

### জানাযায় চল্লিশ জন লোক হলে সুপারিশ পেতে পারি

হাদীস : ১৫৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের গোলাম কুরায়ব (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, কুদাইদ অথবা ওসফান নামক স্থানে ইবনে আব্বাসের এক পুত্র মারা গেল। তখন তিনি বললেন, কুরায়ব! দেখ তার জানাযার জন্য কী পরিমাণ লোক একত্র হয়েছে। কুরায়ব বলেন, আমি বের হলাম এবং দেখলাম যে, বেশ লোক একত্র হয়েছে এবং তা তাকে বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ জন হবে বলে তুমি মনে কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাকে বের করে আন। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশ জন লোক দাঁড়ায় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না, নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কবুল করেন। -(মুসলিম)

### জানাযা পড়ে দোয়া করলে কবুল হয়

হাদীস : ১৫৬৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে এবং প্রত্যেক সুপারিশ করে তার জন্য, নিশ্চয় তাদের সুপারিশ কবুল করা হয় তার সম্পর্কে। -(মুসলিম)

### মৃতের লাশ দেখে খারাপ মন্তব্য করা উচিত নয়

হাদীস : ১৫৬৮ ॥ হযরত আলাস (রা) বলেন, লোকেরা একটি লাশের কাছে দিয়ে অতিক্রম করল এবং সে ভালো লোক বলে প্রশংসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। অতপর লোকের অপর একটি লাশের কাছে দিয়ে অতিক্রম করল এবং সে মন্দ লোক বলে তার কুৎসা করল। রাসূল (স) বললেন, এর জন্যও নির্ধারিত হয়ে গেল। এটা শুনে হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কি নির্ধারিত হয়ে গেল? রাসূল (স) বললেন, ঐ ব্যক্তি যার তোমরা কুৎসা করলে, সুতরাং এর জন্য দোষ নির্ধারিত হয়ে গেল। তোমরা মুমিনরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। -(বোখারী ও মুসলিম অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মুমিনরা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী)

### চারজন মুসলমান ভালো বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ কবুল করেন

হাদীস : ১৫৬৯ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের পক্ষে চারজন মুসলমান ভালো বলে সাক্ষ্য দিলে, তাকে আল্লাহ পাক বেহেশত দান করবেন। ওমর বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ তিনজনে সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনজনে সাক্ষ্য দিলেও। পুনঃ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, দুজনে সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুজনে সাক্ষ্য দিলেও। ওমর বলেন, অতপর আমরা একজনের সাক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করলাম না। -(বোখারী)

### রাসূল (স) বলেছেন মৃত ব্যক্তিকে খারাপ বলবে না

হাদীস : ১৫৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বল না! কেননা, তারা যা করেছে তার প্রতিফল তারা পেয়েছে। -(বোখারী)

### ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে এক কাপড়ে দুজনকে কবরে রাখলেন

হাদীস : ১৫৭১ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দুই ব্যক্তি ব্যক্তিকে একই কাপড়ে কবরে রাখতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, এদের মধ্যে কে কুরআন অধিক শিখেছে? যখন তাদের কোনো ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত কর হত তাকেই তিনি প্রথমে কবরে রাখতেন। অতপর তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষী হব। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকে তাদের রক্তের সাথে দাফন করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের জানাযা পড়লেন না। এমনকি তাদের গোসলও দেওয়া হল না। -(বোখারী)

### প্রত্যেকেরই জানাযায় শরিক হওয়া উচিত

হাদীস : ১৫৭২ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিন ছাড়া একটি ঘোড়া আনা হল এবং তিনি ইবনে দাহদাহ-এর জানাযা হতে ফিরার সময় ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং আমরা তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ঘোড়ায় সওয়ার ব্যক্তি লাশের পিছনে থাকবে

হাদীস : ১৫৭৩ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সওয়ার ব্যক্তি লাশের পিছনে চলবে। আর পায়ে হাঁটা ব্যক্তি লাশের পিছনে, সামনে, ডানে, বামে এবং কাছে দিয়েও চলতে পারে।

তিনি আরও বলেছেন, অপূর্ণ প্রসবিত বাচ্চায়ও জানাযা পড়বে এবং তার পিতা-মাতার জন্য আত্মাহর দরবারে ক্ষমা ও দোয়া প্রার্থনা করবে। -(আবু দাউদ)

কিন্তু আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে, সওয়ার ব্যক্তি পিছনে চলবে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি যথা ইচ্ছা তথা দিয়ে চলবে এবং শিশুরও জানাযা পড়বে। মাসাবী হতে হাদীসটি মুগীরা ইবনে যিয়াদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

### লাশের আগে চলা সওয়ারের কাজ

হাদীস : ১৫৭৪ ৷ তবেই যুহরী তবেই সালাম হতে, তিনি তার পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি রাসূল (স) এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে দেখেছি, তারা লাশের আগে আগে চলতেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

### লাশ কারো পিছনে চলে না

হাদীস : ১৫৭৫ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লাশের অনুগমন করা হয়। লাশ কারও অনুগমন করে না। যে ব্যক্তি লাশের আগে চলেছে, সে তার সাথে নয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী বলেছেন, রাবী আবু মাজেদ মাজহুল) হাফ্ফ - ৩২৮

### তিনজন জানাযা পড়লে কর্তব্য শেষ হয়

হাদীস : ১৫৭৬ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করেছে এবং জীবনে তিনবার জানাযার লাশ বহন করেছে, সে এ ব্যাপারে তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য সমাধা করেছে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) হাফ্ফ - ৩২৯

বগরীর শরহে সুন্নাহতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত সাদ ইবনে মুআয সাহাবীর লাশ বহন করেছিলেন, সামনের দুটি দণ্ডের মধ্যখানে হয়ে।

### অসুবিধা ছাড়া পত্তর পিঠে চড়ে লাশের পিছনে যাওয়া বাবে না

হাদীস : ১৫৭৭ ৷ হযরত সওবান (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এক জানাযায় বের হলাম। তিনি কতক লোককে আরোহীরাপে দেখে বললেন, তোমরা কি লজ্জাবোধ কর না যে, আত্মাহর ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেছেন আর তোমরা পত্তর পিঠে আরোহন করছ? -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদ এর অনুরূপ। তিরমিযী বলেছেন, সওবানের এই রেওয়াজটি মওকুফ হিসাবে বর্ণিত) হাফ্ফ - ৩৩০

### রাসূল (স) জানাযা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন

হাদীস : ১৫৭৮ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### জানাযা পড়ে অস্তরের সাথে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৭৯ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে, তখন তার জন্য অস্তরের সাথে খালস দোয়া করবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৮০ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন জানাযার নামায পড়তেন, বলতেন হে আত্মাহ! ক্ষমা কর তুমি আমাদের জীবিতদেরকে ও আমাদের মৃতদেরকে, আমাদের উপস্থিতদেরকে ও আমাদের অনুপস্থিতদেরকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। হে আত্মাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জিন্দা রাখবে, জিন্দা রাখ তাকে ইসলামের সাথে এবং আমাদের মধ্য যাকে মৃত্যু দান করবে, মৃত্যু দান কর তাকে ঈমানের সাথে। হে আত্মাহ! বঞ্চিত করো না আমাদেরকে তার সওয়াব হতে এবং বিপদে ফেলো না আমাদেরকে তার মৃত্যুর পরে। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু নাসাঈ এটাকে ইব্রাহীম আশাহালী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নাসাঈর বর্ণনা 'আমাদের নারীদেরকে' পর্যন্ত শেষ।

অপরদিকে আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, যাকে জিন্দা রাখবে, জিন্দা রাখ তাকে ঈমানের সাথে এবং যাকে মৃত্যু দান করবে, মৃত্যু দান কর তাকে ইসলামের সাথে। অর্থাৎ ঈমানের স্থলে ইসলাম এবং ইসলামের স্থলে ঈমান শব্দ রয়েছে। এ ছাড়া আবু দাউদের বর্ণনায় বেশি রয়েছে, তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। আমাদেরকে বিপদে ফেলো ও না-এর স্থলে।

### মৃতকে কবরে আত্মাহুত দায়িত্বে রাখতে হয়

হাদীস : ১৫৮১ । হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নিয়ে মুসলমানদের এক ক্যাক্সির জানাযার নামায পড়লেন। তখন শুনলাম, তিনি বলেছেন, হে আত্মাহুত! অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে রইল। অতএব, তুমি তাকে কবরের বিপদ এবং দোষাখের আশাব হতে রক্ষা করো। তুমি হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আত্মাহুত! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার প্রতি দয়া কর। কেননা, নিশ্চয় তুমি হচ্ছে অতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### মৃতদের ভালো কাজগুলোর বর্ণনা দিতে হয়

হাদীস : ১৫৮২ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো কার্যসমূহের উল্লেখ করবে এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহের উল্লেখ হতে বিরত থাকবে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### জানাযায় নারীর কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৮৩ । তাবেঈ নাফে আবু গালেব বলেন, আমি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেকের পিছনে একটি পুরুষের জানাযার নামায পড়লাম দেখলাম তিনি তার বরাবর দাঁড়ালেন। অতপর লোক কুরাইশ বংশের একটি নারীর লাশ আনল এবং বলল, হে আবু হামযা আনাস এ লামের জানাযা পড়ুন! দেখলাম, তিনি লাশের খাঁটিয়ার মধ্যে বরাবর দাঁড়ালেন। তখন তাকে আলা ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নারীর খাঁটিয়ার যে বরাবর এবং পুরুষের খাঁটিয়ার যথায় দাঁড়ালেন তথায় দাঁড়াতে কি আপনি রাসূল (স)-কে দেখেছিলেন? তিনি উত্তরে করলেন হ্যাঁ।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আবু দাউদ এ কথার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কিছু বেশি বর্ণনা করেছেন। ওটাতে রয়েছে, তিনি নারীর কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৮৪ । তাবেঈ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেন, সাহাবী হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও সাহাবী হযরত কায়স ইবনে সাদ কুফার কাদেসিয়া নামক স্থানে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তাদের কাছ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল এবং তারা উভয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন তাদেরকে বলা হয়, এটা তো স্থানীয় এক অমুসলিম জিম্মির লাশ। উত্তরে তারা বললেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে এক লাশ অতিক্রম করল এবং তিনি তার জন্য দাঁড়ালেন। তখন তাকে বলা হল, এটা তো একজন ইহুদীর লাশ। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তা কি প্রাণী নহে? -(বোখারী ও মুসলিম)

#### লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত বসা নিষেধ

হাদীস : ১৫৮৫ । হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোনো লাশের অনুগমন করতেন, বসতেন না যতক্ষণ না লাশ করবে রাখা হত। একবার এক ইহুদী আলেম তার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আমরাও একরূপ করে থাকি। রাবী বলেন, অতপর রাসূল (স) দাঁড়ান ছেড়ে দিয়ে বসতে লাগলেন এবং বললেন, তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। রাবী বিশর ইবনে রাফে কবী সবল নহে)

#### ইসলামের প্রথম যুগে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়ানোর নিয়ম ছিল

হাদীস : ১৫৮৬ । হযরত আলী মোরতযা (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রথমে আমাদেরকে জানাযা দেখে দাঁড়াতে বলতেন। অতপর তিনি বসতে শুরু করেন এবং আমাদেরকে বসতে নির্দেশ দেন। -(আহমদ)

#### রাসূল (স) পরে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়াতে না

হাদীস : ১৫৮৭ । হযরত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন, একবার একটি লাশ হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে দিয়ে অতিক্রম করল। এ সময় হযরত হাসান দাঁড়ালেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন না। তখন হযরত হাসান বললেন, রাসূল (স) কি একটি ইহুদী লাশের জন্য দাঁড়াননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু পরে তিনি বসে থাকতেন। -(নাসাঈ)

### লাশ দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়

হাদীস : ১৫৮৮ ৷ ইমাম জাফর সাদেক তার পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসান ইবনে আলী এক জায়গায় বসেছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। লোক লাশের জন্য দাঁড়িয়ে রইল, যে পর্যন্ত না উহা স্থান অতিক্রম করল। ইমাম হাসান বললেন, ওন! একবার একটি ইহুদীর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; আর রাসূল (স) তখন সে রাস্তায় বসেছিলেন। তখন তিনি অপছন্দ করলেন যে, একটি ইহুদীর লাশ তাঁর মাথার উপর থাকবে। অতএব, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। -(নাসাঈ)

### লাশের সাথে সাথে ফেরেশতা গমন করে

হাদীস : ১৫৮৯ ৷ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছ দিয়ে কোনো লাশ অতিক্রম করবে, ইহুদীর হোক বা নাসারার বা মুসলমানের, তোমরা দাঁড়াবে। কেননা, তোমরা সে লাশের সম্মানে দাঁড়াবে না, তোমরা দাঁড়িয়েছ লাশের সাথে যে সকল ফেরেশতা রয়েছে তাদের সম্মানার্থে।

যহুদী - ৩৩২

-(আহমদ)

### রাসূল (স) ফেরেশতাদের সম্মানে দাঁড়ালেন

হাদীস : ১৫৯০ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার একটি লাশ রাসূল (স)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে বলা হল যে, এটা তো একটি ইহুদীর লাশ! তিনি বললেন, আমি ফেরেশতাদের জন্য দাঁড়িয়েছি। -(নাসাঈ)

### জানাযার নামাযে তিন কাতার লোক হলে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৫৯১ ৷ হযরত মালিক ইবনে হুযায়রাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো মুসলমান ইন্তেকাল করে, আর মুসলমানের তিন ছফ লোক তার জানাযা পড়ে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত করেন। পরবর্তী রাবী বলেন, সুতরাং মালিক ইবনে হুযায়রাহ যখন জানাযায় লোক কম দেখতেন, তাদেরকে তিন ছফে ভাগ করে দিতেন এই হাদীসের কারণে। -(আবু দাউদ)

তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, রাবী বলেন, মালিক ইবনে হুযায়রাহ যখন কারও জানাযা পড়তে ইচ্ছা করতেন এবং জানাযায় লোক কম বলে মনে করতেন, তাদের তিন ভাগ করে দিতেন। অতপর বলতেন, রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তির উপর তিন ছফ লোক নামায পড়েছে, আল্লাহ তার জন্য নির্ধারিত করেছেন বেহেশত। ইবনে মাজাহও তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

### জানাযার পর মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৯২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে জানাযার নামায সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতিপালক প্রভু, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমি তাকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছ এবং তুমি তার প্রাণ সংহার করেছ। তুমি তার গুণ ও ব্যক্ত সকল কিছু অবগত। আমরা সুপারিশকারীরূপে এসেছি, তুমি তাকে ক্ষমা কর। -(আবু দাউদ) যহুদী - ৩৩৩

### মুমিন ব্যক্তির জানাযায় দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৯৩ ৷ তাবেরী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) -এর শিহনে একটি বালকের জানাযার নামায পড়েছি যে কখনও গোনাহ করে নি এবং আমি শুনেছি তাকে এরূপ দোয়া করতে হে আল্লাহ! তুমি তাকে আযাবে কবর হতে রক্ষা কর। -(মালিক)

### শিশুদের জানাযায়ও দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৯৪ ৷ ইমাম বোখারী তালীকরূপে বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান বসরী (রা) শিশুর জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন এবং এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামীরূপে, ব্যবস্থাপকরূপে, রক্ষিত ভাণ্ডাররূপে এবং শ্রমের প্রতিফলরূপে কর।

### জীবিত শিশুর মৃত্যু হলে জানাযা দিতে হয়

হাদীস : ১৫৯৫ ৷ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শিশুর জানাযা পড়া হবে না, সে কারও উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেহ উত্তরাধিকারী হবে না যদি সে জন্মগ্রহণ করে চিৎকার করে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ তারও কেহ উত্তরাধিকারী হবে না এবং উল্লেখ করেন নাই।



## ইমাম এবং মোকতাদীর মতই সমান্তরালে দাঁড়াবে

হাদীস : ১৫৯৬ । হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) ইমামকে উপরে এবং মোকতাদীগণকে নিচে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। -(দারা কুতনী তাঁর মোজতাবায় জানাযা অধ্যায়)

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### মৃত ব্যক্তিকে দাফনের ব্যবস্থা করা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

##### কবরের মধ্যে কাঁচা ইট দেওয়া যায়

হাদীস : ১৫৯৭ । তবেই আমের ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াহাস ইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াহাস যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন সে রোগে বলেছেন, আমার জন্য লহদে দেয়া হয়েছে। -(মুসলিম)

##### রাসূল (স)-এর কবরে লাল চাদর বিছানো হয়েছিল

হাদীস : ১৫৯৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কবর শরিফে একটি লাল চাদর দেয়া হয়েছিল। -(মুসলিম)

##### উটের পিঠের মতো কবর উঁচু করতে হয়

হাদীস : ১৫৯৯ । তবেই তাবৈই সুফিয়ান তামমার হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবর শরিফকে উটের পিঠের মতো কুঁজ দেখেছেন। -(বোখারী)

##### কবর বেশি উঁচু করলে ভাঙার নির্দেশ আছে

হাদীস : ১৬০০ । তবেই আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, একবার হযরত আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সে কাজে পাঠাব না, যে কাজে আমাকে রাসূল (স) পাঠিয়েছিলেন? তা হল, কোনো মূর্তি পেলে সেটা নষ্ট না করে ছাড়বে না এবং উঁচু কবর দেখলে সেটা সমান না করে রাখবে না। -(মুসলিম)

##### কবরের উপর ঘর তোলা যায় না

হাদীস : ১৬০১ । হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন-কবরে চুনকাম করতে, তার উপর ঘর তুলতে এবং তার উপর বসতে। -(মুসলিম)

##### কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া যায় না

হাদীস : ১৬০২ । হযরত আবু মারসাদ গানাবী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কবরের উপর বসবে না এবং তার দিকে ফিরে নামায পড়িও না। -(মুসলিম)

##### কবরের উপর বসলে পাপী হবে

হাদীস : ১৬০৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কারও অঙ্গারের উপর বসা এবং অঙ্গারে তার বস্ত্রকে জুলিয়ে দেয়া, অতপর তার চর্ম পর্যন্ত ভেদ করা তার পক্ষে শ্রেয়তর, কবরের উপর বসা অপেক্ষা। -(মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

##### রাসূল (স)-এর লহদ কবর খোঁড়া হয়েছিল

হাদীস : ১৬০৪ । হযরত উরওয়া ইবনে যুযায়র (রা) বলেন, মদীনায দুই ব্যক্তি ছিল। এক ব্যক্তি লহদী কবর খুঁড়িত আর অপর ব্যক্তি লহদী কবর খুঁড়িত না। সাহাবীগণ রাসূল (স)-এর কবর সম্পর্কে একমত হতে না পেরে বললেন, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে প্রথমে আসবে সেই তার কাজ করবে। ঘটনাক্রমে যে লহদ করত, সেই প্রথমে আসল। সুতরাং রাসূল (স)-এর জন্য লহদ করা হল। -(বগবী শরহে সুন্নাহ) **যঈহু-৬৬৪**

## মুসলমানদের জন্য লহদ কবর

হাদীস : ১৬০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লহদ আমাদের জন্য এবং শক আমাদের অপরের জন্য। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। আহমদ জরীর ইবনে আবদুল্লাহ হতে।)

## ওহদের যুদ্ধের শহীদগণকে এক কবরে দুই তিনজনকে রাখা হয়

হাদীস : ১৬০৬ ॥ হযরত হেশাম ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ওহদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তোমরা কবর খুঁড়, তাকে প্রশস্ত কর, খুব গভীর কর এবং খুব সুন্দর কর। অতপর দুই কি তিন ব্যক্তি করে এক এক কবরে রাখ এবং যিনি কুরআন অধিক জানতেন, তাকেই প্রথমে কিবলার দিকে রাখ! -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। ইবনে মাজাহ ইহাকে সুনব্ব কর পর্যন্ত রেওয়াজত করেছেন)

## ওহদের যুদ্ধের শহীদদের ওহদের ময়দানে দাফন করা হল

হাদীস : ১৬০৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, যখন ওহদের ঘটনা ঘটল, আমার ফুফু আমার পিতাকে আমাদের কবরস্থানে দাফন করার জন্য মদীনায়ে নিয়ে আসলেন। অতপর রাসূল (স)-এর পক্ষ হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল! ওহে, তোমরা নিহতদেরকে তাঁদের শয়নস্থলে ওহদে ফিরিয়ে আন। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী; কিন্তু পাঠ তিরমিযীর)

## লাশের মাথার দিক হতে কবরে নামাতে হয়

হাদীস : ১৬০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে তাঁর মাথার দিক হতে কবরে নামান হয়েছিল। -(ইমাম শাফেয়ী) যঈফ - ৬৬৫

## রাসূল (স) রাতে কবর যিয়ারত করলেন

হাদীস : ১৬০৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) একটি কবরে প্রবেশ করলেন রাতে। অতএব, তাঁর জন্য বাতি জ্বালান হল, অতপর তিনি মূর্দাকে কিবলার দিক ডানদিক হতে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমায় রহম করুন! তুমি ছিলে বড় কোমল প্রাণ, বড় কুরআন তেলাওয়াতকারী। -(তিরমিযী)

মৃতকে আল্লাহ ও রাসূলের তরিকায় সোপর্দ করতে হয় যঈফ - ৬৬৬

হাদীস : ১৬১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, যখন কোনো মৃতকে কবরে রাখা হত রাসূল (স) বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি। অপর বর্ণনায় রয়েছে, ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি। অর্থাৎ আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে, রাসূলুল্লাহ ঘ্বানের উপরে বা রাসূলুল্লাহর তরীকের উপরে। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদের বর্ণনায় দ্বিতীয়টি)

## কবরের উপর পানি ছিটাতে হয়

হাদীস : ১৬১১ ॥ হযরত ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রা) হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) এক মূর্দানের কবরের উপরে আপন দু হাত একত্র করে তিন কোষ মাটি দিয়েছেন এবং তিনি তার পুত্র ইব্রাহীমের কবরের উপরে পানি ছিটিয়েছেন এবং তার উপর কাঁকর স্থাপন করেছেন। -(বগবী শরহে সুন্নাহয়। ইমাম শাফেয়ী শুধু শেষ বাক্য বর্ণনা করেছেন)

## কবরে নামকলক দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ১৬১২ ॥ হযরত হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। কবর চুনকাম করতে, লিখতে এবং কবরকে পায়ে মাড়াতে। -(তিরমিযী)

## কবরের উপর মাথার দিক হতে পানি ছিটাতে হয়

হাদীস : ১৬১৩ ॥ হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবরের উপর পানি ছিটিয়েছিলেন আর যিনি পানি ছিটিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বেলাল ইবনে রাবাহ। তিনি একটি মশক দিকে পানি ছিটিয়েছিলেন এবং মাথার দিক হতে শুরু করে তার পা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। -(বায়হাকী দালায়েলে নবুওতে)

## কবরের চিহ্ন দেওয়া যায়

হাদীস : ১৬১৪ ॥ হযরত মোস্তালেব ইবনে আবু ওদআহ (রা) বলেন, যখন ওসমান ইবনে মায়উন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর লাশ বের করে আনা হল, অতপর দাফন করা হল। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে হুকুম হুকুম দিলেন,

তার কাছে একটি পাথর আনতে; কিন্তু সে তা উঠাতে পারল না। রাসূল (স) স্বয়ং পাথরের দিকে গেলেন এবং দুই হাতের আঙ্গিন গুটালেন। মোস্তালেব বলেন, যে ব্যক্তি নিজে রাসূল (স)-এর এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি যেমন এখনও রাসূল (স)-এর বাহুদ্বয়ের গুত্রতা প্রত্যক্ষ করছি, যখন তিনি হাতের আঙ্গিন গুটিয়েছিলেন। অতপর রাসূল (স) তা উঠালেন এবং নিজে নিয়ে তার কবরের শিরানায় স্থাপন করলেন, অতপর বললেন, এতে আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিবারের কেহ মারা গেলে তার কাছে দাফন করতে পারব। -(আবু দাউদ)

### কবর এক বিষত পরিমাণ উঁচু করার বিধান আছে

হাদীস : ১৬১৫ ॥ তাবেঈ কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আমি একবার আমার ফুফু হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, আম্মা! আমাকে রাসূল (স) এবং তাঁর সঙ্গীদের কবর দেখান! তখন তিনি পর্দা সরিয়ে আমাকে তিনটি কবর দেখালেন, যা অধিক উঁচুও নহে এবং যমীনের সাথে সমানও নহে বিষত পরিমাণ উঁচু যাতে আরসার লাল কাকর ঢালা হয়েছিল। -(আবু দাউদ) **যহুদী - ৬৬৭**

### কবর খোঁড়ার আগে জানাযায় হাজির হতে হয়

হাদীস : ১৬১৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আনসারীদের এক ব্যক্তির জানাযাতে গেলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম; কিন্তু তখনও কবর প্রস্তুত হয় নি। অতএব, রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হয়ে বসে গেলেন, আর আমরা তার সাথে বসে গেলাম। -(আবু দাউদ একরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু নাসাই ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় শেষের দিকে অতিরিক্ত এ বাক্য রয়েছে, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসেছে। অর্থাৎ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম।

### মৃতব্যক্তি জীবিতদের মত কষ্ট অনুভব করে

হাদীস : ১৬১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড়ভাঙা তার জীবনকাল হাড় ভাঙার অনুরূপ। -(মালিক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### খিয়াজনের বিরোধ ব্যাখ্যায় চোখের পানি ফেলা যায়

হাদীস : ১৬১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম এর দাফনে হাজির হলাম। রাসূল (স) তখন কবরের পাড়ে বসা আছেন, আমি দেখলাম, তখন তাঁর দূচোখ অংশ বিসর্জন করছিল। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেহ এমন আছে, যে, এ রাতে স্ত্রী-সহবাস করে নি? তখন আবু তালহা বললেন, আমি আছি। রাসূল (স) বললেন, তুমি তার কবরে প্রবেশ কর। তখন আবু তালহা তার কবরে প্রবেশ করলেন। -(বোখারী)

### দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি ঢালা দিতে হয়

হাদীস : ১৬১৯ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মরণকালে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বলেছিলেন, যখন আমি মরে যাব, তখন যেন আমার সাথে কোনো বিলাপকারিণী স্ত্রীলোক এবং আশুন না থাকে। যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ঢালবে। অতপর তোমরা আমার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করবে, যতক্ষণ সময় একটি উট যবেহ করে তার গোশত বন্টন করতে লাগে যাতে আমি তোমাদের কারণে স্বস্তি লাভ করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতাগণকে কি উত্তর দিয়ে বিদায় করব তা বুঝতে পারি। -(মুসলিম)

### মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়

হাদীস : ১৬২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মরবে, তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না এবং ভাড়াভাড়া তাকে তার কবরে পৌঁছে দিবে। অতপর তার মাথার কাছে সূরা বাকারার প্রথম দিক এবং পায়ের দিকে বাকারার শেষের অংশ পাঠ করবে। -(বায়হাকী ইহা তাঁর শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইহা মওকুফ হাদীস অর্থাৎ, হজুরের বাণী নহে, আবদুল্লাহর বাণী।)

### মৃত্যু মানুষকে বিচিহ্ন করে দেয় **যহুদী - ৬৬৮**

হাদীস : ১৬২১ ॥ তাবেঈ ইবনে আবি মুলাইকা (রা) বলেন, যখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) মক্কার নিকটবর্তী 'হুবাশিয়া' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন, তখন তাকে মক্কায় আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। অতপর তার ভগ্নী হযরত আয়েশা (রা) যখন মক্কা গমন করেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের কবরের কাছে যান

এবং কবি তামীম ইবনে নুওয়ায়রার এ দুটি পংক্তি আবৃত্তি করেন, ‘দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা দু ভাইবোন জায়ীমার দু সহচরের মতো কাল যাপন করছিলাম, যাতে বলা হয়েছিল যে, তারা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না কিন্তু আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলাম, দীর্ঘদিন এক সাথে থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যে, আমরা এক রাতও এক সাথে বাস করি নি।’ অতপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতাম, তাহলে আপনি যেখানে ইন্তেকাল করেছেন, সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও আপনাকে দাফন করতাম না এবং যদি আমি দাফনে উপস্থিত থাকতাম, তবে এখন আপনার খিয়ারতেও আসতাম না। -(তিরমিযী) ১১২৫ — ৬৬৯

### কবরের ওপর পানি ছিটাতে হয়

হাদীস : ১৬২২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত সাদ ইবনে মুয়াযকে কবরে নামিয়েছিলেন এবং তাঁর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে ছিলেন। -(ইবনে মাজাহ) ১১২৬ — ৬৮০

### কবরে তিন মুষ্টি মাটি নিতে হয়

হাদীস : ১৬২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) একটি মূর্দা জানাযা পড়লেন, অতপর তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার মাথার দিকে তিন কোষ মাটি দিলেন। -(ইবনে মাজাহ)

### কবরে হেলান দিয়ে বসা উচিত নয়

হাদীস : ১৬২৪ ॥ হযরত আমর ইবনে হাযম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটি কবরের প্রতি হেলান দিয়ে বসতে দেখ বললেন, কবরবাসীকে কষ্ট দিও না অথবা তিনি বললেন, তাকে কষ্ট দিও না। -(আহমদ)

## সপ্তম অধ্যায় মৃতের জন্য রোদন প্রথম পরিচ্ছেদ

### শিশুদের চুখন করা রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ১৬২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে পৌঁছলাম। সে রাসূল (স)-এর পুত্র ইব্রাহীমের খাজীর স্বামী ছিল। রাসূল (স) ইব্রাহীমকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে চুখন করলেন ও তার জ্ঞান ঝুঁকলেন। এরপর আর একবার আমরা তার কাছে গেলাম। তখন ইব্রাহীম প্রাণত্যাগ করছিলেন। এ সময় রাসূল (স)-এর চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। এটা দেখে আবদুর রহমান ইবনে আওফ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও? তখন রাসূল (স) বললেন, হে ইবনে আওফ! এটা হল দয়া। অতপর রাসূল (স) আবার অশ্রু বিসর্জন দিলেন এবং বললেন, চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে, তথাপি আমি প্রকাশ করছি তাই যাতে আমার প্রভু খুশি থাকেন। হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রত্যেক দুনিয়ায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে

হাদীস : ১৬২৬ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা আবুল আসের স্ত্রী হযরত যয়নব তার কাছে একটি লোক মারফত বলে পাঠালেন যে, আব্বাজান! আমার একটি শিশু ওষ্ঠাগত প্রাণ, আপনি আমাদের এখানে আসুন! উত্তরে রাসূল (স) লোক মারফত সালাম পাঠিয়ে বললেন, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন, তা তারই আর যা দান করেন, তাও তারই এবং প্রত্যেকেই দুনিয়াতে থাকবে তার কাছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। সুতরাং সবর করবে এবং তাঁর কাছে সওয়াবের আশা রাখবে। অতপর যয়নব তাকে কসম দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তাদের সেখানে যান। এবার রাসূল (স) চললেন এবং তাঁর সাথে সাদ ইবনে উবাদা, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়দ ইবনে সাবিত এবং আরও কতক লোক চললেন। শিশুটিকে রাসূল (স)-এর কাছে উঠিয়ে আনা হল। তখন তার প্রাণ ছটফট। রাসূল (স)-এর দু চোখ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। এ সময় সাদ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কী? রাসূল (স) বললেন, এটা দয়া, আল্লাহ পাক এটা তার বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়, আল্লাহ দয়া করেন তার বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদেরকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মৃতের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেওয়া যায়

হাদীস : ১৬২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, সাদ ইবনে উবাদা কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে সাথে নিয়ে

তাকে দেখতে গেলেন। তিনি যখন তাঁর কাছে পৌঁছলেন, তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? নিকটের লোকেরা বলল, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ কান্দতে লাগলেন। লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে কান্দতে দেখল তারাও কান্দতে লাগল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, ওহে! তোমরা শুনে রাখ, আল্লাহ পাক চোখের অক্ষ বিসর্জন দ্বারা জাতিকে শান্তি দেন না এবং অন্তরের শোক দ্বারাও নয়। কিন্তু শান্তি দেন অথবা রহম করেন পুরস্কার দেন এটার দ্বারা 'এটার' বলতে তিনি নিজের জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অতপর বললেন, মৃত ব্যক্তিকে নিশ্চয় শান্তি দেওয়া হয় তার জন্য তার পরিবারের লোকদের রোদন করার দরুন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মৃতের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হয়

হাদীস : ১৬২৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে আমাদের দলভুক্ত নহে, যে মৃতের শোকে আপন মুখমণ্ডলে করাঘাত করে, জামার গলা ফাঁড়ে এবং জাহেলিয়াত যুগের হা-হতাশের মতো হা-হতাশ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মৃতের জন্য বিলাপ করা উচিত নয়

হাদীস : ১৬২৯ । তাবৈঈ আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) বলেন, একবার আমার পিতা আবু মূসা আশআরী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমার বিমাতা তাঁর স্ত্রী আবদুল্লাহর মা সুর ধরে বিলাপ করতে লাগল। অতপর তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং আবদুল্লাহর মাকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন যে মাথার চুল ছিড়ে, উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ফাঁড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু পাঠ মুসলিমের)

### অন্যের বংশের নিন্দা করা উচিত নয়

হাদীস : ১৬৩০ । হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের চারটি বিষয় রয়ে গেছে যা তারা ছাড়তে না। (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কারও বংশের নিন্দা, (৩) গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া এবং (৪) বিলাপ করা। অতপর তিনি বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর আগে তওবা না করে, কিয়ামতের দিন তাকে উঠান হবে, তখন তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের পিরান। -(মুসলিম)

### বিপদের সময় প্রকৃত ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়

হাদীস : ১৬৩১ । হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) পথ চলতে চলতে এমন এ স্ত্রীলোকের কাছে পৌঁছলেন, যে একটি কবরের কাছে কান্দছিল। রাসূল (স) বললেন, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধর! সে বলল, আমার কাছ হতে সরে যাও, তুমি আমার এ বিপদে পড়নি। তখনও সে তাঁকে চিনতে পারে নাই। অতপর তাকে বলা হল যে, ইনি তো রাসূলুল্লাহ (স)। একথা শুনে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরজায় এলো এবং তার কাছে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। অতপর সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি আপনাকে তখন চিনতে পারি নি। রাসূল (স) বললেন, প্রকৃত ধৈর্য তো বিপদের প্রথম সময়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### কারও তিনটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৩২ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না; কিন্তু শুধু আল্লাহর শপথ পূরণ করার জন্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দুজন সন্তান মারা গেলেও সে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৩৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) কতক আনসারী স্ত্রীলোককে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে, আর সে সওয়াবের আশা রাখবে, নিশ্চয় সে বেহেশতে যাবে। এ সময় তাদের মধ্যে হতে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি দুটি মারা যায়? রাসূল (স) বললেন, অথবা দুটি মারা যায়। -(মুসলিম)

কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, তিনটি সন্তান যারা গোনাহের বয়সে পৌঁছেন।

### মৃতের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৩৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া কোনো পুরস্কার নেই। যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়ভাজনকে উঠিয়ে লই আর সে সওয়াবের আশা রাখে। -(বোখারী)



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## রাসূল (স) বিলাপকারী নারীকে অভিশম্পাত করেছেন

হাদীস : ১৬৩৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) অভিশাপ দিয়েছেন বিলাপকারিণীকে ও তা শ্রবণকারিণীকে। - (আবু দাউদ) **যঈফ - ৩৪১**

## মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক কাজেই সওয়াব পায়

হাদীস : ১৬৩৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আশ্চর্য ব্যাপার মুমিনের যদি তার প্রতি কোনো কল্যাণ বর্তায়, সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যদি বিপদ বর্তায়, তাহলেও সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সবার করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই সওয়াব লাভ করে, এমনকি সে নিজের স্ত্রীর মুখে যে খাদ্য লোকমাটি দিয়ে থাকে তাতেও। - (বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## মুমিনের দুটি দরজা আছে

হাদীস : ১৬৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুটি দরজা রয়েছে, একটি দরজা যা দিয়ে তার আমল উপরের দিকে যায়। দ্বিতীয় দরজা যা দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয়। যখন সে মৃত্যুবরণ করে দরজা দুটি তার জন্য রোদন করে। এটা হচ্ছে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ 'তাদের কাফেরদের প্রতি আসমান ও যমীন রোদন করে না। - (তিরমিযী) **যঈফ - ৩৪২**

## যার দুটি মৃত সন্তান থাকবে তার জন্য বেহেশত অবধারিত

হাদীস : ১৬৩৮ ॥ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির দুটি মৃত সন্তান থাকবে, এ সন্তানের দ্বারা আল্লাহ পাক তাকে বেহেশত দান করবেন। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) আপনার উম্মতের যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? রাসূল (স) বললেন, যার একটি সন্তানও থাকবে, হে আয়েশা! আয়েশা (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তানও থাকবে না তার কী হবে? রাসূল (স) বললেন, আমিই আমার উম্মতের মৃত সন্তান, হে আয়েশা! আমার মৃত্যুর মসিবত তুল্য মসিবতে তারা কখনও পড়বে না। - (তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)

সন্তান মারা গেলে খৈর ধারণ করতে হয় **যঈফ - ৩৪৩**

হাদীস : ১৬৩৯ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ পাক তার ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে লইলে? তারা উত্তর করবে, হ্যাঁ খোদা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কাড়িয়ে লইলে? তারা বলেন, হ্যাঁ খোদা। তিনি পুনর্জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কী বলল? তারা উত্তর করে, তখন সে তোমার হামদ করল এবং 'ইন্না লিল্লাহ' বলল। তখন আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম কর 'বয়তুল হামদ'। - (আহমদ ও তিরমিযী)

## বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহুনা দিতে হয়

হাদীস : ১৬৪০ ॥ হযরত আবদুলআহ ইবনে মাউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহুনা দান করে, তার জন্যও বিপদগ্রস্তের মতো সওয়াব রয়েছে। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) **যঈফ - ৩৪৪**

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। আলী ইবনে আসেম ছাড়া কেউ একে রাসূল (স)-এর নাম করে বর্ণনা করেন নি। অথচ সে যঈফ ব্যক্তি। তিনি ইহাও বলেছেন যে, কোনো কোনো মুহাদ্দেস এ হাদীসকে মুহাম্মদ ইবনে সূকা প্রমুখাৎ 'মওকুফ হাদীস' হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উক্তিটি রাসূল (স)-এর নহে, বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই।

## সন্তান হারা স্ত্রীলোককে সাহুনা দান সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৬৪১ ॥ হযরত আবু বারযা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সাহুনা দান করবে, তাকে বেহেশতে একটি মূল্যবান ডোরাদার কাপড় পরান হবে। - (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইহা গরীব) **যঈফ - ৩৪৫**

টিকা : .....

হাদীস নং : ১৬৩৫ ॥ সাধারণত নারীরাই বিলাপ করে থাকে ও বিলাপ শুনে থাকে, তাই তাদের কথা বলা হয়েছে, অন্যথায় পুরুষ বিলাপ করলে বা শুনে তার জন্যও অভিশাপই রয়েছে।

**যে বাড়িতে মারা যায় অন্য বাড়ি থেকে খানা দেওয়া হয়**

হাদীস : ১৬৪২ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, যখন মৃত্যু হতে আমার পিতা জাফর এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খানা তৈয়ার কর। কেননা, তাদের কাছে এমন দুঃসংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে খানা তৈয়ার করা হতে বিরত রাখবে। -(তিরমিযী, আদু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**বিলাপের বাক্য দিয়ে কিয়ামতে শান্তি দেওয়া হবে**

হাদীস : ১৬৪৩ ৥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হবে, কিয়ামতের দিন তাকে বিলাপে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা শান্তি দেয়া হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**মৃতের জন্য রোদন করা জায়েয নেই**

হাদীস : ১৬৪৪ ৥ সাহাবিয়া হযরত আমরাহ বিনতে আদুর রহমান ইবনে সাদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাঁর কাছে বলা হয়েছিল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলে থাকেন, মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দেয়া হয়, তার জন্য জীবিত ব্যক্তিদের রোদনের কারণে। আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করেন। তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন না, তবে তিনি ভুলে গেছেন অথবা ভুল বুঝেছেন। আসল ঘটনা হল এই যে, একবার রাসূল (স) একটি ইহুদী স্ত্রীলোকের কবরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন, যার জন্য রোদন করা হচ্ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তার জন্য তার গুণ গেয়ে রোদন করছে, অথচ তাকে তার কবরে শান্তি দেয়া হচ্ছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**মৃতের জন্য উচ্চস্বরে রোদন করলে কবরে শান্তি দেয়া হয়**

হাদীস : ১৬৪৫ ৥ তাবৈঈ আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা বলেন, মক্কায় হযরত ওসমান ইবনে আফফানের একটি মেয়ে মারা গেল এবং আমরা তার জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য গেলাম। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আক্বাস (রা) ও তার জানাযায় হাজির হয়েছিলেন, আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে বসে ছিলাম; তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমার ইবনে ওসমানকে বললেন, আমার ইবনে ওসমান তখন তাঁর সামনে ছিল। তুমি কি স্ত্রীলোকদেরকে রোদন হতে বারণ করবে না? কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দেয়া হয়ে থাকে, তার পরিবারের লোকদের রোদন করার দরুন। তখন ইবনে আক্বাস বললেন, আপনার পিতা হযরত ওমরও এ ধরনের কিছু বলতেন। অতপর ইবনে আক্বাস একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমি ওমরের সাথে মক্কা হতে মদীনায় ফিরছিলাম; যখন আমরা বায়দা নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন সামুরা গাছের ছায়ায় একদল আরোহীর সাথে হযরত ওমরের সাক্ষাৎ হল। এ সময় তিনি আমাকে বললেন, দেখ! এ আরোহী দল কারা? আমি গিয়ে দেখি তারা সাহাবী সুহায়ব রুমীর দল। ইবনে আক্বাস বলেন, আমি গিয়ে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে ডাক। সুতরাং আমি সুহায়বের কাছে পুনঃ গেলাম এবং বললাম, উঠুন! আমীরুল মুমিনীনদের সাথে মিলিত হন। অতপর যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং হযরত ওমর বিপদগ্রস্ত হলেন, হযরত সুহায়ব কাঁদতে কাঁদতে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার সাথী! তখন হযরত ওমর বললেন, হে সুহায়ব, তুমি কাঁদছ? অথচ রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তার পরিবারের লোকের তার জন্য রোদনের কারণে। ইবনে আক্বাস বলেন, যখন ওমর ইস্তে কাল করলেন, আমি হযরত আয়েশাকে এ ঘটনা বললাম। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ ওমরকে রহম করেন। কখনও না, আল্লাহর কসম, রাসূল (স) এই কথা বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার প্রতি তার পরিবারের লোকের রোদনের কারণে শান্তি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাকেরের প্রতি তার জন্য তার পরিবারের লোকের রোদনের দরুন শান্তি বৃদ্ধি করেন। আয়েশা বলেন, তোমাদের পক্ষে আল্লাহর কুরআনই যথেষ্ট, তাতে রয়েছে 'কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারও গোনাহর বোঝা বহন করবে না।' ইবনে আক্বাস এ সময় বললেন, আল্লাহই মানুষকে হাসিয়ে থাকেন এবং কাঁদিয়ে থাকেন। ইবনে আবু মুলায়কা বলেন, এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কিছুই বললেন, না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রোদন করার প্রতি রাসূল (স)-এর কঠিন নিষেধ করা আছে**

হাদীস : ১৬৪৬ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন হযরত বায়দ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবু তালেব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তিনি বসলেন, তখন চেহারায শোকের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং আমি তা দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে

এসে বলল, জাফরের ঘরের মহিলারা রোদন করতেছে। ইহা শুনে রাসূল (স) তাকে তাদের বারণ করতে বললেন। সুতরাং সে গেল। অতপর দ্বিতীয়বার এসে বলল, তারা তার কথা মানল না। রাসূল (স) বললেন, তাদের বারণ কর। অতপর সে তৃতীয়বার এলো এবং বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহর কসম, তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলেছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার ধারণা রাসূল (স) শেষবার বলেছেন, তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। হযরত আয়েশা বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তোমার মুখে ছাই পড়ুক রাসূল (স) তোমাকে যা করতে বলেছিলেন, তা করতে পারলে না, অথচ বারবার এসে রাসূল (স)-কে বিরক্ত করতেও ছাড়লেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মৃতের জন্য রোদন করলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে

হাদীস : ১৬৪৭ । হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা মারা গেলেন, আমি বললাম, আহা একজন পরদেশী মুসাফির পরদেশে মারা গেলেন। আমি তার জন্য এমন সময় রাসূল (স) তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, তুমি কি এমন ঘরে শয়তান প্রবেশ করাতে চাও, যা হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন। দুইবার এ কথা বললেন। সুতরাং আমি কাঁদা হতে বিরত রইলাম, আর কাঁদলাম না। -(মুসলিম)

### প্রশংসা কীর্তন করে রোদন করা জায়েয নেই

হাদীস : ১৬৪৮ । হযরত নোমান ইবনে বশীর বলেন, একবার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) রোগে বেঁধে হয়ে গেলেন। এ সময় তার ভগিনী আমরাহ কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে আমার পর্বততুল্য ভ্রাতা, যে আমার একরূপ ভ্রাতা। একরূপ ভ্রাতা! অর্থাৎ এক এক করে তার গুণাবলী উল্লেখ করতে লাগল। পরে যখন আবদুল্লাহ হুঁশে আসলেন, বললেন, যখনই তুমি আমাকে লক্ষ্য করে যা বলতে, তখনই আমাকে তদনুরূপ বলা হত। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন তিনি দশম হিজরীতে মৃত্যুর যুদ্ধে মারা গেলেন, আমরাহ কাঁদলেন না। -(বোখারী)

### প্রশংসা করে রোদন করলে ফেরেশতাগণ কবরে প্রস্থ করেন

হাদীস : ১৬৪৯ । হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি মারা যায়, আর তার খান্দানের রোদনকারীরা তার জন্য রোদন শুরু করে এবং বলে যে, যে আমার পর্বততুল্য অমুক! যে আমার মুরব্বী অমুক! অথবা এর অনুরূপ কিছু, তখন আল্লাহ পাক তার জন্য দুজ্ঞান ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তার বুকে ঘুষি মারে এবং বলে যে, তুমি একরূপ ছিলে নাকি? -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এটা গরীব। কিন্তু হাসান)

### মৃতের জন্য বিলাপ ছাড়া রোদন করা যায়

হাদীস : ১৬৫০ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি মারা গেলেন, আর তার জন্য স্ত্রীলোকেরা একত্র হয়ে কাঁদতে লাগল। হযরত ওমর তাদেরকে বাঁধা দিতে লাগলেন এবং তাড়াতে লাগলেন। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, হে ওমর! ছাড় এদেরকে। কেননা, তাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে অস্তর বিপদগ্রস্ত এবং বিপদও সদ্যাগত। -(আহমদ ও নাসাঈ) হুজ্জত - ১৩৮৬

### মৃতের জন্য চোখের পানি ফেলা যায়

হাদীস : ১৬৫১ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কন্যা যয়নব মারা গেল, আর মেয়েলোকেরা তার জন্য কাঁদতে লাগল এবং হযরত ওমর তাদেরকে আপন চাবুক দিয়ে মারতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) তাঁকে আপন হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আস্তে হে ওমর! অতপর মেয়েলোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, খবরদার তোমরা শয়তানের মতো চিৎকার করো না। পুনরায় বললেন, দেখ যা চোখ হতে বের হয় এবং যা অন্তর অনুভব করে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, আর যা হাত ও মুখ হতে প্রকাশিত হয়, তা শয়তানের পক্ষ হতে।

হুজ্জত - ১৩৮৭

-(আহমদ)

### মানুষ মৃত্যুর পর আর ফিরে আসে না

হাদীস : ১৬৫২ । বোখারী হতে তালীক রূপে বর্ণিত আছে, যখন হযরত হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইন্তেকাল করলেন, তাঁর স্ত্রী তার কবরের উপর একটি তাঁবু খাটালেন এবং এক বছরকাল সেখানে শোক প্রকাশ করলেন। অতপর তাঁবু উঠিয়ে ফেললেন। তখন তিনি এক অদৃশ্য শব্দকারীকে বলতে শুনলেন, তারা কি পেয়েছে যা তারা হারিয়েছে? অপর কেহ তার উত্তরে বলল, না; বরং তারা নিরাশ হয়েছে এবং প্রত্যাবর্তন করেছে।

### মৃতের জন্য শোক প্রকাশের বিধান আছে

হাদীস : ১৬৫৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন ও আবু বারযা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক ব্যক্তির জানাযাতে গলাম। রাসূল (স) একদল লোককে দেখলেন, তারা নিজেদের গায়ের চাদরসমূহ ফেলে দিয়েছে এবং শুধু একটি পিরহান পরে চলাফেরা করছে, এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি জাহেলিয়াতের অনুরূপ করছে? নিশ্চয়, আমি ইচ্ছা করেছি তোমাদের জন্য এমন বদ দোয়া করব, যাতে তোমরা তোমাদের অন্য অবয়বে পরিবর্তিত হয়ে যাও। রাবী বলেন, এটা শুনে তারা নিজেদের চাদর গায়ে দিল এবং আর কখনও এর পুনরাবৃত্তি করল না। -(ইবনে মাজাহ)

জাল - ৬৪৬

### লাশের সাথে বিলাপকারীর যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৬৫৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সে লашের সাথে গমন করতে নিষেধ করেছেন, যার সাথে কোনো বিলাপকারিণী থাকে। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

### ছোট সন্তানরা তাদের পিতা-মাতাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে

হাদীস : ১৬৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে যার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে এমন কিছু শুনছেন, যা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ছোট সন্তানরা বেহেশতের কার্যকরক হবে। তাদের কেউ আপন শিক্ষাকে পাবে, আর তার কাপড় পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তা হতে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না তাকে বেহেশতে নিয়ে পৌঁছায়। -(মুসলিম ও আহমদ, কিন্তু পাঠ আহমদেরই)

### দুটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৫৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আপনার হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করছে। অতএব, আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি এবং আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যা আপনাকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়াছেন তার কিছু। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হলেন। অতপর রাসূল (স) তাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাঁকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কোনো নারী নিজের সন্তানদের মধ্য হতে তিনটি সন্তানকে পাঠিয়েছে, নিশ্চয় তারা তার জন্য দোযখে প্রবেশে বাধাস্বরূপ হবে। এ সময় তাদের মধ্যে একজন নারী বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুটি সন্তানকে পাঠায়? দুইটিকে পাঠায়। (বোখারী)

### মৃত সন্তান প্রসবকালীন বেহেশতী

হাদীস : ১৬৫৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমান পিতা-মাতার তিনটি সন্তান মারা যাবে নিশ্চয় তাদেরকে আল্লাহ পাক নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের দ্বারা বেহেশতে পৌঁছাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি দুটি সন্তান মরে যায়? রাসূল (স) বললেন, যদিও দুটি সন্তান মরে যায়। অতপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, যদি একটি মরে যায়? তিনি বললেন, যদিও একটি মরে যায়। অতপর রাসূল (স) বললেন, খোদার কসম, একটি মৃত প্রসবিত সন্তানও তার মাকে নিজের নানী-লতা দিয়ে বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে যদি সে সওয়াবের আশা রাখে। -(আহমদ; কিন্তু ইবনে মাজাহ খোদার কসম হতে শেষ পর্যন্ত)

### তিনটি সন্তানের ইন্তেকাল বেহেশতী হবে

হাদীস : ১৬৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি নাবলেগ সন্তান আল্লাহর কাছে পাঠিয়েছে তারা তার জন্য মজবুত কৈদাস্বরূপ হবে, তাকে দোযখ হতে রক্ষা করার জন্য। এ সময় হযরত আবু যর গেফারী বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি আমার দুটি সন্তান পাঠিয়েছি। রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, যে একটি সন্তানও পাঠিয়েছে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এটা গরীব)

### সন্তানেরা বেহেশতের দরজায় অপেক্ষা করে

হাদীস : ১৬৫৯ ॥ কোররা মুযানী হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসত এবং তার সাথে তার একটি ছেঁলেও থাকত। একদিন নবী রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে ভালবাস? উত্তরে সে

বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আল্লাহ ভালোবাসুন। যেভাবে আমি তাকে ভালোবাসি। অতপর একদিন রাসূলুল্লাহ (স) ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে মারা গেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, হে অমুক, তুমি কি এ কথা ভালোবাস না যে, তুমি বেহেশতের যে কোনো দরজা দিয়ে যাও না কেন তাকে সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে? এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু তার জন্যই বিশেষ করে, না আমাদের সকলের জন্যও? রাসূল (স) বললেন, না এটা তোমাদের সকলের জন্যই। -(আহমদ)

### পিতা-মাতার জন্য সন্তান সুপারিশ করবে

হাদীস : ১৬৬০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত প্রসবিত সন্তানও আপন পরওয়ারদেগারের কাছে আবদার করবে, যখন দেখবে, তার মা-বাপকে তিনি দোখখে দিচ্ছেন, তখন তাকে বলা হবে; হে আবদারকারী ছেলে, তুমি তোমার মা-বাপকে বেহেশতে নিয়ে যাও! অতপর সে তাদেরকে আপন নাতী-লতা দিয়ে টানতে থাকবে এবং বেহেশতে নিয়ে যাবে। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৩৫০

### বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত

হাদীস : ১৬৬১ ॥ হযরত আবু উমাম বাহেলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় সবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া কোনো সওয়াবে সন্তুষ্ট হব না। -(ইবনে মাজাহ)

### বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করলে সওয়াব হয়

হাদীস : ১৬৬২ ॥ হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে কোনো মুসলমান পুরুষ বা নারী কোনো বিপদে পড়বে, অতপর বিপদের কথা স্মরণ করবে যদিও দীর্ঘদিন পরে হয় এবং তার জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়বে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাকে তখন নতুন করে সওয়াব দিবেন, যেদিন সে বিপদে পড়েছিল সে দিনের পরিণাম সওয়াব। -(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে) যঈফ - ৩৫২

### জুতা ছিঁড়ে যাওয়া বিপদের অন্তর্গত

হাদীস : ১৬৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও জুতার দোয়াল ছিঁড়ে যায় তখন সে যেন ইন্না লিল্লাহি পড়ে। কেননা, এটাও বিপদের অন্তর্গত। যঈফ - ৩৫৬

### বিপদে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয়

হাদীস : ১৬৬৪ ॥ সাহাবিয়া হযরত উম্মুদদারদা (রা) বলেন, আমি আমার স্বামী আবুদদারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবুল কাসেম (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইসা নবী (আ)-কে বলেছেন, হে ইসা! আমি তোমার পর এমন একটি উম্মতের সৃষ্টি করব, যাদের কাছে যখন সুখবর কিছু পৌঁছবে, তারা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে এবং যখন তাদের প্রতি দুঃখকর কিছু ঘটবে, সবর করবে এবং সওয়াবের আশা রাখবে, অথচ তখন তাদের সহ্যশক্তি ও বুদ্ধি থাকবে না। ইসা (আ) বললেন, হে আমার প্রভু! এটা তাদের পক্ষে কী করে সম্ভবপর হবে, যখন তাদের না সহ্যশক্তি থাকবে, না থাকবে বুদ্ধি। তখন আল্লাহ পাক বললেন, আমি তাদেরকে আমার সহ্যশক্তি ও আমার বুদ্ধি হতে কিছু দান করব। -(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন)

যঈফ - ৩৫৪

## অষ্টম অধ্যায়

### কবর যিয়ারত

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

### ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারত নিষেধ ছিল

হাদীস : ১৬৬৫ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। এভাবে আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা রাখতে পার যত দিন তোমাদের ইচ্ছা। এ ছাড়া আমি তোমাদের



নিষেধ করেছিলাম মশক ছাড়া অন্য পাত্রে 'নবীয' প্রস্তুত করতে, এখন তোমরা সকল রকমের পাত্রে পান করতে পার। কিন্তু কখনও মাদকদ্রব্য পান করবে না। -(মুসলিম)

### রাসূল (স)-এর মায়ের জন্য দোয়া করার অনুমতি পেলেন না

হাদীস : ১৬৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) তাঁর আশ্রয় কবর দেখতে গেলেন। তখন তিনি নিজের কাঁদালেন এবং তাঁর চারপাশের লোকেরাও কাঁদালেন। অতপর বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দিলেন না। অতপর আমি তাঁর কবর যিয়ারত দর্শন করার অনুমতি চাইলাম, আর আমাকে কবর দর্শন অনুমতি দেওয়া হল। সুতরাং তোমরা কবরসমূহের যিয়ারত করবে। কেননা, কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুকে স্মরণ করে দেয়। -(মুসলিম)

### কবরে পৌঁছে সালাম দিতে হয়

হাদীস : ১৬৬৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁদেরকে এ শিক্ষা দিতেন, যখন তাঁরা কবর যিয়ারতে বের হতেন, তোমাদের প্রতি সালাম হোক হে মুদারের নগরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুক্ত হব, আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি প্রার্থনা করছি। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) কবরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ১৬৬৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার কতক কবরের কাছে পৌঁছলেন, অতপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, “সালাম হোক তোমাদের প্রতি হে কবরবাসীগণ! আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী।”

১৬৬৮

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) রাতে কবরস্থানে পূজন করতেন

হাদীস : ১৬৬৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে যে রাতে রাসূল (স) তাঁর কাছে থাকার পালা আসত, সে সে রাতে রাসূল (স) শেষ রাতে বকীয়ে গারকাদের দিকে বের হয়ে যেতেন এবং কবরবাসীকে এরূপ সালাম করতেন, ‘সালাম হোক তোমাদের প্রতি হে মুমিন দলের বাসস্থানের অধিবাসীগণ! অল্প সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমরা লাভ করবে, যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আর আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে শীঘ্রই মিলিত হব। হে আল্লাহ! তুমি বকীয়ে গারকাদের অধিবাসীদের ক্ষমা কর।’ -(মুসলিম)

### কবর যিয়ারত প্রথমে সালাম দিতে হয়

হাদীস : ১৬৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবর যিয়ারতকালে আমি কী বলব? রাসূল (স) বললেন, এরূপ বলবে, ‘সালাম হোক মুমিন ও মুসলিমদের বাসস্থানের অধিবাসীদের প্রতি এবং দয়া করুন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে গেছে তাদের এবং যারা পরে আসবে তাদের প্রতি। আমরাও ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের সাথে যুক্ত হব।’ -(মুসলিম)

টীকা :

হাদীস নং : ১৬৬৫ ॥ জাহেলিয়াত যুগে কবরস্থান গিয়ে মানুষ যা করত, তা হতে বেঁচে থাকার জন্যই হযর প্রথমে কবর যিয়ারত করেছিলেন। অতপর যখন ইসলামের বিধানাবলী মুসলমানদের অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন তিনি তার অনুমতি দেন। এ অনুমতিতে জীলোকেরা शामिल আছে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে তারাও এতে शामिल আছে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে তারাও এতে शामिल আছে। প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে দরদ্রের সংখ্যা অধিক ছিল। হিজরতের কারণে তাঁরা সকলেই দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে হযর সক্ষম ব্যক্তিদেরকে তিন দিনের অধিক গোশত না রেখে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বলেছিলেন। পরে কর্মসংস্থান ও ছোটখাটো ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে হযর এ বাধা ওঠিয়ে দেন।

খেজুর, গম ও চাউল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যকে জ্বাল দেয়া ছাড়া অল্প সময় (১০/১২ ঘন্টা) পানিতে ভিজিয়ে রাখলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাকে ‘নবীয’ বলে, মাদকতার সীমায় পৌঁছে না, অথচ শক্তিবর্ধক। অতএব, এ পানে হযরের অনুমতি ছিল, তবে মশক ছাড়া অন্য পাত্রে ভিজানোর অনুমতি ছিল না। কারণ অন্য পাত্রে সহজে গরম হয়ে পানীয় মাদকতার সীমায় পৌঁছে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলমানগণ মাদকতা পরিহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে হযর অন্য পাত্র সম্পর্কীয় নিষেধ ওঠিয়ে নেন। (মাদকদ্রব্য পান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ কিতাবের শেষের দিকে পানীয় অধ্যায়ে আসবে।)

### জুম্মাবারে পিতামাতার কবর যিয়ারত করতে হয়

হাদীস : ১৬৭১ ৥ তবেই মুহাম্মদ ইবনে নোমান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম্মাবারে নিজের মা-বাপের অথবা তাদের মধ্যে একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেয়া হবে এবং মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে। - (বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমানে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)

জাল — ৬৫৬

### কবর যিয়ারত আখেরাতের চিন্তা আসে

হাদীস : ১৬৭২ ৥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিবেদন করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, ওটা দুনিয়ার আসক্তিকে কমায় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়। - (ইবনে মাজাহ)

মহিলাপণ — ৬৫৭

### মহিলাপণ কবর যিয়ারত করতে পারবে না

হাদীস : ১৬৭৩ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর লানত হোক কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের প্রতি। - (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান; বরং সহীহ। তিনি এটাও বলেছেন যে, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আহলে ইলম ব্যক্তি মনে করেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমতি দানের আগের কথা। যখন তিনি এর অনুমতি দিয়াছেন পুরুষ ও স্ত্রী উভয় এতে शामिल রয়েছে। আর কেউ মনে করেন যে, রাসূল (স) নারীদের গকে কবর যিয়ারত করাকে অপছন্দই করেছেন। তাদের ধৈর্যের স্বল্পতা এবং অস্থিরতার আধিক্যের কারণে।

### মৃতদের হতেও পর্দা করতে হয়

হাদীস : ১৬৭৪ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার সে ঘরে প্রবেশ করতাম যাতে রাসূল (স) শায়িত আছেন, অথচ তখন আমি আমার উপরের বড় চাদর রেখে দিতাম এবং বলতাম যে, ইনি হলেন আমার স্বামী, আর অপরজন হলেন আমার পিতা; কিন্তু যখন হযরত ওমরকেও এ ঘরে দাফন করা হল খোদার কসম তখন হতে আমি কখনও আমার শরীর বস্ত্রে না ঢেকে সেখানে প্রবেশ করিনি ওমর হতে লজ্জার কারণে। - (আহমদ)

## নবম অধ্যায়

### যাকাত পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### যাকাত ইসলামের একটি রোকন

হাদীস : ১৬৭৫ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা করে পাঠালেন এবং বললেন, মুয়ায! তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। প্রথমে তাদেরকে এ ঘোষণা করতে আহ্বান করবে-‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।’ যদি তারা তোমার এ কথা মেনে লয়, তাহলে তাদেরকে বলতে যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর এক দিন-রাত্রে পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এটাও মেনে লয়, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ পাক তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছে হতে গ্রহণ করা হবে, অতপর তাদের দরিদ্রদের প্রতি ক্ষেয়ত দেওয়া হবে। এ ব্যাপারেও যদি তারা তোমার কথা মেনে লয়, তবে সাবধান! যাকাতে তুমি বেছে বেছে তাদের উত্তম জিনিসসমূহ নিবে না এবং বেঁচে থাকবে উৎপীড়িতের বদ দোয়া হতে। কেননা, উৎপীড়িতদের বদ দোয়া এবং আল্লাহর মধ্য কোনো আড়াল নেই। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল হয়। - (বোখারী ও মুসলিম)

#### প্রত্যেক বস্তুর যাকাত দিতে হয়

হাদীস : ১৬৭৬ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সোনা রূপার অধিকারী ব্যক্তিই যে সোনা রূপার হক যাকাত আদায় করে না, যখন ক্রিয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয় তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সে সমুদয়কে দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাজর, কপাল এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে, যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, পুনরায় গরম করা হবে সেই দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যে পর্যন্ত না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি শেষ করা হবে। অতপর সে তার পথ ধরবে, হয় বেহেশতের দিকে, না হয় দোযখের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (স) বললেন, কোন উটের অধিকারী যে তার হক আদায় করবে না আর হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে দুধ দোহন করা এক হক। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, নিশ্চয় তাকে এক ধু-ধু ময়দানে উপড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও যে সে দিন হারাবে না, বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দিয়ে কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই উহাদের মেষ দল অতিক্রম করবে পুনঃ প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে যে দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যে পর্যন্ত না আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়। অতপর সে তার পথ ধরবে, হয় বেহেশতের দিকে, না হয় দোযখের দিকে।

তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! গরু-ছাগল সম্পর্কে কী হবে? রাসূল (স) বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের অধিকারী যে তার পক্ষ হতে হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, নিশ্চয় তাকে এক ধু-ধু মাঠে উপড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুর ধার দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অথচ সে দিন তার কোনো একটি গরু বা ছাগলই শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙা হবে না এবং একটি মাত্র গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই প্রথম দল অতিক্রম করবে, শেষ দল এসে পৌঁছবে। সে দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যে পর্যন্ত না আল্লাহর বান্দাদের বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতপর সে তার পথ ধরবে হয় বেহেশতের দিকে, না হয় দোযখের দিকে।

অতপর জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? রাসূল (স) বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের। ঘোড়া কারও জন্য গোনাহের কারণ, কারও জন্য আবরণস্বরূপ, আবার কারও জন্য সওয়ারের বিষয়। (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে গোনাহের কারণ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হলো তার গোনাহের কারণ। আর (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণস্বরূপ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে উহাকে পালন করেছে আল্লাহর রাস্তায়, অতপর ভুলেনি উহার সম্পর্কে ও উহার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহর হক। এ ঘোড়া হলো তার ইচ্ছিত সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। আর (গ) যে ঘোড়া হলো মালিকের পক্ষে সওয়ারের কারণ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে পালন করেছে কোনো চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু থাকে, তার পরিমাণ তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং লেখা হবে গোবর ও প্রস্রাব পরিমাণ নেকী। আর যদি সে গোড়া রশি ছিড়ে একটি অথবা দুটি মাঠও বিচরণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই উহার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া ঘোড়ার মালিক যদি ঘোড়াকে কোনো নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর নদী হতে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না পানি পান করান, তথাপি লেখা হবে ঘোড়ার পানি পান পরিমাণ তার জন্য নেকী।

অতপর জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! গাধা সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (স) বললেন, গাধার বিষয়ে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়নি। এ স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি ছাড়া, 'যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তার ফল পাবে, আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার ফল ভোগ করবে। অর্থাৎ গাধার যাকাত দিলে উহারও সওয়াব পাওয়া যাবে।'-(মুসলিম)

### যাদের সম্পদ আছে তাদের যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৬৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে আল্লাহ পাক মাল দান করেছেন, আর সে উহার যাকাত দান করে নি, কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য একটি মাথার টাক পড়া সাপস্বরূপ করা হবে, যার চোখের উপর দুটি দাগ থাকবে তা তার গলার বেড়ীস্বরূপ করা হবে। উক্ত সাপ আপন মুখের দুই দিক দিয়ে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার মাল আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ। অতপর রাসূল (স) এটা সমর্থনে এ আয়াত পাঠ করলেন, "যারা কৃপণতা করে থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য উত্তম; বরং এটা তাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্র কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীস্বরূপ করা হবে।" নিয়ে তারা কৃপণতা করছে। -(বোখারী)

### কিয়ামতের দিন পশুগুলো মালিককে অপদস্ত করবে

হাদীস : ১৬৭৮ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল, ভেড়া থাকবে, অথচ সে গুলোর হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন নিশ্চয় সেগুলোকে আনা হবে তার কাছে অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়, পশুগুলো দিয়ে দলে দলে তাকে মাড়তে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং মাড়তে থাকবে তাদের শিং দিয়ে। যখনই সম্পদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে একত্র করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়ে যায়।—(বোখারী ও মুসলিম)

### নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হয়

হাদীস : ১৬৭৯ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে যাকাত উসূলকারী আসবে, তখন সে যেন তোমাদের কাছে হতে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।—(মুসলিম)

### যাকাত আদায়কারীকে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৬৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, কোন পরিবারের লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তাদের যাকাত নিয়ে আসত, তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ কর। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমার পিতা তাঁর কাছে যাকাত নিয়ে আসলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, 'আল্লাহ! তুমি দয়া কর আবু আওফার পরিবারের প্রতি।'—(বোখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে যখন কোন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে নিজের যাকাত নিয়ে আসত, তিনি বলতেন, আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর।

### চাচা পিতার সমতুল্য বলে গণ্য

হাদীস : ১৬৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার হযরত ওমরকে যাকাত উসূল করতে পাঠালেন। অতপর রাসূল (স)-কে বলা হল, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস যাকাত দেননি। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ইবনে জামীল এ কারণেই যাকাত দিতে অপছন্দ করেছে যে, সে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ধনী করে দিয়েছেন। আর খালিদ ইবনে ওলীদ, তোমরা তার প্রতি অবিচার করেছ। কেননা, সে তার বর্ম এবং সমস্ত মাল আসবাব আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে রেখেছে। বাকি রইল আমার চাচা আব্বাস। তাঁর এ বহরের যাকাত এবং তার সমান আরও আমার জিয়ায়। অতপর রাসূল (স) বললেন, হে ওমর! তুমি কি বুঝলে না যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য।—(বোখারী ও মুসলিম)

### যাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করা যায়

হাদীস : ১৬৮২ ॥ হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) ইবনে লুতবিয়া নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন সে যাকাত নিয়ে মদীনায় ফিরল তখন সে বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূল (স) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর শুণগান করলেন অতপর বললেন, ব্যাপার হল, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার প্রতি সোপর্দ করেছেন। অতপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার বাপ বা মায়ের ঘরে বসে দেখল না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? খোদার কসম, যে ব্যক্তি যাকাতের কোন কিছুর তহরুপ করবে, সে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সেগুলো আপন ঘাড়ে বহন করে হাজির হবে। যদি তা উট হয়, উটের ন্যায় চিঁচিঁ রব করবে। যদি গরু হয়, হাষা হাষা করবে, আর যদি ছাগল/ভেড়া হয়, ম্যা ম্যা করবে। অতপর রাসূল (স) খুব দীর্ঘ করে আপন হস্তদ্বয় উঠালেন যাতে আমরা তার উভয় বগলের গুত্রতা পর্যন্ত দেখলাম এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় তোমার নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিলাম, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় পৌঁছিয়ে দিলাম।—বোখারী ও মুসলিম খাতাবী বলেন, 'সে কেন তার বাপ মায়ের ঘরে বসে দেখে না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা।' রাসূল (স)-এর এ কথায় প্রমাণ রয়েছে যে, যে বস্তুকে হারামের উসীলা বানান হয়, তাও হারাম। আর যে আকদ কয়েকটি আকদের মধ্যে থাকে, দেখতে হবে, তার পৃথক থাকার সময় ঐ লুকুমই থাকে কিনা যা উহার একত্র হওয়ার সময় রয়েছে।—(শরহে সুন্নাহ)

### আমানতে খিয়ানতকারী কিয়ামতের দিন কি নিয়ে হাজির হবে

হাদীস : ১৬৮৩ ॥ হযরত আদী ইবনে আমীরাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কর্মে কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে আমাদের কাছে হতে একটি সূঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে, নিশ্চয় আমানতের খিয়ানত হবে, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে।—(মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ধন-সম্পদ যাকাতের মাধ্যমে পবিত্র হয়

হাদীস : ১৬৮৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত নাখিল হল, 'যারা সোনা ও রূপা সংরক্ষণ করে' (শেষ পর্যন্ত) মুসলমানদের এটা ভারী বোধ হল। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি আপনাদের এ কষ্ট দূর করব। অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! এই আয়াতটি আপনার সহচরগণের ভারী বোধ হচ্ছে, রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ পাক এ জন্যই যাকাত ফরয করেছেন, যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করেন অর্থাৎ, যাকাত প্রদানের পর বাকি মাল সমস্তই পবিত্র ও সংরক্ষণযোগ্য। আল্লাহ পাক মীরাসকে ফরয করেছেন, যাতে উহা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। যদি মাল মোটেই সংরক্ষণ করা না হল, তবে মীরাস আসবে কোথা হতে? রাবী বলেন, মীরাসের পর রাসূল (স) আর একটি কথা বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। পুনরায় রাবী বলেন, এটা শুনে হযরত ওমর খুশীতে আল্লাহ আকবর বলে উঠলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, মানুষ যা সংরক্ষণ করে, তার মধ্যে উত্তম জিনিস কি? উত্তম জিনিস হল নেক স্ত্রী। যখন সে তার দিকে দৃষ্টি করে, সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন সে তাকে কোন নির্দেশ করে, সে তা পালন করে এবং যখন সে তার কাছে হতে দূরে থাকে, সে তার হক সংরক্ষণ করে। -(আবু দাউদ) **সহীহ - ৩৫১**

### ইনছাফের সাথে যাকাত আদায় করতে হবে

হাদীস : ১৬৮৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আতীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শীঘ্র তোমাদের কাছে যাকাত উসুলের জন্য কতক সওয়াবী আসবে, যাদেরকে তোমরা পছন্দ করবে না। কিন্তু যখন তারা আসবে, তাদেরকে ঝগতম জানাবে এবং তারা যা চাবে, তা তাদেরকে দিবে। যদি তারা তোমাদের সাথে ইনসাফ করে, তাদের কল্যাণ হবে, আর যদি যুলুম করে, তা তাদের অকল্যাণের কারণ হবে। কিন্তু তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। কেননা, তাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই তোমাদের যাকাতের পূর্ণতা রয়েছে এবং তারাও যেন তোমাদের জন্য দোআ করে। -(আবু দাউদ)

### যাকাত আদায়কারীদের প্রতি খুশি থাকতে হবে **সহীহ - ৩৫২**

হাদীস : ১৬৮৬ ॥ হযরত জারীর আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার গ্রাম্য আরবদের কতক লোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! যাকাত উসূলকারী লোকেরা আমাদের কাছে গিয়ে আমাদের প্রতি অবিচার করেন। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি তারা আমাদের প্রতি অবিচার করে? বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে যদিও তোমাদের উপর অবিচার করা হয়।

### যাকাতের মালে গোপন করা যাবে না

হাদীস : ১৬৮৭ ॥ হযরত বশীর খাছাছিয়া (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যাকাত উসূলকারীগণ আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকেন। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ আমাদের মাল গোপন করে রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, না। -(আবু দাউদ) **সহীহ - ৩৫৩**

### যাকাত আদায়কারী আল্লাহ রাস্তায় জিহাদকারীর সমান

হাদীস : ১৬৮৮ ॥ হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত উসূলকারী কর্মী বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### বাড়িতে যাকাত উসূল করতে হবে

হাদীস : ১৬৮৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আনান ও সরান কোনটিই সিদ্ধ নহে। যাকাত তাদের বাড়িতে ছাড়া উসূল করা যাবে না। -(আবু দাউদ)

### সম্পদ এক বছর অতিক্রম করলেই যাকাত দিতে হয়

হাদীস : ১৬৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মাল লাভ করেছে, তার সে মালে যাকাত দেয়া হবে না যতক্ষণ না তার প্রতি বর্ষ গোজারিয়ে যায়। -তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছে এবং একরূপ একদল বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা হাদিসটিকে 'মওকুফ' বা ইবনে ওমরের কথা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

### পূর্ণ এক বছর পর যাকাত দিতে হয়

হাদীস : ১৬৯১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আব্বাস (রা) নিজের যাকাত বর্ষ পূর্ণ হবার পূর্বে দেওয়া সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি তাঁকে এর অনুমতি দিলেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)



## ইয়াতীমের মাল দিয়ে ব্যবসা করতে হয়

হাদীস : ১৬৯২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন খোতবা দান করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি এমন কোন ইয়াতীমের অভিভাবক হয়েছে যার মাল রয়েছে, সে যেন উহাকে ব্যবসায় লাগায় এবং ফেলে না রাখে, যাতে যাকাত উহাকে শেষ করে দেয়। -(তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদে গোলমাল রয়েছে। কেননা, এটার রাবী মুসান্না ইবনে সাল্লাহ যঈফ ॥)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ-৬৬২

## নামায ও যাকাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

হাদীস : ১৬৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ইন্তেকাল করলেন, অতপর হযরত আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হলেন এবং আরবদের মধ্যে যারা কাফের হবার কাফের হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) খলীফা আবু বকর (রা)-কে বললেন, কিরূপে আপনি লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূল (স) বলেছেন, আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, যখন কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, আমার হতে তার জ্ঞান ও মাল রক্ষা করল। তার হিসাব আল্লাহর কাছে। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় তাদের সাথে যুদ্ধ করব যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চা উসূল করতেও আমাকে বাধা দান করে, তা তারা রাসূল (স)-কে প্রদান করত, তা হতোও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। হযরত ওমর বললেন, এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ পাক যুদ্ধের জন্য আবু বকরের অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অতপর আমিও উপলব্ধি করলাম যে, ওটা সত্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

## যাকাত বিহীন মাল কিয়ামতে সাপের আকার ধারণ করবে

হাদীস : ১৬৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কারও সংরক্ষিত মাল কিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং সাপ দেখে সম্পদের অধিকারী পলায়ন করতে চাবে; কিন্তু মাল তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে খাদ্যরূপে তার মুখে আপন আঙ্গুলীসমূহ দেয়। -(আহমদ)

## যাকাত অনাদায়ীর কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদ হবে

হাদীস : ১৬৯৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সে মাল তার ঘাড়ে সাপস্বরূপ করবেন। অতপর তিনি আল্লাহর কিতাব হতে এ কথার সমর্থন পেশ করলেন, 'যারা কুপণতা করে, আল্লাহ তাদেরকে যে মাল দান করেছেন তা নিয়ে, তারা যেন মনে না করে যে, সে মালে তাদের জন্য কল্যাণ হয়েছে।' শেষ পর্যন্ত।-(তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ ॥)

## যাকাত না দিলে মাল ধ্বংস হয়ে যায়

হাদীস : ১৬৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে মালে যাকাত মিশবে নিশ্চয় উহাকে ধ্বংস করে দিবে। -শাফেয়ী। বোখারী তাঁর তারিখে ও হুমায়দী। কিন্তু হুমায়দী এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অধিক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার উপর যাকাত ফরয হল, আর তুমি উহা তোমার মাল হতে বের করলে না অর্থাৎ যাকাতরূপে আদায় করলে না, তখন এ হারাম তোমার হালাল মালকে ধ্বংস করবে। এ হাদীস দিয়ে ঐ সকল লোক দলীল গ্রহণ করেন যারা বলে যে, যাকাতের সম্পর্কে আসর বস্তুর সাথে মুনতাকা, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আহমদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণনা করেন, যার সনদ তিনি হযরত আয়েশা (রা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। আর আহমদ 'যে মালে যাকাত মিশবে' এর অর্থ করেন, মালদার হয়েও যাকাত গ্রহণ করা। অথচ যাকাত হল নিঃসম্বল লোকদের জন্য।

## দশম অধ্যায়

যঈফ-৬৬২

## যাতে যাকাত ফরজ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## রূপা পাঁচ উকিয়াতে যাকাত আছে

হাদীস : ১৬৯৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচ ওসকের কম খেজুরে যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম রূপাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ যাওদের কম উটেও যাকাত নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

## কৃতদাসের উপর যাকাত নেই

হাদীস : ১৬৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের উপর তার প্রয়োজনের কৃতদাসের যাকাত নেই এবং তার ঘোড়ায় যাকাত নেই। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার কৃতদাসে সদকায়ে ফিতর ছাড়া কোন সদকা নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

### যাকাত আদায়ের কিছু বিধান

হাদীস : ১৬৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে যখন খলীফা হযরত আবু বকর বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন তাকে তিনি এ নির্দেশনামাটি লিখে দিয়েছিলেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । এটা হল যাকাতের ফিরিস্তি যা আল্লাহর রাসূল (স) মুসলমানদের প্রতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং যার নির্দেশ আল্লাহ পাক রাসূলকে দিয়েছেন । যে কোন মুসলমানের কাছে এটা নির্ধারিত নিয়মে চাওয়া হবে, সে যেন তা দেয়, আর যার কাছে এর অধিক চাওয়া হবে, সে যেন না দেয় । চব্বিশ বা তার চেয়ে কম সংখ্যা উটে ছাগল ভেড়া দিয়ে যাকাত দিতে হবে । প্রত্যেক পাঁচ উটে এক ভেড়া । যখন উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশে পৌঁছিয়ে তখন যাকাতে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট দিতে হবে । যখন ছয়ত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছাবে, তখন তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট দিতে হবে । যখন ছয়চল্লিশ হতে ষাটে পৌঁছাবে, তখন গর্ভধারণ উপযোগী চতুর্থ বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট দিতে হবে । যখন একষষ্ঠি হতে পচাত্তরে পৌঁছাবে, তখন পঞ্চম বছরে পড়েছে একটি মাদী উট দিতে হবে । যখন ছিয়াত্তর হতে নব্বইতে পৌঁছাবে, তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন দুইটি মাদী উট দিতে হবে । যখন একানব্বই হতে একশত বিশে পৌঁছাবে, গর্ভধারণ উপযোগী চার বছরে পড়েছে এমন দুটি মাদী উট দিতে হবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ উটে চার বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট । আর যার কাছে শুধু চারটি উট রয়েছে, তার উপর যাকাত নেই; কিন্তু যদি তার মালিক ইচ্ছে করে দিতে পারে, তাতে বহু সওয়াব রয়েছে । অবশ্য যখন পাঁচ সংখ্যায় পৌঁছাবে, তখন একটি ছাগল বা ভেড়া দিবে ।

(১) যার উটের সংখ্যা পাঁচ বছরী মাদী দানের পরিমাণে (৬১-৭৫) পৌঁছেছে, অথচ তাঁর কাছে পাঁচ বছরী মাদী নেই কিন্তু চার বছরী মাদী আছে, তার কাছে হতে চার বছরী মাদীই গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে দাতা দুটি ছাগল দিবে, যদি তার পক্ষে তা সহজ হয়, অন্যথায় ছাগলের পরিবর্তে বিশটি দিরহাম । (৫ টাকা) দিবে । (২) যার উটের সংখ্যা চার বছরী মাদী দানের পরিমাণে (৪৬-৬০) পৌঁছেছে, অথচ তার কাছে চার বছরী মাদী নেই; বরং পাঁচ বছরী মাদী আছে, তার কাছে হতে তাই গ্রহণ করা হবে; কিন্তু যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে । (৩) যার উটের সংখ্যা চার বছরী মাদী দানের পরিমাণে পৌঁছেছে অথচ তার কাছে তিন বছরী মাদী ছাড়া নেই; উহা তার কাছে হতে গ্রহণ করা হবে এবং উহার সাথে দুটি ছাগল অথবা বিশটি দিরহাম । (৪) যার উটের সংখ্যা তিন বছরী মাদী দানের পরিমাণে পৌঁছেছে, অথচ তার কাছে আছে চার বছরী মাদী, উহা তার কাছে হতে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে । (৫) যার যাকাত তিন বছরী মাদী দানের পরিমাণে পৌঁছেছে, অথচ তার কাছে উহা নেই; কিন্তু তার কাছে আছে দু' বছরী মাদী । তার কাছে হতে উহা গ্রহণ করা হবে এবং সে উহার সাথে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে । (৬) যার যাকাত দু' বছরী উটে পৌঁছেছে, অথচ তার কাছে উহা নেই; বরং তিন বছরী নর থাকে, তা হলে তার কাছে হতে তাহাই গ্রহণ করা হবে এবং তাকে কিছু ফেরত দেয়া হবে না । কেননা, নর উটের মূল্য কম ।

ছাগল-ভেড়ার যাকাতে-চারগভূমিতে ছেড়ে দেওয়া ছাগল ভেড়ায় (ক) যখন উহার সংখ্যা চল্লিশ হতে একশত বিশে পৌঁছাবে একটি ছাগল দিতে হবে, (খ) যখন উহার সংখ্যা একশত বিশ হতে দুই শতে পৌঁছাবে, উহাতে দু'টি ছাগল দিতে হবে, (গ) যখন উহার সংখ্যা দুই শত হতে তিন শতে পৌঁছাবে, উহাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে, (ঘ) যখন তিন শতের অধিক হবে, প্রত্যেক শতে একটি করে ছাগল দিতে হবে । আর যখন কারও ছেড়ে দেওয়া ছাগল ভেড়ার সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হবে, তাতে যাকাত নেই; কিন্তু যদি উহার মালিক দিতে চাহে । যাকাতে বৃদ্ধা পশু দেয়া চলবে না, আর না যার কোন দোষ রয়েছে তা । এরূপে নর পশুও দেওয়া চলবে না, কিন্তু যদি যাকাত উসূলকারী গ্রহণ করতে চাহে ।

যাকাত দানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না । দু' শরীকের মধ্যে যা হবে, তা তারা পরস্পরে সমানভাবে দিবে । রূপাতে যাকাত ওশরের চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগে অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যদি কাহারও কাছে একশত নব্বই দিরহামের অধিক না থাকে, তাতে যাকাত নেই; কিন্তু যদি উহার মালিক দিতে চাহে । -(বোখারী)

### কূপের ওশর দিতে হয়

হাদীস : ২৭০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যাতে আকাশ অথবা প্রবহমান কূপ পানি দান অথবা যা নালা দিয়ে সিক্ত হয়, তাতে 'ওশর' অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ । আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ ওশর অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ । -(বোখারী)

## পশু আঘাত করলে তার দণ্ড নেই

হাদীস : ১৭০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কৃষ্ট পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং রেকায়ে খুমুস রয়েছে অর্থাৎ, এক পঞ্চমাংশ যাকাত রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঘোড়ার উপর যাকাত নেই

হাদীস : ১৭০২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘোড়ায় এবং কৃতদাসে আমি যাকাত মাফ করে দিলাম। অতপর তোমরা রূপার যাকাত দিও, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। একশত নব্বইতেও যাকাত নেই; কিন্তু রূপা যখন দুইশত দিরহামে পৌঁছে, তখন উহাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কিন্তু আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় হারেস আওয়ার হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। উহাতে যুহায়র বলেন, আমি মনে করি, হারেস হযরত আলী হতে এবং আলী রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল্লাহ (স) বলেছেন, ওশরের চার ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম দিবে। তোমাদের প্রতি কিছুই নেই যে পর্যন্ত উহা পূর্ণ দু'শত দিরহাম হয়। যখন পূর্ণ দু'শত দিরহাম হবে, উহাতে পাঁচ দিরহাম। অতপর এটার উপর এক ছাগলও অধিক হয়, তবে তিনশত পর্যন্ত তিন ভেড়া। যদি তিন শতের অধিক হয়, তবে প্রত্যেক এক শতে এক ছাগল। যদি উনচল্লিশটিও হয়, তবে উহাতে তোমার প্রতি কিছুই নেই।

গরুতে, প্রত্যেক ত্রিশ গরুতে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি বাচ্চা এবং চল্লিশ গরুতে দু বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি বাচ্চা। কাজের উট গরুতে কিছুই নেই।

## ত্রিশটি গরুতে একটি গরু যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭০৩ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ (স) যখন তাকে ইয়ামেনের দিকে শাসনকর্তা করে পাঠালেন, নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক ত্রিশ গরুতে একটি পূর্ণ এক বছরী নর অথবা মাদী বাচ্চা এবং প্রত্যেক চল্লিশ গরুতে একটি পূর্ণ দুই বছরী বাচ্চা গ্রহণ করবে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী)

## যাকাতের নির্ধারিত সীমারেখা আছে

হাদীস : ১৭০৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত উসূলে সীমালঙ্ঘনকারী যাকাতে বাধাদানকারীর সমতুল্য। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

## কোন রকম শস্যে কোন যাকাত নেই

হাদীস : ১৭০৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ (স) বলেছেন, কোন রকমের শস্যে যাকাত নেই এবং খেজুরেও নেই, যে পর্যন্ত না উহা পাঁচ ওসকে পৌঁছে। -(নাসারী)

## গম, খেজুরে যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭০৬ ॥ হযরত তাবেরী মুসা ইবনে তালাহা (রা) বলেন, আমাদের কাছে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর একখানা লিপি আছে, যা তাকে রাসূল্লাহ (স)-এর পক্ষ হতে দেয়া হয়েছিল। মুসা ইবনে তালাহা বলেন, রাসূল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছিলেন গম, যব, আঙ্গুর ও খেজুর হতে যাকাত উসূল করতে। -(শরহে মুনাহয মুরসাল হিসাবে)

## আঙ্গুরের উপর যাকাত আছে

হাদীস : ১৭০৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ (স) আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে বলেছেন, উহা অনুমান করা হবে যেভাবে খেজুর অনুমান করা হয় গাছে। অতপর উহার যাকাত দেয়া হবে 'যবীর' অবস্থায় যেভাবে খেজুরের যাকাত দেয়া হয়, 'তমর' অবস্থায়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## যাকাতে একচতুর্থাংশ ছেড়ে দিতে হয়

হাদীস : ১৭০৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলতেন, যখন তোমরা অনুমান করবে, দু' তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড়, অন্তত এক চতুর্থাংশ ছাড়বে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## যখন খেজুর মিষ্টি হবে তখন যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) খয়বরের ইহুদীদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠাতেন। তিনি তাদের খেজুর অনুমান করতেন, যখন খেজুরে মিষ্টি আরম্ভ হত খাওয়ার যোগ্য হবার পূর্বে। -(আবু দাউদ)

## মধুতে যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মধুতে প্রত্যেক দশ মশকে এক মশক যাকাত। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদে কথা রয়েছে। মধুর যাকাতের ব্যাপারে রাসূল (স) হতে সহীহ সূত্রে বেশি কিছু প্রমাণিত হয়নি।

## নারীদের প্রতি সদকা দেওয়ার নির্দেশ

হাদীস : ১৭১১ ॥ হযরত য়নব আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের উপদেশ দিলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা কর যাকাত দাও যদিও তোমাদের গহনা পত্রের হয়। কেননা কিয়ামতের দিন তোমারাই জাহান্নামের অধিক অধিবাসী হবে। -(তিরমিযী)

## অবশ্যই স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭১২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, দুটি স্ত্রীলোক রাসূল (স)-এর কাছে আসল, তখন তাদের হাতে দুটি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর যাকাত আদায় করে থাক? তারা বলল, জী না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি ভালবাস যে, আল্লাহ পাক কিয়ামতে তোমাদেরকে দুটি আগুনের বালা পরাবেন? তারা উত্তর করল কখনও না। রাসূল (স) বললেন, তাহলে তোমরা এর যাকাত আদায় করবে। -তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, যে এটা এমন একটি হাদীস যার অনুরূপ হাদীস মোসান্না ইবনে সাব্বাহ ও ইবনে লাহিআও আমর ইবনে মোআযব হতে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে এরাও উভয়েই যঈফ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) হতে সহীহ সূত্রে কিছু প্রমাণিত হয় নি।

## যাকাতের সমপরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিকে হবে

হাদীস : ১৭১৩ ॥ হযরত উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, আমি স্বর্ণের আওয়াহ পরতাম। একদিন আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি সেই কানযের অন্তর্গত। যার বিষয় কোরআনে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে? রাসূল (স) বললেন, যা যাকাত দানের পরিমাণে পৌছে এবং যার যাকাত দেয়া হয়, তা সে কানয নহে। -(মালিক ও আবু দাউদ। এতে গহনায় যাকাত আছে বলে বুঝা যায়।)

## বিক্রিত জিনিসের যাকাত হবে

হাদীস : ১৭১৪ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আমাদের আদেশ দিতেন আমরা যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখি তার যেন যাকাত দান করি। -(আবু দাউদ) মুহম্মদ - ১৩৬৬

## খনিজ দ্রব্যে যাকাতের বিধান আছে

হাদীস : ১৭১৫ ॥ তাবেঈ হযরত রবীয়া ইবনে আবু আবদুর রহমান একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বেলাল ইবনে হারেস মুযানীকে 'ফুর' এর দিকের কাবালিয়া নামক স্থানের খনিসমূহ জায়গীররূপে দান করেছিলেন। সে সকল খনির যাকাত ছাড়া আজ পর্যন্ত কিছুই উসূল করা হয় না। -(আবু দাউদ) মুহম্মদ - ১৩৬৭

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## শাক-সবজিতে যাকাতের বিধান নেই

হাদীস : ১৭১৬ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শাক সবজিতে যাকাত নেই, আরিয়ায় যাকাত নেই, পাঁচ ওসকের কমে শস্যে যাকাত নেই, কাজের উট-গরুতে যাকাত নেই এবং ঘোড়া, খচ্চর ও কৃতদাসে যাকাত নেই। -(দারা কুতনী)। মুহম্মদ - ১৩৬৮

## মুআয ইবনে জাবাল (রা) গরুর যাকাত গ্রহণ করেননি

হাদীস : ১৭১৭ ॥ তাবেঈ হযরত তাউস হতে বর্ণিত আছে, একবার ইয়ামেনের শাসনকর্তা হযরত মুআয ইবনে জাবালের কাছে একদল গরু আনা হল। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ (স) এ হতে কিছু গ্রহণ করতে আমাকে আদেশ দেননি। -(দারা কুতনী ও শাফেয়ী)

শাফেয়ী বলেন, ওয়াক্স বলা হয় ঐ পরিমাণকে যা যাকাতের পরিমাণ পর্যন্ত না পৌছে।

## একাদশ অধ্যায়

## ফিতরার মর্মকথা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## সকলকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে

হাদীস : ১৭১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মুসলমান কৃতদাস ও আযাদ, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপর সদকায়ে ফিতর এক সাআ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওয়ানা হবার পূর্বে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোকারী ও মুসলিম)

## জনপ্রতি এক শা পরিমাণ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

হাদীস : ১৭১৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা) বলেন, আমরা সদকায়ে ফিতর এক সাআ খাদ্য, এক সাআ খেজুর, এক সাআ পমির অথবা সাআ আঙ্গুর দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতি বছর একবার সদকায়ে ফিতর দিতে হবে

হাদীস : ১৭২০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রমযানের শেষের দিকে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত আদায় কর। রাসূল (স) প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপরে এই যাকাত এক সাআ খেজুর ও যব্ব অথবা গম নির্ধারণ করেছেন। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

সদকায়ে ফিতর রোযার কাফফরাহরূপ

ফহর - ৬৬৬

হাদীস : ১৭২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন রোযাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার হতে পবিত্র করার এবং গরীবদের মুখে অনু দেয়ার জন্য। -(আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিটি নর-নারীর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

হাদীস : ১৭২২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব কর্তৃক তার পিতা ও তার দাদা পরস্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার মকায় গলিসমূহে ঘোষণাকারী পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন, জেনে রাখ! সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারী, আযাদ ও গোলাম এবং ছোট ও বড় সকলের উপর দু' 'মুদ' গম বা উহা ছাড়া অন্য কিছু বা এক সাআ খাদ্য। -(তিরমিযী)

ফহর - ৬৭০

সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক শা গম দিতে হবে

হাদীস : ১৭২৩ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা অথবা সাআলাবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুআইর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, এক সাআ গম প্রত্যেক দু' ব্যক্তির পক্ষ হতে ছোট হোক বড় হোক; আযাদ বা গোলাম এবং পুরুষ হোক বা নারী। তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ এটা দিয়ে পবিত্র করবেন; কিন্তু যে দরিদ্র তাকে আল্লাহ ফেরত দিবেন যা সে দিয়েছি তা হতে অধিক। -(আবু দাউদ)

ফহর - ৬৭০

## দ্বাদশতম অধ্যায়

যাকাত যাদের জন্যে ফরয নয়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

সদকার মাল খাওয়া যাবে

হাদীস : ১৭২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রাস্তায় পড়া একটি খেজুরের কাছে দিয়ে যাওয়া কালে বললেন, সদকার খেজুর বলে যদি আমার সন্দেহ না হত, নিশ্চয় আমি এটা খেতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবী পরিবারের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষেধ

হাদীস : ১৭২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ক্ষ, ক্ষ, যাতে খেজুর সে ফেলে দেয়। অতপর বললেন, নানু, তুমি জান না! যে যাকাত খাই না। -(বোখারী ও মুসলিম)

যাকাত দানের ফলে মানুষের পাপ মুক্তি হয়

হাদীস : ১৭২৬ ॥ হযরত আবদুল মোস্তালিব ইবনে রবীয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ যাকাত মানুষের মালের ময়লা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এটা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের জন্য হালাল নয়। -(মুসলিম)



### রাসূল (স) সদকার দ্রব্য আহাৰ কৰতেন না

হাদীস : ১৭২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে যখন কোন খাদ্য আনা হত, তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এটা হাদিয়া না সদকা? যখন বলা হত, এটা সদকা, তখন তিনি তার সহচরদেরকে বলতেন, তোমরা খাও এবং নিজে খেতেন না। আর যখন বলা হত, হাদিয়া, তখন তিনি হাত দিতেন এবং তাদের সাথে খেতেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### হাদীয়া গ্রহণ কৰা জায়েয আছে

হাদীস : ১৭২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বরীরাতে শরীয়তের তিনটি কথা রয়েছে। প্রথম কথা হল যে, বরীরাতে আয়াদ করা হয় অতপর তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়। দ্বিতীয় কথা হল তার ঘটনায় রাসূল (স) বলেছেন, মীরাস যিনি আয়াদ করেন, তার প্রাপ্য। তৃতীয় কথা হল, একবার রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করলেন ডেকচিতে গোশত টগবগ করছে। অতপর খাওয়ার জন্য তার কাছে রুটি ও ঘরের তরকারী উপস্থিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি না দেখলাম একটি ডেকচিতে গোশত রয়েছে? তাঁরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, কিন্তু উহা বরীরাতে সদকারূপে দেয়া হয়েছে অথচ আপনি সদকার জিনিস খান না। রাসূল (স) বললেন, তাহার জন্য সদকা অতপর আমাদের জন্য হাদিয়া।-(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) হাদীয়া গ্রহণ কৰতেন

হাদীস : ১৭২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) হাদিয়া কবুল করতেন এবং হাদীয়ার প্রতিদান করতেন।

-(বোখারী)

### দাওয়াত দিলে কবুল কৰতে হয়

হাদীস : ১৭৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমাকে গরু ছাগলের একটি খুর শেতে দাওয়াত করা হয়, নিশ্চয় আমি উহা গ্রহণ করি এবং যদি আমাকে একটি ছাগলের বাহুও হাদিয়া দেওয়া হয়, নিশ্চয় তা আমি কবুল করি।-(বোখারী)

### যে ভিক্ষা কৰে সে মিসকীন নহে

হাদীস : ১৭৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি মিসকীন নহে, যে মানুষের ঘারে ঘারে ঘুরে এবং এক দু' লোকমা খাদ্য বা এক দুটি খেজুর পেলে ঘরে ফিরে। প্রকৃত মিসকীন সে-ই যার এমন কোন সংস্থান নেই যা তার জন্য যথেষ্ট হয়, সে নিজে উঠে কারও কাছে যাক্ষাও করে না।-(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বনু হাশেম গোত্রের জন্য যাকাত হালাল নয়

হাদীস : ১৭৩২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বনী মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি আবু রাফেকে বললেন, আমার সাথে চল যাতে তুমিও কিছু পেতে পার। তিনি বললেন, না যে পর্যন্ত না আমি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি। অতপর তিনি রাসূল্লাহ (স)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (স) উত্তরে বললেন, আমাদের জন্য যাকাত হালাল নহে আর কোন গোত্রের দাস তাদের মধ্যেই গণ্য।-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

#### সম্পদশালী লোকে যাকাত গ্রহণ কৰতে পারবে না

হাদীস : ১৭৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য আর না শক্তিবান পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির জন্য।-(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, আহমদ ও নাসাঈ। কিন্তু ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা হতে।)

#### কর্মক্ষম লোকের যাকাত নেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৭৩৪ ॥ উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার তাবেঈ বলেন, আমাকে দু' ব্যক্তি এটা জ্ঞাপন করেছেন যে, বিদায় হজ্জকালে তারা উভয়ে রাসূল্লাহ (স)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি যাকাত বটন করছেন এবং তাঁর কাছে তারা যাকাতের কিছু চাইলেন। তাঁরা বলেন, তখন রাসূল (স) আমাদের প্রতি দৃষ্টি উঠালেন অতপর দৃষ্টি নীচু করলেন এবং দেখলেন যে, আমরা কর্মক্ষম। তখন বললেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের দিতে পারি; কিন্তু মনে রাখ যে, এতে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অথবা শক্তিবান রোযগারক্ষম ব্যক্তির কোন অংশ নেই।-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

টীকা .....

হাদীস নং : ১৭২৬ ॥ 'পরিবার'-মূল 'আল' শব্দ রয়েছে। এ যেভাবে পরিবারকে বুঝায় সেভাবে কাছে আত্মীয়কেও বুঝায়। বনী হাশেম হল হযরের কাছের আত্মীয়। সুতরাং তাহাদের জন্যও যাকাত হালাল নয়।

### অবস্থাপন লোকের জন্য যাকাত হালাল নয়

হাদীস : ১৭৩৫ ॥ হযরত তাবেরী আতা ইবনে ইয়াসরে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন ব্যক্তির জন্য, পাঁচ ব্যক্তি ব্যতীত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী গাযী, যাকাত উসুলের কর্মচারী, সাময়িক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি আপন মালের দ্বারা যাকাতের জিনিস খরিদ করেছে অথবা সে ব্যক্তি যার কোন গরীব প্রতিবেশী আছে এবং তাকে কেউ যাকাত দিয়েছে আর সে তাকে হাদিয়ারূপে দিয়েছে। -(মালিক ও আবু দাউদ। কিছু আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করা হয়েছে, অথবা মুসাফির।)

### আট প্রকারের লোকেরা যাকাত গ্রহণ করতে পারে

হাদীস : ১৭৩৬ ॥ হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে এসে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম। পরবর্তী রাবী বলেন, অতপর যিয়াদ এক দীর্ঘ বর্ণনা দান করেন অতপর বলেন যে, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু যাকাতের মাল দিন! তখন রাসূল (স) বললেন, যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক নবী বা অপর কারও নির্দেশের অপেক্ষা করেন নি; বরং তিনি স্বয়ং সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উহাকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেখ, যদি তুমি ঐ আট রকমের কোন এক রকমে পড়ে থাক, তা হলে আমি তোমাকে দিতে পারি। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### হযরত ওমর (রা) যাকাতের মাল খেতেন না

হাদীস : ১৭৩৭ ॥ তাবেরী যিয়াদ ইবনে আসলাম বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কিছু দুধ পান করলেন যা তাঁর কাছে খুব ভাল হল। অতপর তিনি যে তাকে দুধ পান করিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথায় পেলো? সে তাকে একটি কূপের নাম করে জানাল যে, সে তথায় পৌঁছেলে কিছু যাকাতের উট দেখতে পেল, যাদেরকে রক্ষকরা সেখানে পানি পান করছে এবং দুধ দোহন করছে। অতপর সে বলল, আমি সে দুধ আপন মশকে পুরেছি, এগুলো সে দুধ। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) আপন হাত গলায় প্রবেশ করলেন এবং জোরপূর্বক বমি করে উহা বের করে দিলেন। -(মালিক, আর বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## তেরতম অধ্যায়

### যার পক্ষে সওয়াল করা হালাল যায় এবং যার পক্ষে হালাল

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ঋণের জন্য সওয়াল করা যায়

হাদীস : ১৭৩৮ ॥ হযরত কাবীসা ইবনে মুখারেক (রা) বলেন, একবার আমি কিছু দেনার জামিন হয়েছিলাম। অতএব ঋণের ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, অবস্থান কর যে পর্যন্ত না আমার কাছে যাকাতের মাল আসে। তখন আমি তা হতে তোমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দান করব। অতপর রাসূল (স) বললেন, তবে মনে রাখও হে কাবীসা! সওয়াল করা এই তিন ব্যক্তির কোন ব্যক্তির ছাড়া কারও পক্ষে হালাল নহে। (১) যে ব্যক্তি কোন দেনার জামিন হয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল যে পর্যন্ত না সে ঋণ পরিশোধ করে। অতপর সে নিজকে ঋণ হতে বিরত রাখবে। (২) যে ব্যক্তির উপর কোন বিপদ পৌঁছেছে এবং তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল যে পর্যন্ত না তার আবশ্যিক পূর্ণ করার মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়েছে এমন কি, যাতে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল যে পর্যন্ত না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে। এ তিন অবস্থায় সওয়াল ছাড়া অপর সওয়াল হল হারাম। সওয়ালকারী উহা দিয়ে হারাম খায়, হে কাবীসা! -(মুসলিম)

#### মানুষের কাছে হাত পাতা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নিজের মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে তাদের মাল যাচনা করে, সে নিশ্চয় অঙ্গার যাচনা করে। চাই সে যাচনা কম করুক বা অধিক। -(মুসলিম)

#### যার সর্বসময় সওয়াল করবে তারা দোষী

হাদীস : ১৭৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ সর্বদা লোকের কাছে সওয়াল করতে থাকবে। পরিণামে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমণ্ডলে গোশত থাকবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সওয়াল করলে কিছু দিতে হয়

হাদীস : ১৭৪১ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বাড়াবাড়ি করো না সওয়ালে। খোঁদার কসম! তোমাদের কেউ আমার কাছে কিছু সওয়াল করবে আর তার সওয়াল আমার কাছে হতে তার জন্য কিছু বের করে নিবে অথচ আমি তাতে নাখোশ, এমন হতে পারে না যে, আমি যা তাকে দিয়েছি তাতে বরকত দেওয়া হবে। -(মুসলিম)

### নিজের হাতের উপার্জন সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৭৪২ ॥ হযরত যুবায়ক ইবনে আওয়্যাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার রশি হাতে নিবে এবং উহা দিয়ে নিজের পিঠে করে বহন করে বোকা আনবে। অতপর বিক্রয় করবে এবং তা দিয়ে আল্লাহ তার আত্ম রক্ষা করবেন এটা তার পক্ষে শ্রেয়তর, লোকের কাছে সওয়াল করা হতে, লোক তাকে কিছু দিবে অথবা মানা করবে। -(বোখারী)

### সওয়াল করা থেকে বিরত থাকা উচিত

হাদীস : ১৭৪৩ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেয়াম (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে কিছু চাইলাম এবং তিনি আমাকে কিছু দিলেন। আমি আবার চাইলাম, তিনি আবার আমাকে কিছু দিলেন। অতপর বললেন, হাকীম, মনে রেখ! এ মাল হল সবুজ মিষ্টি ঘাসের ন্যায়। যে বিনা লোভে গ্রহণ করবে তার জন্য বরকত দেয়া হবে। আর যে লোভের সাথে গ্রহণ করবে, তাতে তার জন্য বরকত দেয়া হবে না এবং সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খায় অথচ তৃপ্তি লাভ করে না। উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হাকীম বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! তাঁর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনার পর আর আমি কারও কাছে চাব না যে পর্যন্ত না আমি দুনিয়া ত্যাগ করি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম

হাদীস : ১৭৪৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) মিশরে দাঁড়িয়ে সদকা এবং সওয়াল হতে বিরত থাকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, উপরের হাত হল নীচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উপরের হাত হল দাতার হাত এবং নীচের হাত হল গ্রহীতার হাত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### যে লোক হাত পাততে চায়না আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন

হাদীস : ১৭৪৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আনসারীদের কতক লোক রাসূল (স)-এর কাছে কিছু চাইল এবং রাসূল (স) তাদেরকে কিছু দিলেন যাতে তার কাছে যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, আমার কাছে যে মাল থাকে তা তোমাদেরকে না দিয়ে কখনও জমা করে রেখ না। যে যাচনা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ পাক তাকে বেঁচে থাকার উপায় করে দেন এবং যে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে কারও মুখাপেক্ষী না করেই রাখেন। আর যে ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দেন। মনে রেখ। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততর কোন দান কেহ লাভ করতে পারে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সম্পদের পিছনে দৌড়ান উচিত নয়

হাদীস : ১৭৪৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলান্নাহ (স) আমাকে কিছু দিতে চাইতেন আর আমি বলতাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অপেক্ষা যে অধিক পরীষ তাকে দিন। রাসূল (স) বলতেন, এটা গ্রহণ কর এবং নিজের অধিকারে আন। অতপর ভূমি নিজে দান কর। শুন! তোমার আশ্রয় ও যাচনা ছাড়া এই ধন-সম্পদের যা তোমার কাছে আসে, তা গ্রহণ করবে এবং যা এরূপে আসবে না তার পিছনেও নিজের মনকে লাগিয়ে রাখবে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### সওয়াল করলে মুখমণ্ডলে ক্ষত হয়

হাদীস : ১৭৪৭ ॥ হযরত সামুবা ইবনে জুন্সর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সওয়াল হল ক্ষতস্বরূপ যা দিয়ে সওয়ালকারী নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষত করছে। এখন যে চাহে আপন মুখমণ্ডলকে অক্ষত রাখতে পারে আর যে চাহে উহাকে ক্ষত করতে পারে; কিন্তু কারও পক্ষে দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সওয়াল করা যার কাছে জনসাধারণের প্রাণ্য রয়েছে, অথবা যার সওয়াল ছাড়া কোন গতান্তর নেই তার পক্ষে সওয়াল এরূপ নহে।

-(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

#### সওয়ালকারীর মুখমণ্ডল কিয়ামতের দিন ক্ষত সৃষ্টি হবে

হাদীস : ১৭৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মানুষের কাছে সওয়াল

করে অথচ ওটা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মত সঞ্চল তার আছে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে হাজির হবে তখন তার সওয়ালা তার মুখমণ্ডলে ক্ষতস্বরূপ হবে। এ সময় রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি পরিমাণ মাল তাকে সওয়ালা হতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? রাসূল (স) বললেন পঞ্চাশ দিরহাম (১২.৫০) অথবা উহার পরিমাণ স্বর্ণ।

—(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### দুবেলার খানা থাকলে সওয়ালা করা যাবে না

হাদীস : ১৭৪৯ ॥ হযরত সাহল ইবনে হানবালিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সওয়ালা করি অথচ তার কাছে এমন সঞ্চল রয়েছে, যা তাকে সওয়ালা হতে বাঁচাতে পারে, নিশ্চয় সে আগুন অধিক সংগ্রহ করেছে। এ হাদীসের রাবী নোফায়লী অন্যত্র বলেছেন, সে কি পরিমাণ সঞ্চল যা থাকলে কারও পক্ষে সওয়ালা করা উচিত হয় না? রাসূল (স) বললেন, সকাল বিকাল পরিমাণ খানা থাকলে। অপর জায়গায় নোফায়লী বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার কাছে এক দিনের অথবা এক রাত-দিনের খাদ্য থাকে। —(আবু দাউদ)

### চল্লিশ দিরহাম থাকলে সওয়ালা করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৫০ ॥ তাবৈঈ আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বনী আসাদ গোত্রের এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারও কাছে কিছু সওয়ালা করেছে অথচ তার কাছে এক উকিয়া অর্থাৎ ৪০ দিরহাম অথবা সে পরিমাণ সঞ্চল আছে, সে নিশ্চয় জোর করে সওয়ালা করেছে। —(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাই)

### সওয়ালা করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৫১ ॥ হযরত হবশী ইবনে জুনাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সওয়ালা হালাল নয় অভাবহীন গনী ব্যক্তির জন্য আর না অবিকলাস সক্ষম পুরুষের জন্য। দু' ব্যক্তি ছাড়া। (১) সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি ও (২) অপমানকর দেনায় আবদ্ধ লোক। যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে সওয়ালা করবে কিয়ামতের দিন সওয়ালা তার মুখমণ্ডলে ক্ষতস্বরূপ হবে এবং দোযখের উত্তম-প্রস্তর স্বরূপ হবে যা সে খেতে থাকবে। এটা জানার পর যে চায় সওয়ালা কম করুক আর যে চায় বেশি করুক। —(তিরমিযী)

১৭৫০-৬৭৪

### রাসূল (স) ডিন্দা পছন্দ করতেন না

হাদীস : ১৭৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, আনসারীদের এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে সওয়ালা করতে আসল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল, একটি কম দামী কবল আছে যার দিক আমরা গায়ে দেই আর অপর দিক বিছিয়ে থাকি এবং একটি কাঠের পেয়লা আছে যাতে করে আমরা পানি পান করি। রাসূল (স) বললেন, উভয়টি আমার কাছে নিয়ে আস। সে উভয়টি তার কাছে নিয়ে আসল। রাসূল (স) উভয়টিকে নিজের হাতে গ্রহণ করে বললেন, এ দুটি জিনিস কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টি এক দিরহামে নিতে পারি। রাসূল (স) দু'বার অথবা তিনবার বললেন, এক দিরহামের উপর কে বেশি দিতে পার? এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি দু' দিরহামের নিতে পারি। তিনি উভয়টি তাকেই দিলেন। রাসূল (স) দিরহাম দুটি নিলেন এবং আনসারীকে দিয়ে বললেন, যাও এক দিরহাম দিয়া খাদ্য খরিদ কর এবং সেখানে নিজের পরিবারকে দাও, আর অপর দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল খরিদ কর এবং আমার কাছে নিয়ে আস। কথা মতে সে কুড়াল ক্রয় করে নিয়ে আসল। রাসূল (স) আপন হাতে কুড়ালে কাঠের বাট লাগালেন। অতপর বললেন, যাও, কাঠ কাটতে থাক এবং বিক্রয় করতে থাক। খবরদার, আমি যেন পনের দিন তোমাকে এখানে না দেখি। সে ব্যক্তি গেল এবং সে মতে কাঠ কাটতে ও বিক্রয় করতে লাগল। সে রাসূল (স)-এর কাছে আসল তখন সে দশ দিরহামের মালিক। অতপর সে কিছু দিয়ে বস্ত্র খরিদ করল এবং কিছু দিয়ে খাদ্য। এ সময় রাসূলাল্লাহ (স) বললেন, এটা তোমার জন্য সওয়ালা করা অপেক্ষা উত্তম অথচ সওয়ালা কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা দাগস্বরূপ হবে। মনে রেখ, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষে সওয়ালা করা সঙ্গত নহে। সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি, অপমানকর দেনার দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং পীড়াদায়ক রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি। —(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।)

১৭৫০-৬৭৫

### অভাবে পড়লে তা প্রকাশ করতে নেই

হাদীস : ১৭৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অভাবে পতিত হয়েছে এবং তার সওয়াবের কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছে তার অভাব দূরীভূত হবে না। আর যে আল্লাহর কাছে নিবেদন করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। হয় শীঘ্র তার মৃত্যু ঘটান দ্বারা অথবা গোঁণে তাকে সম্পদ দানের মাধ্যমে। —(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক লোকের কাছে সওয়াল করতে হয়

হাদীস : ১৭৫৪ ॥ তাবেরই ইবনে ফেরাসী হতে বর্ণিত আছে, তার পিতা ফেরাসী বলেছেন, আমি একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি কি কারও কাছে কিছু চাইতে পারি? রাসূল্লাহ (স) বললেন, না। যদি অগত্যা তোমার তা চাহিতেই হয়, তবে নেক ব্যক্তিদের কাছে চাহিবে। -(আবু দাউদ ও নাসাই) ১৭৫৪-৩৭৬

আল্লাহর জন্যে কাজ করলে তার বিনিময় আল্লাহ দিবেন

হাদীস : ১৭৫৫ ॥ সাহাবী হযরত ইবনে সায়েদী (রা) বলেন, একবার খলীফা ওমর আমাকে যাকাত উসুলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন আমি কাজ সমাধা করলাম এবং উসূলকৃত অর্থ তার কাছে দিলাম, তিনি আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিলেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি। সুতরাং আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকটই। উত্তরে তিনি বললেন, যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করুন। আমিও একবার রাসূল্লাহ (স)-এর যমানায় তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে পারিশ্রমিকরূপে কিছু দিয়েছিলেন। তখন আমিও আপনার কথার ন্যায় কথা বলেছিলাম। তখন রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, সওয়াল করা ছাড়া যখন জিনিস লাভ করবে, তা খাবে ও অপরকে দান করবে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সওয়াল করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৫৬ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরাফাতের দিনে এক ব্যক্তিকে সওয়াল করতে শুনে বললেন, এ দিনে এবং এ স্থানে তুমি আল্লাহ ছাড়া অপরের কাছে সওয়াল করছ? অতপর তিনি তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। -(রযীন)

আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে হবে

হাদীস : ১৭৫৭ ॥ হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি বলছেন, জেনে রাখ, হে লোক সকল! লালসা হচ্ছে অভাব এবং নিরাশা হচ্ছে তাওয়াক্কালী। যখন মানুষ কোন বিষয়ে নিরাশ হয়ে যায় তখন সে সম্পর্কে সে বেনিরায হয়ে যায়। -(রযীন)

মানুষের কাছে কিছু না চাওয়ার ওয়াদা করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৭৫৮ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বলেন, যে আমার কাছে অঙ্গীকার করতে পারে যে, সে মানুষের কাছে কিছু চাবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করতে পারি। এ কথা শুনে সওবান বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আমি এ অঙ্গীকার করতে পারি। রাবী বলেন, অতপর হযরত সওবান কারও কাছে কিছু চাননি।

-(আবু দাউদ ও নাসাই)

যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজেই করতে হয়

হাদীস : ১৭৫৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে ডেকে এ অঙ্গীকার করালেন, তুমি মানুষের কাছে সওয়াল করবে না। এমন কি তিনি এটা বললেন যে, তোমার চাবুক সম্পর্কেও না, যদি তা পড়ে যায়, যে পর্যন্ত না তুমি নিজে বাহন হতে অবতরণ করে তা উঠিয়ে লও। -(আহমদ)

## চতুর্দশ অধ্যায়

দানের প্রশংসা ও কুপণতার নিন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিন দিনের বেশি মাল রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ১৭৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমার কাছে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সমুদ্র হব, যখন তিন দিন গোজারিতে না গোজারিতেই সে স্বর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়; সামান্য পরিমাণ ছাড়া যা আমি আমার দেনার জন্য রাখি। -(বোখারী)

ফেরেশতাগণ দাতাকে সাহায্য করতে দোআ করেন

হাদীস : ১৭৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে জাখ্রত হয় তখন আকাশ হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাও তুমি দাতাকে প্রতিদান এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! দাও তুমি কুপণকে সর্বনাশ। -(বোখারী ও মুসলিম)



## হিসাব করে দান করবে না

হাদীস : ১৭৬২ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, দান করতে থাকবে এবং হিসাব করবে না, যাতে হিসাব করেন আল্লাহ তোমাকে দান করতে এবং ধরে রাখবে না যাতে আল্লাহ ধরে রাখেন তোমার ব্যাপার। তোমার সামর্থ্য অনুসারে সামান্য হলেও দান করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## দান করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন

হাদীস : ১৭৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! দান কর তুমি, দান করব আমি তোমাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৬৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার আবশ্যকের অতিরিক্ত যা আছে, তা দান করবে এটা তোমার পক্ষে মঙ্গল এবং ধরে রাখবে এটা তোমার পক্ষে অমঙ্গল। তবে নিন্দার যোগ্য হবে না তুমি তোমার জীবন ধারণ পরিমাণ ধরে রাখায় এবং প্রথমে দান করবে তোমার পোষ্যদেরকে। -(মুসলিম)

## কৃপণতা ইসলামে জায়েম নেই

হাদীস : ১৭৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কৃপণ এবং দাতার উদাহরণ সেই দু' ব্যক্তি, যাদের গায়ে রয়েছে দুটি লোহার বর্ম যার দরুন তাদের দুই হাত তাদের বুকের ও গলার হাসুলির সাথে লেগে গিয়েছে, অতপর দাতা ব্যক্তি যখন দান করতে চায়, তখন তা সম্প্রসারিত হয় এবং কৃপণ যখন দান করতে ইচ্ছা করে, আরও কমে যায় এবং উহার প্রত্যেক কড়া নিজ-নিজ স্থান গ্রহণ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## কৃপণতা করলে ধ্বংস হবে

হাদীস : ১৭৬৬ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যুলুম হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, যুলুম হবে কিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ এবং বেঁচে থাকবে কৃপণতা হতে। কেননা, কৃপণতা ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাকে ধ্বংস করেছে। -(মুসলিম)

## দ্রুত দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৬৭ ॥ হযরত হারেসা ইবনে ওহব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তাড়াতাড়ি দান কর! কেননা, তোমাদের প্রতি এমন সময় আগমন করছে, যে সময় মানুষ আপন দান নিয়ে ফিরবে; কিন্তু দান গ্রহণ করতাম; কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

## সুস্থ অবস্থায় দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! কোন দান সওয়াবের দিক দিয়ে বড়? রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর; অপর দিকে ভয় কর তুমি দারিদ্রের এবং আশা রাখ ধনী হবার তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য, অথচ মাল অমুকের হয়েই গেছে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## দান করার জন্য রাসূল (স) উৎসাহ দিয়েছেন

হাদীস : ১৭৬৯ ॥ হযরত হযরত আবু যর গেকারী (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল্লাহ (স)-এর কাছে পৌছলাম। তখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় সমাসীন। যখন তিনি আমাকে দেখলেন, বললেন, কাবার খোদার কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! তারা কারা? রাসূল (স) উত্তর করলেন, যাদের ধন বেশি তারা কিন্তু সে ব্যক্তি যে একরূপ করে, একরূপ কর, একরূপ করে, আপন সামনের দিকে পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে আর এইরূপ লোক খুব কমই। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা ...

হাদীস নং : ১৭৬৫ ॥ অর্থাৎ, দাতা দান করতে চাইলে তার অন্তর প্রসারিত হয় আর কৃপণ দান করতে ইচ্ছা করলে তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### দাতা ব্যক্তি আল্লাহর নিকটতম হতে পারে

হাদীস : ১৭৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহর কাছে, বেহেশতেরও কাছে, মানুষেরও কাছে অথচ দোযখ হতে অনেক দূরে এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতেও দূরে, মানুষ হতেও দূরে অথচ দোযখের অতি কাছে। নিশ্চয় মূর্খ দাতা কৃপণ সাধক অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। - (তিরমিযী)

#### দান জীবিত কালেই করতে হয়

হাদীস : ১৭৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও জীবনকালে এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। - (আবু দাউদ)

#### মৃত্যুর পূর্বে দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৭২ ॥ হযরত আবুদুদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মৃত্যুকালে দান করে অথবা দাসদাসী আশাদ করে, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত যে পেট ভরে খাদ্যের পর হাদিয়া দেয়। - (আহমদ, নাসাঈ, দারেমী ও তিরমিযী)। তবে তিরমিযী উহাকে সহীহ বলেছেন।

#### কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার মুমিনের মধ্যে থাকে না

হাদীস : ১৭৭৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ দুটি স্বভাব কোন মুমিনের মধ্যে একত্র হতে পারে না। কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার। - (তিরমিযী)

#### কৃপণ লোক বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ১৭৭৪ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশ করবে না প্রভারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়। (তিরমিযী)

#### কৃপণতা খারাপ স্বভাব

হাদীস : ১৭৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও মধ্যে যে সকল মন্দ স্বভাব হতে পারে তার মধ্যে এ দুটি হল অতি মন্দ। অন্তর অস্থিরকারী কৃপণতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী কাপুরুষতা। - (আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### দানের হাত সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৭৭৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ (স)-এর কোন কোন স্ত্রী রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে প্রথমে আপনার সাথে মিলিত হবেন? রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত বড় সে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন তারা কাঠ খণ্ড নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, হযরত সওদাই সকলের অপেক্ষা দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট। কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, 'হাত বড়' অর্থে এখানে বড় দাতাকেই বুঝান হয়েছে। আমাদের মধ্যে হযরত য়নবই প্রথমে তার সাথে মিলিত হলেন আর তিনি দানকে ভালবাসতেন। - (বোখারী)

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় আছে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে আমার সাথে প্রথমে মিলিত হবে সে যার হাত বড়। আয়েশা বলেন, এতে স্ত্রীগণ পরস্পরে হাত মাপতে লাগলেন তাদের মধ্যে কার হাত বড়? আয়েশা বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত য়নবই ছিলেন বড় হাত বিশিষ্ট। কেননা, তিনি নিজের হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান করতেন।

#### যে কোন লোককে দান করা যায়

হাদীস : ১৭৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ (স) বলেছেন, পূর্ব যমানার লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, নিশ্চয় আমি একটি দান করব। অতপর সে নিজের দান নিয়ে বের হল এবং তার দান এক চোরের হাতে দিল। সকালে লোক বলাবলি করতে লাগল, এ রাতে একজন চোরকে দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আমি যে, চোরকেও দান করতে পেরেছি। সে বলল, নিশ্চয় আমি আর একটি দান করব। অতপর সে দান নিয়ে বের হল এবং একটি বেশ্যার হাতে দিল। সকালে লোক বলাবলি করতে লাগল, এই রাতে একটি বেশ্যাকে দান করা হয়েছে। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আমি যে বেশ্যাকেও দান করতে পেরেছি। পুনরায় সে বলল, নিশ্চয় আমি আর একটি দান করব। অতপর সে দান নিয়ে বের হল এবং একজন মালদার লোকের হাতে দিল। সকালে লোক বলাবলি করতে লাগল, আজ রাতে একজন মালদারের প্রতি দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আমি যে, চোর, বেশ্যা ও মালদারকেও দান করতে পেরেছি। অতপর তাকে স্বপ্নে দেখান হল

এবং বলা হল যে, তোমার চোরকে দান করাতে সম্ভবত সে তোমার দানের কারণে চুরি হতে বিরত থাকবে এবং বেশ্যা তার বেশ্যাবৃত্তি হতে বাঁচতে চেষ্টা করবে, বাকি রইল মালদার, সে এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং নিজেও দান করবে যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন তা হতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি এক মাঠে অবস্থান করছিল এমন সময় মেঘের মধ্যে এক শব্দ শুনতে পেল, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতপর মেঘমালা সে দিকে সরে গেল এবং প্রস্তরময় স্থানে বর্ষিত হল। তখন দেখা গেল, তথাকার নালাসমূহের এক নালা সমস্ত পানি নিজের মধ্যে পূরে নিল। তখন সে ব্যক্তি পানির অনুসরণ করল এবং দেখল যে, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে সেচুণী দিয়ে পানি সেচছে। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। তখন এ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কেন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, যে মেঘের এ পানি সেই মেঘের মধ্যে আমি একটি শব্দ শুনেছি। তোমার নাম করে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও! তুমি উহা দ্বারা কি কি কাজ কর? সে উত্তর করল, যখন তুমি এটা বললে তখন শুন, উহাতে যা ফলে তার প্রতি আমি দৃষ্টি করি এবং বাগ করি। এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর ভাগ বণন করি। -(মুসলিম)

### আল্লাহর সম্পদের শোকরও জারী হতে হয়

হাদীস : ১৭৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, বনি ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি। এক শ্বেত-কুষ্ঠ রোগী, এক মাথায় টাক পড়া ব্যক্তি ও এক অন্ধ, এ তিন জনকে আল্লাহ পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন এবং এক ফেরেশতাকে তাদের কাছে পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম রং ও উত্তম চর্ম এবং লোক আমাকে যার কারণে ঘৃণা করে, আমার হতে তা দূর হয়ে যাওয়া। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলালেন আর তার ঘৃণার জিনিস দূর হয়ে গেল এবং তাকে ভাল রং ও ভাল চর্ম দেয়া হল। অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বলল, উট অথবা গরু। বর্ণনাকারী রাবী ইসহাক সন্দেহ করে বলেন যে, কুষ্ঠ রোগী অথবা মাথায় টাক পড়া ব্যক্তি। এ দুয়ের মধ্যে একজন উট এবং অপরজন গরু চেয়েছিলেন। রাসূল (স) বলেন, সুতরাং তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী মাদী উট দেয়া হল এবং ফেরেশতা দোআ করলেন, আল্লাহ তোমাকে যেন বরকত দেন।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ফেরেশতা টাকওয়ালায় কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম চুল এবং যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে-তা আমা হতে দূর হয়ে যাওয়া। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলালেন, যাতে তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তাকে উত্তম চুল দান করা হল। অতপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন মাল অধিক প্রিয়? সে বলল, গরু। সুতরাং তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হল এবং ফেরেশতা দোআ করলেন, আল্লাহ যেন তোমার মালে বরকত দেন।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে উত্তর করল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি লোকদেরকে দেখতে পাই। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত ফিরােলেন আর আল্লাহ পাক তার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিলেন। অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন মাল অধিক প্রিয়? সে বলল, ছাগল ভেড়া। সুতরাং তাকে একটি আসন্ন প্রসবা ছাগল দেয়া হল। অতপর উট, গরু বাচ্চা জন্ম দিল এবং ছাগল ছানা প্রসব করল যাতে এক মাঠ উট, এক মাঠ গরু আর এই ব্যক্তির এক মাঠ ছাগল হয়ে গেল।

রাসূল (স) বলেন, অতপর সেই ফেরেশতা আপন পূর্ব অবয়ব ও পূর্ব বেশে সে শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন দরিদ্র মিসকীন ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত সামর্থ্য শেষ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ঘরে পৌছার আমার কোন উপায় নেই। অতপর আপনার সাহায্য। আমি আপনার কাছে আল্লাহর নামে যিনি আপনাকে এ সুন্দর রং, এ সুন্দর চর্ম এবং এত সকল উট দান করেছেন একটি উট ভিক্ষা চাই যা দিয়ে আমি আমার সফর হতে ঘরে পৌছতে পারি। সে উত্তর করল, আমার অনেক দেয় রয়েছে। ফেরেশতা বললেন, মনে হয় যেন আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি দরিদ্র কুষ্ঠী ছিলে না, যাতে লোক তোমায় ঘৃণা করত। অতপর আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন? তখন সে বলল, এ সকল মাল তো আমি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার সে অবস্থায় ফিরিয়ে নিন, যে অবস্থায় তুমি পূর্বে ছিলে।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ফেরেশতা আপন পূর্ণ অবয়বে টাকওয়ালার কাছে আসলেন এবং তার কাছে জ্ঞাপন করলেন যা কুষ্ঠের কাছে জ্ঞাপন করেছিলেন, তার মতই এবং তার উত্তরে সে বলল, যা কুষ্ঠ উত্তর করেছিল তার মতই। অতপর বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার সে অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, যে অবস্থায় তুমি পূর্বে ছিলে।

রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা আপন পূর্ব বেশে অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে বললেন, আমি একজন দরিদ্র ও মুসাফির। সফরে আমার সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে, এখন আল্লাহ ছাড়া ঘরে পৌছার আমার কোন উপায় নেই, অতপর আপনার সাহায্য। আমি আল্লাহর নামে যিনি আপনাকের আপনার জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে একটি ছাগল ভিক্ষা চাই যা দিয়ে আমি আমার সফর হতে ঘরে পৌছতে পারি। তখন সে বলল, সত্যই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে চক্ষু দান করেছেন, তুমি যা ইচ্ছা গ্রহণ কর আর যা ইচ্ছা রেখে যাও! খোদার কসম আল্লাহর নামে আজ তুমি যা নিতে চাবে, আমি অস্বীকার করব না এবং তোমাকে কষ্টে নিক্ষেপ করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও! তোমাদের পরীক্ষা করা হল এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন আর তোমার সাধীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### সওয়ালা করলে কিছু না কিছু দিতে হয়

হাদীস : ১৭৮০ ॥ হযরত উম্মে বুজায়দ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! কখনও মিসকীন আমার ঘরে দাঁড়ায় যাকে আমি লজ্জাবোধ করি অথচ আমার ঘরে এমন কিছু থাকে না যা আমি তার হাতে দিতে পারি। রাসূল (স) বললেন, তার হাতে দিতে চেষ্টা কর যদিও একটা পোড়া খুরও হয়। -(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

### ভিক্ষুককে গোশত না দেওয়ার পান্থর হয়ে গেল

হাদীস : ১৭৮১ ॥ হযরত ওসমান গণীর এক ভৃত্য হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাকে কিছু গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আর রাসূল (স) গোশত পছন্দ করতেন। অতএব, উম্মে সালামা আপন খাদেমাকে বললেন, গোশত ঘরে রেখে দাও! রাসূল (স) তা খেতে পারেন। সুতরাং খাদেমা উহা ঘরের একটি তাকে রেখে দিল। এ সময় একটি ভিক্ষুক এসে দরজায় দাঁড়াল এবং বলল, আমাকে কিছু দিন! আল্লাহ আপনাদের বরকত দিবেন! ঘরওয়ালা উত্তর দিলেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন! সুতরাং ভিক্ষুকটি চলে গেল। অতপর রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে উম্মে সালামা! তোমাদের কাছে কিছু আছে যা আমি খেতে পারি? উত্তরে উম্মে সালামা বললেন, হ্যাঁ আছে। অতপর উম্মে সালামা আপন খাদেমাকে বললেন, যাও সেই গোশতগুলি রাসূল (স)-কে এনে দাও। সুতরাং খাদেমা গেল; কিন্তু তাকে এক খণ্ড পান্থর ছাড়া কিছুই পেল না। দেখে রাসূল (স) বললেন, সে গোশত খন্ডই পান্থর খন্ড হয়ে গেছে, যেহেতু তোমরা উহা ভিক্ষুককে দাও নি। -(বায়হাকী দালায়েলে নবুওতে)

### মন্দস্তরের লোকের পরিচয়

হাদীস : ১৭৮২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন বললেন, আমি কি তোমাদের বলব না সর্বাপেক্ষা মন্দস্তরের ব্যক্তি কে? উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ, বলুন! রাসূল (স) বললেন, সে ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় আর সে তাঁর নামে কিছু দেয় না। -(আহমদ)

### সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৭৮৩ ॥ হযরত আবু যর গফারী হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি খলিফা হযরত ওসমানের দরবারে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইলেন। খলিফা তাকে অনুমতি দিলেন আর তিনি প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। এ সময় হযরত ওসমান হযরত কাবে আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুর রহমান মারা গেছেন এবং অনেক ধন সম্পত্তি রেখে গেছেন, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কাব উত্তরে বললেন, যদি তিনি আল্লাহর হক আদায় করে থাকেন, তাহলে কোন ভয় নেই। এ কথা শুনে হযরত আবু যর ছড়ি উঠালেন এবং কাবের গায়ে মারলেন আর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি এ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আমার হয় অতপর আমি উহা দান করতে থাকি আর আমার হতে উহা কবুলও করা হয় তাহলেও আমি পছন্দ করি না যে, উহার মাত্র ছয় উকিয়া সোনাও আমি ছেড়ে যাই। হে ওসমান! আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি শুনে নিন? তিনি এটা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ওসমান বললেন, হ্যাঁ। -(আহমদ)

### কোন সম্পদই জমা করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৮৪ ॥ হযরত উকবা ইবনে হারেস (রা) বলেন, আমি মদীনায় রাসূল (স)-এর পিছনে আসরের নাম



পড়লাম। তিনি সালাম ফিরালেন। অতপর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে তার কোন এক স্ত্রীর হৃদয়ার দিকে গেলেন। তাঁর এই তাড়াতাড়ি প্রস্থানে লোকগণ বিস্মিত হল অতপর তিনি তাদের কাছে আসলেন এবং দেখলেন যে, তার এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কারণে তারাও বিস্মিত হয়েছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমাদের ঘরে কিছু স্বর্ণ আছে, যার কথা এখন আমার মনে পড়ল। আমি অপছন্দ করলাম যে, এটা আমাকে বাধা দিবে। তাই আমি তা বণ্টন করে দিতে বলে আসলাম। -(বোখারী)

তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বললেন, আমি ঘরে কিছু যাকাতের স্বর্ণ রেখে এসেছিলাম, কিন্তু আমি অপছন্দ করলাম যে, রাতে তা আমার কাছে রাখি।

### রাসূল (স) মৃত্যুর পূর্বেও দান করেছেন

হাদীস : ১৭৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-এর শেষ রোগে আমার কাছে তাঁর ছয় কি সাতটি দীনার ছিল এবং সে দিনার বণ্টন করে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (স)-এর রোগ আমাকে উহা বণ্টন করা হতে বিরত রেখেছিল। অতপর তিনি আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, সে ছয় বা সাতটি দীনারের কি হল? আয়েশা বললেন, বণ্টন করা হয়নি। খোদার কসম! আপনার রোগই আমাকে বণ্টন করা হতে বিরত রেখেছে। এ কথা শুনে রাসূল (স) সে দিনার আনালেন, অতপর নিজের পবিত্র হাতে রেখে বললেন, বল দেখি! আল্লাহর নবীর কি অবস্থা হবে, যদি তিন এখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন আর তাঁর কাছে দীনারগুলি থেকে যায়। -(আহমদ)

### খাদ্য জমা করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ১৭৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) একদিন বেলালের কাছে পৌঁছলে, তখন তার কাছে খেজুরের একটি তুপ ছিল। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল! এটি কি? বেলাল বললেন, সামান্য জিনিস, আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করেছে। রাসূল (স) বললেন, তুমি কি ভয় কর না যে, কাল কিয়ামতের দিন দোষের আশুনে তুমি এর ধোয়া দেখতে পাবে? বেলাল, এটা দান করে ফেল এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে তোমাকে অভ্যর্থনা করে দেয়ার ভয় করিও না।

### দানশীলতা বেহেশতে গাছস্বরূপ

হাদীস : ১৭৮৭ ॥ হযরত হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন গাছের একটি শাখা ধরে আর শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেয় এবং কৃপণতা হচ্ছে দোষের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ সে যেন একটি শাখা ধরেছে আর শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে দোষে পৌঁছিয়ে দেয়।

যহুদী - ১৬৬

-(বায়হাকী এই হাদীস দুইটি শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।)

### দান দ্রুত করতে হয়

হাদীস : ১৭৮৮ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বিপদাপদ উহাকে অতিক্রম করতে পারে না। -(রযীন)

যহুদী - ১৬৮

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### দানের মাহাত্ম

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### হালাল সম্পদ দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে আর আল্লাহ গ্রহণ করেন না হালাল ব্যতীত আল্লাহ পাক উহা আপন ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতপর পালেন উহাকে দাতার জন্য যেভাবে তোমাদের কেহ পালে আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে যাতে সে ঘোড়া পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ উন্নত করেন

হাদীস : ১৭৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দান ধন কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। -(মুসলিম)



### দানের পরিমাণের চেয়ে বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়

হাদীস : ১৭৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তার দান করবে, তাকে বেহেশতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে অথচ বেহেশতের দরজা রয়েছে অনেক। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্গত হবে, তাকে নামাযের দরজা হতে আহ্বান করা হবে, আর যে ব্যক্তি দাতাদের অন্তর্গত হবে, তাকে দানের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, যে ব্যক্তিকে বেহেশতের দিকে আহ্বান করা হবে, তার পক্ষে দরজা হতে আহূত হওয়ার কোন আবশ্যিকতা নেই। তবে কি কেউ সকল দরজা হতে আহূত হবে? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আর আমি আশা করি, আপনি তাদের মধ্যে একজন হবেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

### সদগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বেহেশতী

হাদীস : ১৭৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযাদার হিসেবে ভোরে উঠেছে? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) এ অধীন। অতপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন জানাযার নামাযে শরীক হয়েছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ (স) এ অধীন। আবার রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন দরিদ্রকে খানা খাওয়ায়েছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ (স) এ অধীনে। পুনরায় রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন রোগীকে দেখতে গিয়াছে? এবারও হযরত আবু বকর (রা) বললেন, এ অধীন। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, এতগুলি সদগুণ যার মধ্যে একত্র হবে, সে নিশ্চয় বেহেশতে যাবে।

–(মুসলিম)

### প্রতিবেশীকে সাহায্য করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ১৭৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশীনী যেন আপন প্রতিবেশীনীকে উট বা ছাগলের একটি খুব দান করাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে।

–(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রতিটি ভাল কাজ দান স্বরূপ

হাদীস : ১৭৯৪ ॥ হযরত জাবের ও হোয়ায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক ভাল কাজই একটি দান।

–(বোখারী ও মুসলিম)

### কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা করাও ভাল কাজ

হাদীস : ১৭৯৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও হয় উহা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখে সাক্ষাৎ করা। –(মুসলিম)

### খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৭৯৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা উচিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি দান করার কিছু না পায়? রাসূল (স) বললেন, তখন সে যেন আপন হাতে কাজ করে, অতপর তা দিয়ে নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও দান করে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে অথবা এটা করতে না পারে? রাসূল (স) বললেন, তখন সে উৎপীড়িত অভাবগ্রস্তের সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি সে এরূপও করতে না পারে? রাসূল (স) বললেন, তখন সে যেন ভাল কাজে উপদেশ হলেও দেয়। তাঁরা বললেন, যদি সে এটাও না করে? রাসূল (স) বললেন, তখন সে যেন অন্তত মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। এটাই তার পক্ষে দান। –(বোখারী ও মুসলিম)

### মানুষের প্রতি মুহূর্তে দান করা উচিত

হাদীস : ১৭৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই প্রত্যেক দিবসে যাতে সূর্য উদিত হয় একটি দান হওয়া উচিত। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করাও একটি দান এবং কোন ব্যক্তিকে তার সওয়াবীতে উঠিতে সাহায্য করা। তাকে তার সওয়াবীতে উঠিয়ে দেয়া অথবা তার কোন আসবাব সওয়াবীর উপর উঠিয়ে দেয়াও একটি দান। কারও সাথে উত্তম কথা বলাও একটি দান। নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি দান এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি দান। –(বোখারী ও মুসলিম)

### মানুষের তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে

হাদীস : ১৭৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাটটি গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ঐ তিনশত ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ আকবর বলল, আলহামদু লিল্লাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, আন্তাগফিরুল্লাহ বলল অথবা মানুষের চলার পথ হতে একটি পাথর বা কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দিল, অথবা কাকেও কোন ভাল কাজের উপদেশ দিল, অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল, ঐ ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ সে দিন সেরে চলতে রইল নিজেকে দোষ হতে দূরে রেখে। -(মুসলিম)

### ভাল কাজের উপদেশ দেওয়া সদকার সমতুল্য

হাদীস : ১৭৯৯ ॥ হযরত আবু যর' গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ বলাই' একটি সদকা, প্রত্যেক 'আল্লাহ আকবার' বলাই একটি সদকা, প্রত্যেক 'আলহামদু লিল্লাহ' বলাই একটি সদকা, প্রত্যেক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাই একটি সদকা এবং ভাল কাজের উপদেশ দেওয়াও একটি সদকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদকা। এমন কি স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাদের কেহ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর উহাতেও কি তার সওয়াব হবে? রাসূল (স) বললেন তোমরা বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ তা হারামে স্থাপন করত, তবে তার পক্ষে গোনাহ কত কিনা? এরূপে যখন সে হালালে স্থাপন করল তাত্তেও তার সওয়াব হবে। -(মুসলিম)

### উত্তম দান হল দুধাল উট এবং বকরী

হাদীস : ১৮০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিন্তু উত্তম দান দুধেল উটনী ও দুধেল ছাগী যা দুধ পানের জন্য কাকেও ধারে দেওয়া হয় যা সকালে এক বাগু দুধ দেয় ও বিকালে এক ভাগু। -(বোখারী ও মুসলিম)

### গাছ লাগানো দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৮০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমাই একটি বৃক্ষ রোপণ করবে অথবা কোন শস্য বপন করবে অতপর তা হতে মানুষ অথবা পক্ষী অথবা পশু কিছু খাবে, নিশ্চয় এটা তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত জাবের (রা) হতে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হয়।

### কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে বেশ্যা মুক্তি পেল

হাদীস : ১৮০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি বেশ্যা স্ত্রীলোককে মাফ করে দেয়া হয়-যে একটি কূপের পাড়ে অবস্থিত একটি কুকুরের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, কুকুরটি হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। এটা দেখে সে নিজের মোজা খুলে মাথার উড়নীতে বাঁধল, অতপর কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল। এ সময় রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রাসূল (স)! পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়ই সওয়াব রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### বিড়ালকে আটক রাখার কারণে এক মহিলা শাস্তি পেল

হাদীস : ১৮০৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সে বিড়ালটিকে আটকিয়ে রেখেছিল, যাতে সে না খেয়ে মারা গেল। সে উহাকে খাদ্যও দিত না এবং ছেড়েও দিত না যাতে সে যমীনের কীট পতঙ্গ ধরে খায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাস্তা থেকে কাটা সরানোর ফলে বেহেশতী

হাদীস : ১৮০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ হতে সরিয়ে ফেলব যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে বেহেশতে দাখিল হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### গাছ লাগানোর কারণে বেহেশতী হন

হাদীস : ১৮০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে বেহেশতে বেড়াতে দেখেছি, সে গাছটিকে কেটে রাস্তার উপর হতে সরিয়ে ছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত। -(মুসলিম)

### রাস্তা থেকে কাটা দূর করা একটি সংকাজ

হাদীস : ১৮০৬ ॥ হযরত আবু বারযা আসলানী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন যা দিয়ে আমি উপকৃত হতে পারি! রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করবে। -(মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৮০৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে মদীনা আগমন করলেন, আমি তাঁর কাছে আসলাম। যখন আমি তাঁর চেহারা মিলীকণ করলাম বুঝতে পারলাম যে, তার চেহারা কোন মিথ্যাকের চেহারা নহে। তখন তিনি প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে লোক সকল! তোমরা সালামের বন্ধন প্রচলন করবে, অনু দান করবে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে এবং রাতে তাহাজ্জ নামায পড়বে। লোক যখন ঘুমে থাকে, তাতে তোমরা স্বচ্ছন্দে বেহেশতে প্রবেশ করবে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

## মানুষের মধ্যে সালামের প্রচলন করা একটি ভাল কাজ

হাদীস : ১৮০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, অনু দান করবে এবং সালামের প্রচলন করবে, এর কারণে তোমরা স্বচ্ছন্দে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

## দান করলে আল্লাহ পাক খুশি হন

হাদীস : ১৮০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দান আল্লাহ পাকের রোষ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। -(তিরমিযী)

যহুজ - ৬৮৫

## প্রত্যেক ভাল কাজ দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৮১০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সং কাজই একটা দান, আর তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমার ভাইয়ের পানির পায়ে তোমার বালতি হতে ঢেলে দিবে এটাও সংকাজ। -(আহমদ ও তিরমিযী)

## ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করাও দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৮১১ ॥ হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার হাস্যমুখ করাও একটি দান, কাকেও সং কাজের উপদেশ দেওয়াও একটি দান, অসং কাজ হতে নিষেধ করাও একটি দান, পথ হারাবার জায়গায় কাকেও পথ দেখানও তোমার একটি দান, কোন চোখহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করাও তোমার একটি দান, পথ হতে পাথর, কাঁটা বা হাড় সরানও তোমার একটি দান এবং তোমার বালতি হতে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেওয়াও একটি দান। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

## পানি হল উত্তম দান

হাদীস : ১৮১২ ॥ হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সা'দের মা মারা গেছেন, তার জন্য কোন দান উত্তম হইবে? রাসূল (স) বললেন, পানি। রাবী বলেন, সুতরাং সা'দ একটি কুপ খনন করলেন এবং বললেন, এটা সাদের মার জন্য। -(আবু দাউদ ও নাসায়)

## যার পরনে কাপড় নেই তাকে কাপড় দেওয়া উচিত

হাদীস : ১৮১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার উলঙ্গতার কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতের সবুজ জোড়া পরাবেন। আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার মুখে অনু দান করবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতের ফল খাদ্যরূপে দান করবেন এবং যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে। আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতে মুখ বন্ধ করা বোতলের স্বচ্ছ পানি পান করাবেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যহুজ - ৬৮৬

## যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে মানুষের হক আছে

হাদীস : ১৮১৪ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে মানুষের হক রয়েছে, অতপর রাসূল (স) এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 'তোমরা নামাযে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এটাই নেক কাজ নয়।' -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

যহুজ - ৬৮৭

## কেউ পানি চাইলে তা দেওয়া উচিত

হাদীস : ১৮১৫ ॥ সাহাবীয়া হযরত বুহায়সা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কোন জিনিস যা যাচ্ছাকারীকে না দেয়া হালাল নহে? রাসূল (স) বললেন, পানি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আর কোন জিনিস যা না দেওয়া হালাল নহে? রাসূল (স) বললেন, নমক। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে কোন ভাল কাজ করাই তোমার পক্ষে ভাল। -(আবু দাউদ)

যহুজ - ৬৮৮

## পতিত জমিতে আবাদ করা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৮১৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমি কৃষি উপযোগী করবে, তার জন্য সওয়াব রয়েছে। উহা হতে কোন খাদ্য অন্বেষণকারী প্রাণী যা কিছু খাবে, উহা তার পক্ষে দান হবে।

-(দারেমী)

## পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে দেওয়া পুণ্যের কাজ

হাদীস : ১৮১৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটি দুধের গাভী বা ছাগী দুধ খাওয়ার জন্য ধার দিবে অথবা কিছু চান্দী ধার দিবে অথবা কোন পথভ্রষ্টকে পথ দেখাবে, উহা তার জন্য একটি গোলাম আবাদ করার সমান হবে। -(তিরমিযী)

## কাউকেও মন্দ বলবে না তাতে পাপ হবে

হাদীস : ১৮১৮ ॥ হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রা) বলেন, আমি একবার মদীনায় আসলাম। দেখলাম, একটি লোকের মতামত নিয়ে মানুষ বাড়ি ফিরে। সে যাই বলুক না কেন তা অনুসারেই মানুষ কাজ করে। এটা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহর রাসূল। আবু জুরাই বলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং দুবার বললাম, আলাইকাসসালাম ইয়া রাসূল্লাহ! তিনি বললেন, 'আলাইকাসসালাম' বলবে না, এটা মৃতের অভিবাদন। বলবে 'আসসালামু আলাইকা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি সেই আল্লাহর রাসূল যিনি যদি তোমাতে কোন বিপদ পৌঁছে আর তুমি তাকে ডাক, তিনি উহা তোমার হতে দূর করেন এবং যদি তোমাকে দুর্ভিক্ষ আক্রমণ করে আর তুমি তাকে ডাক, তিনি তোমার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন। আর যখন তুমি কোন তৃণ পানি শূন্য মরু প্রান্তরে অথবা ময়দানে থাক এবং তোমার বাহন হারিয়ে যায় এবং তুমি তাকে ডাক, তিনি উহা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন।

এ সময় আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তিনি বললেন, কখনও কাউকে মন্দ বলবে না। আবু জুরাই বলেন, আমি না কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা কোন দাস আর না কোন উট বা ছাগলকে মন্দ বলেছি। অতপর রাসূল (স) বললেন, কোন ভাল কাজকে সামান্য মনে করবে না। তুমি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে, এটাও একটি ভাল কাজ। তোমার তহবন্দকে নলার অর্ধ পর্যন্ত উঠাবে। যদি তুমি এটা না মান, তবে তুমি তোমার ছোট গিরা পর্যন্ত নামাতে পার। খবরদার তুমি সতর্ক থাকবে তহবন্দ নীচের দিকে ছাড়িয়ে দেয়া হতে। কেননা, এটা দাষ্টিকতার অন্তর্গত। আর আল্লাহ ভালবাসেন না দাষ্টিকতাকে। যদি কেউ তোমাকে মন্দ বলে এবং তোমার প্রতি দোষারোপ করে, যা তোমার মধ্যে দেখে তার কারণে, তবু তুমি দোষারোপ করলে তাকে, যা তার মধ্যে দেখা তার কারণে। কেননা, এটার ক্ষতি তার প্রতিই বর্তাবে। -(আবু দাউদ। তিরমিযী শুধু সালাম পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে, তোমাকে এটার সওয়াব মিলবে এবং তার প্রতি এটার ক্ষতি বর্তাবে।)

## একটি বকরী জবাই করলেন

হাদীস : ১৮১৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তারা একটি বকরী জবাই করলেন। অতপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, বকরীর কতটুকু আছে? আয়েশা (রা) বললেন, একটি বাহ ছাড়া কিছু বাকি নেই। রাসূল (স) বললেন, উহার সবই বাকি আছে ঐ বাহটি ছাড়া। -(তিরমিযী এবং তিনি ইহাকে সহীহ বলেছেন)

## মুসলমানকে কাপড় দান করা উচিত

হাদীস : ১৮২০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে একটি কাপড় পরাবে, সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে, যে পর্যন্ত উহার একটি টুকরাও তার গায়ে থাকবে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

## ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না

হাদীস : ১৮২১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাসূল (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন। (১) যে ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে কিছু দান করে এবং গুপ্ত রাখে। -রাবী বলেন, আমি মনে করি, তিনি বলেছেন, নিজের বাম হাত হতে এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন সৈন্য দলে ছিল আর তার সহচরগণ পরাজিত হল; কিন্তু সে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল এবং তাদেরকে পরাজিত করল অথবা শহীদ হল। -(তিরমিযী। আর তিনি ইহাকে গায়বে মাহফুয বা শায বলেছেন।)

## জিহাদে পিছনে কিয়া নিষেধ

হাদীস : ১৮২২ ॥ হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, আর তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহর পাক ক্রুদ্ধ হন। যাদেরকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, তারা হলেন, (ক) কোন ব্যক্তি এক দল লোকের কাছে আসল এবং তাদের কাছে আল্লাহর নামে কিছু চাইল, তার ও তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা রয়েছে, উহার নামে নহে; কিন্তু তারা তাকে কিছু দিল না। অতপর তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাদের পিছনে সরে আসল এবং চুপে চুপে তাকে কিছু দিল যা সম্পর্কে আল্লাহ পাক এবং যাকে সে দিল সে ছাড়া অপর কেহই কিছু জানে না। (খ) একদল লোক রাতে সফর করল। এমন কি যখন নিদ্রা উঠা অপেক্ষা সমস্ত জিনিসের মাথা যমীনে রাখল; কিন্তু তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আমার কাছে অনুন্নয় বিনয় করতে লাগল, আর আমার আয়াত পাঠ করতে লাগল এবং (গ) যে ব্যক্তি কোন সৈন্য দলে ছিল এবং শত্রুর সন্মুখীন হল অতপর তার সঙ্গীগণ পরাজিত হল কিন্তু সে সামনে বুক পেতে দিল যে পর্যন্ত না নিহত হল অথবা জয়লাভ করল।

যে তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, তারা হল (ক) বুড়া অথচ যেনাকার, (খ) ফকীর অথচ দান্তিক এবং (গ) ধনবান অথচ যালিম। - (তিরমিযী ও নাসাই) ২৫২০ — ৩৯০

## ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না

হাদীস : ১৮২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আল্লাহ পাক যমীন সৃষ্টি করলেন, যমীন কাঁপতে লাগল, অতপর আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং উহার উপর শলাকাব্রূপ মারলেন। যমীন স্থির হল। ফেরেশতাগণ পাহাড়ের এ শক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় অপেক্ষা শক্তিশালী কোন জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, লোহা। অতপর তারা জিজ্ঞেস করল, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আন্তন। আন্তন লোহাকেও গলিয়ে দেয়। অতপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু তোমার সৃষ্টিতে আন্তন অপেক্ষাও কোন শক্তিশালী জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পানি। অতপর তারা জিজ্ঞেস করলে, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পানি অপেক্ষাও শক্তিশালী কোন জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে হাওয়া। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে হাওয়া অপেক্ষাও শক্তিশালী কোন জিনিস আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, বনি আদম, যে আপন ডান হাতে দান করে আর বাম হাত হতেও উহাকে গুপ্ত রাখে। - (তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) ২৫২০ — ৩৯১

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## যে কোন জিনিস দু'টো করে দান করার ফল

হাদীস : ১৮২৪ ॥ হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, রাসূল বলেছেন, যে কোন মুসলমান বন্দা তার প্রত্যেক রুকম মালের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করবে, নিশ্চয় তাকে বেহেশতের দ্বাররক্ষীগণ স্বাগত জানাবেন এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের কাছে যা আছে তার দিকে ডাকবেন। আবু যর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেমন করে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, যদি তার উট থাকে দুটি উট দান করবে আর গরু থাকলে দুটি গরু। - (নাসাই)

## মুমিনের ছায়াও দান স্বরূপ

হাদীস : ১৮২৫ ॥ হযরত তাবৈঈ হযরত মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী বলেছেন, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান। - (আহমদ)

## পরিবারে প্রশস্তভাবে খরচ করা উচিত

হাদীস : ১৮২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আন্তরার তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ পাক সারা বছর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। তাবৈঈ হযরত সুফইয়ান সত্তরী বলেন, আমরা এটির পরীক্ষা করেছি এবং ব্যাপারটিকে এরূপ পেয়েছি। - (রবীন)

কিন্তু বায়হাকী এটাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটির সনদ যঈফ। ২৫২০ — ৩৯২

## দানের অনেক গুণ আছে

হাদীস : ১৮২৭ ॥ হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, একদিন হযরত আবু যর গফারী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! বলুন, দান কি? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, দানের অনেক গুণ এবং আল্লাহর কাছে এর চেয়েও অধিক রয়েছে। - (আহমদ) ২৫২০ — ৩৯৬



## ষোড়শ অধ্যায়

### শ্রেষ্ঠ দান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

দান করতে হলে নিজেকে স্বচ্ছল হতে হবে

হাদীস : ১৮২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম দান হল যা স্বচ্ছলতার সাথে দেয়া হয় এবং তুমি দান শুরু করবে তোমার পোষ্যদের ধরে। -(বোখারী)

নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে দানের সমতুল্য হবে

হাদীস : ১৮২৯ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান আপন পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে আর উহার সওয়াবের আশা রাখে উহা তার পক্ষে দানস্বরূপ হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

নিজ পরিবারের জন্য খরচ করা উত্তম দান

হাদীস : ১৮৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি দীনার তুমি আল্লাহ'র সন্তান খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি গোলাম আবাদ করায় খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি একজন দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিজনের প্রতি ব্যয় করেছ এদের মধ্যে যেটি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় করেছ, সেটি হল সওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়। -(মুসলিম)

নিজ পরিবারের জন্য খরচ জিহাদের দান অপেক্ষাও বড়

হাদীস : ১৮৩১ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ যত দীনার খরচ করে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দীনার হল ঐ দীনার যা সে আপন পরিবারের প্রতি খরচ করে; ঐ দীনার যা সে জেহাদের জন্য পোষিত বাহনের প্রতি খরচ করে এবং ঐ দীনার যা আপন জেহাদী সহচরদের প্রতি খরচ করে। -(মুসলিম)

যে পরিমাণ দান করবে সে পরিমাণ সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৩২ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার সওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূল (স) বললেন, খরচ কর তাদের জন্য। এতে তোমার সওয়াব হবে যে পরিমাণ তুমি তাদের জন্য খরচ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারীরা তাদের গহনা দান করতে পারে

হাদীস : ১৮৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হযরত যয়নব (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর যদিও তোমাদের গহনা হতেও হয়! যয়নব বলেন, আমি আবদুল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বললাম, আপনি একজন খালি হাত দরিদ্র ব্যক্তি অথচ রাসূল (স) আমাদেরকে দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আপনি গিয়ে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আপনাদের প্রতি খরচ করলে উহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে কিনা; অন্যথায় উহা আমি আপনাদের ছাড়া অপন্নদের প্রতি খরচ করব। যয়নব বলেন, আবদুল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি নিজেই তাঁর কাছে যাও! যয়নব বলে, আমি গেলাম। দেখি কি, রাসূল (স)-এর দরজায় আনসারীদের একজন স্ত্রীলোকও উপস্থিত। আমার প্রয়োজনই তার প্রয়োজন। যয়নব বলেন, রাসূল (স)-কে ভয়ভীতিব্যঞ্জক চেহারা দান করা হয়েছিল। যয়নব বলেন, এ সময় আমাদের কাছে বেলাল এসে পৌঁছলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বলুন যে, দুটি স্ত্রীলোক দরজায় অপেক্ষায় আছে এবং জিজ্ঞেস করছে যে, তাদের স্বামীদের প্রতি এবং স্বামীদের পোষ্য এতিমদের প্রতি দান করলে এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কিনা; কিন্তু আমরা কে কে তা বলবো না। যয়নব বলেন, সুতরাং বেলাল রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন এবং তাকে এটা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে কে? তখন বেলাল বললেন, এক আনসারী স্ত্রীলোক আর যয়নব। রাসূল (স) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নব? বেলাল বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন রাসূল (স) বললেন, ইয়া, তাদের জন্য দু গুণ সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার সওয়াব এবং দানের সওয়াব। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আত্মীয়কে দান করা বেশি সওয়াব

হাদীস : ১৮৩৪ ॥ হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (স)-এর যমানায় একটি দাসী আযাদ করলেন, অতপর রাসূল (স)-কে জানালেন। তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার মামুদের দান করতে, তবে তোমার বেশি সওয়াব হত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নিকটতম প্রতিবেশীর হক বেশি

হাদীস : ১৮৩৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার দুটি প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, যার ঘরের দরজা তোমার অধিক কাছে। -(বোখারী)

### খাদ্য দ্রব্য প্রতিবেশীকে দিয়ে তারপর খেতে হয়

হাদীস : ১৮৩৬ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি গুরুত্বপূর্ণ পাক করবে উহাতে পানি বেশি দিবে, অতপর তা দিয়ে তুমি তোমার প্রতিবেশীদের খবরগিরি করবে। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### গরীবের কষ্টের দান সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৮৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! কোন দান শ্রেষ্ঠ? রাসূল (স) বলেন, গরীবের কষ্টের দান এবং তুমি তোমার দান আরম্ভ করিবে তোমার পোষ্যদের ধরে। -(আবু দাউদ)

#### আত্মীয়তা রক্ষা করাও একটি দান

হাদীস : ১৮৩৮ ॥ হযরত সুলায়মান ইবনে আমের বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গরীবের প্রতি দান করা হল শুধু দান, আর আত্মীয়ের প্রতি দান করা হল দান ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়ই।

-(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

#### প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করতে হয়

হাদীস : ১৮৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! (স)! আমার কাছে একটি দীনার আছে, কিসে ব্যয় করব? রাসূল (স) বললেন, এটা তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসূল (স) বললেন, ওটা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে আরও একটি আছে। রাসূল (স) বললেন, ওটা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। অতপর সে বলল, আমার আরও একটি আছে। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি অধিক জান। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

#### জিহাদ করার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরেন থাকা উত্তম কাজ

হাদীস : ১৮৪০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তম ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য নিজের ঘোড়ার বাগ ধরে রয়েছে। পুনরায় বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, মর্তব্যায় এর কাছাকাছি কে? কাছাকাছি সেই, যে আপন ছাগল ভেড়া নিয়ে লোকালয় হতে পৃথক হয়ে রয়েছে; কিন্তু সেগুলোতে সে আল্লাহর হক আদায় করে। অতপর রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, সর্বপেক্ষা মঙ্গল ব্যক্তি কে? সেই যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু ছাওয়া হয়, আর সে তার নামে কিছু দেয় না। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী)

#### সওয়াবকারীকে কিছু কিছু দিয়ে বিদায় করবে

হাদীস : ১৮৪১ ॥ হযরত উম্মে বুজায়দ সাহাবীয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাত্রাকারীকে কিছু দিব যদিও একটি পোড়া খুর হয়। -(মালিক ও নাসাঈ)

#### বিপদে মানুষকে আশ্রয় দেওয়া পুণ্যের কাজ

হাদীস : ১৮৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় চাবে, তাকে আশ্রয় দিবে। যে আল্লাহর নামে কিছু চাবে, তাকে নিশ্চয় কিছু দিবে, যে তোমাদেরকে আহ্বান করবে, তার আহ্বানে স্ফুট দিবে। যে তোমাদের প্রতি কোন ভাল কাজ করবে, তোমরা তার প্রতিদানের চেষ্টা করবে প্রতিদানের জন্য যদি কিছু না পাও, অন্ততঃ তার জন্য দোআ করবে, যাতে তোমরা মনে করতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান করেছ। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## আল্লাহর কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছু চাবে না

হাদীস : ১৮৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া যায় যা জান্নাত ছাড়া। - (আবু দাউদ)

ফাইফ - ৩৯৪  
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রিয় জিনিস দান করতে হয়

হাদীস : ১৮৪৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা আনসারী মদীনাতে খেজুর বাগান ওয়ালা বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল 'বায়রাহা' কূপ। সেটা ছিল মসজিদে নববীর সামনে। রাসূল (স) সেখানে যেতেন এবং কূপের মিঠা পানি পান করতেন। আনাস বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল, 'তোমরা কখনও নেকী লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা দান কর যা তোমরা ভালবাস।' আবু তালহা রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা কখনও নেকী লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা দান কর যা তোমরা ভালবাস।' আর আমার কাছে আমার সর্বাপেক্ষা ভালবাসার বস্তু হল এ 'বায়রাহা' কূপ। অতএব, আমি কূপটি আল্লাহর নামে দান করলাম নেকী লাভ ও পরকালে আল্লাহর কাছে উহাকে সম্মিত ধনরূপে পাবার আশায়। ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আপনি এ কূপ যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দিন! রাসূল (স) বললেন, বেশ, বেশ, এটা একটি লাভজনক মাল। আমি শুনলাম যা তুমি বললে, তবে আমি পছন্দ করি তুমি নিজেই তোমার আত্মীয়দের মধ্যে দান করে দিবে। এটা শুনে আবু তালহা বললেন, আচ্ছা, তবে আমি তা করব। অতপর তিনি সে কূপ আপন আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে ভাগে দান করে দিলেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

## ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান উত্তম কাজ

হাদীস : ১৮৪৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ভুখা প্রাণীকে আসুদা করাই হল শ্রেষ্ঠ দান। - (বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

ফাইফ - ৩৯৫

## সপ্তদশ অধ্যায়

## স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## স্ত্রী ঘর থেকে কিছু দান করলে সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য হতে কিছু দান করে অপচয় না করে তার সওয়াব হয়, সে যে দান করল তার কারণে এবং স্বামীর সওয়াব হয়, সে যে উপার্জন করল উহার কারণে। মাল রক্ষক খাজাঞ্চীর জন্যও রয়েছে উহার অনুরূপ। এতে একে অন্যের সওয়াবের পরিমাণ কিছুই কম করা হবে না। - (বোখারী ও মুসলিম)

## স্ত্রী দান করলে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন স্ত্রী দান করে নিজ স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ছাড়া, তার সওয়াব হয় স্বামীর অর্ধেক। - (বোখারী ও মুসলিম)

## আমানতদার মুসলমানও দানের সওয়াব পায়

হাদীস : ১৮৪৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমানতদার মুসলমান খাজাঞ্চী যাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা সে প্রদান করে মনের খুশীর সাথে পুরাপুরিভাবে এবং পৌছিয়ে দেয় যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে সেও দানকারীদেরই একজন। - (বোখারী ও মুসলিম)

## মৃত পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের দান উত্তম

হাদীস : ১৮৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আমার মারা গেছে। আমার ধারণা, তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন কিছু দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ হতে দান করি, তিনি উহার সওয়াব পাবে কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী দান করতে পারবে না

হাদীস : ১৮৫০ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বিদায় হজ্জের বৎসর তার ভাষণে বলেছেন, স্ত্রী যেন তার স্বামীর ঘর হতে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিছুই দান না করে। এ সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! খাদ্যও নহে? রাসূল (স) বললেন, খাদ্য তো হল আমাদের উত্তম সম্পদ।

—(তিরমিযী)

## পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্ত্রী দান করতে পারবে

হাদীস : ১৮৫১ ॥ হযরত সা'দ (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) স্ত্রীলোকদের বায়আত গ্রহণ করছিলেন, একজন ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন, দেখতে যেন মোয়ার গোত্রের মহিলা এবং বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আমরা মহিলা সমাজ আমাদের পিতাদের ও স্বামীদের পক্ষে বোঝাব্যবস্থা। সুতরাং মাল হতে আমাদের পক্ষে কি মাল গ্রহণ করা হালাল হবে? রাসূল (স) বললেন, সহজে পঁচনশীল মাল তা তোমরা খেতে পার এবং অপরকে হাদিয়াও দিতে পার। —(আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২১২৬ - ৩৯৬

## যার সম্পদ সে সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৫২ ॥ আবুউল লাহমের দাস হযরত উমায়র (রা) বলেন, একবার আমার মনিব আমাকে গোশত শুকাতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় আমার কাছে একটা মিসকীন আসল এবং আমি সেখান থেকে তাকে কিছু খাওয়ালাম। আমার মনিব এটা অবগত হলেন এবং আমাকে মারলেন। অতপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে আসলাম এবং তাকে এ কথা বললাম। তিনি তাকে ডাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে মারলে কেন? তিনি বললেন, তাকে নির্দেশ দেওয়া ছাড়া সে আমার খাদ্য অন্যকে খাওয়ায়েছে। রাসূল (স) বললেন, এটার সওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, উমায়র বলেন, আমি দাস ছিলাম। অতএব, আমি রাসূল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি আমার মনিবের মাল হতে কিছু দান করতে পারি কিনা? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ পার, তবে সওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধি হবে। —(মুসলিম)

## অষ্টাদশ অধ্যায়

## আপন দান ফেরত নেওয়া যায় না

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## দান ফেরত নেওয়া যায়েজ নয়

হাদীস : ১৮৫৩ ॥ হযরত ওমর ইবনুল কাত্তাব (রা) বলেন, আমি জিহাদে এক গাযীকে বাহনরূপে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। সে উহাকে নষ্ট করে ফেলল। আমি সেটা খরিদ করতে ইচ্ছা করলাম এবং ভাবলাম যে, সে ঘোড়াটি সস্তা দরে দিবে। অতপর আমি এ ব্যাপারে রাসূল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ওটা খরিদ করবে না এবং তোমার দান তুমি ফেরৎ নিও না যদিও সে ওটা তোমাকে এক দিরহামেও দেয়। কেননা, আপন দান ফেরৎ গ্রহণকারী হল সে কুকুরের ন্যায় দেয় বমি করে আবার ফেরৎ খায়! অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তোমার দান ফেরৎ নিও না। কেননা, যে আপন দান ফেরৎ লয়, সে যেন বমি করে পুনরায় তা খায়। —(বোখারী ও মুসলিম)

## দান করা বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না

হাদীস : ১৮৫৪ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল্লাহ (স)-এর কাছে বসেছিলাম, এমন সময় তার কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ (স) আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (স) বললেন, তোমার সওয়াব নির্ধারিত হয়ে গেছে, আর উত্তরাধিকার ওটা তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

অতপর স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! তাঁর একমাসের রোযা বাকি রয়েছে। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে ঐ রোযা রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ তার পক্ষ হতে রোযা রাখতে পার। পুনরায় স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, তিনি কখনও হজ্জ করেন নি। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পার। —(মুসলিম)

## উনবিংশ অধ্যায়

### রোযার মর্মকথা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রোযার মাসে বেহেশতের দরজা খোলা থাকে

হাদীস : ১৮৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দোষের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

—(বোখারী ও মুসলিম)

#### বেহেশতের আটটি দরজা

হাদীস : ১৮৫৬ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রায়ান। রোযাদারেরা ছাড়া এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

—(বোখারী ও মুসলিম)

#### রোযা রাখলে সকল সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়

হাদীস : ১৮৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বে সগীরা গোনাহসমূহ মাফ করা হবে এবং যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমযানের রাত ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, আর যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে কুদরের রাত ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বকৃত গোনাহসমূহ মাফ করা হবে। —(বোখারী ও মুসলিম)

#### নেক আমল দশগুণ বেড়ে যায়

হাদীস : ১৮৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানব সন্তানের নেক আমল বাড়ান হয়ে থাকে; প্রত্যেক নেক আমল দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ পাক বলেন, রোযা ছাড়া। কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই উহার প্রতিফল দান করব কারণ, সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খানা-পিনার জিনিস ত্যাগ করে।

রোযাদারদের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে আপন পরওয়ারদেগার সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের খুশ্বু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। রোযা হচ্ছে মানুষের জন্য দোষের আশ্রয় হতে রক্ষার ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও রোযার দিন আসে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। —(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রমযান মাসে শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হয়

হাদীস : ১৮৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, শয়তান ও অবাধ্য জ্বীন সকলকে শৃংখলে আবদ্ধ করা হয়। দোষের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতপর উহার কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে ভালোর অন্ত্রেরকারী অগ্রসর হও, হে মন্দের অন্ত্রেরকারী থাম। আল্লাহ পাক এ মাসে বহু ব্যক্তিকে দোষহীন হতে মুক্তি দেন, আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে। —(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর আহমদ হাদীসটি এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন, আর তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রমযান মাস সর্বাপেক্ষা বরকতময়

হাদীস : ১৮৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের কাছে রমযান মাস বরকতময় মাস আগমন করেছে। রমযানের রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। রমযানে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং দোষের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। অবাধ্য শয়তান সকলকে শৃংখলিত করা হয়। আল্লাহর বিশেষ রহমতের জন্য উহাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে সে রাত হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার মঙ্গল হতে বঞ্চিত হয়েছে। —(আহমদ ও নাসাই)



### রোযা এবং কোরআন কিয়ামতে সুপারিশ করবে

হাদীস : ১৮৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা এবং কোরআন আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে তার খানা ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন এবং কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব, উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।

—(বায়হাকী শোআবুল ইমানে ১)

### রমযানে এক রাত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৮৬২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, একবার রমযান মাস আসল। রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, এ মাস তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে সে রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে, সে সর্ব প্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে, আর সে রাত হতে বঞ্চিত হয় না চির বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া কেহই। —(ইবনে মাজাহ)

### রমযান মাস মোবারক মাস

হাদীস : ১৮৬৩ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে শাবান মাসের শেষ তারিখে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলো! তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে একটি মহান মাস, মোবারক মাস, এমন মাস যাতে একটি রাত রয়েছে হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ রমযানের রোযাসমূহকে করেছে তোমাদের উপর ফরয এবং রমযানের রাতে নামায পড়াকে করেছেন তোমাদের জন্য নফল। যে ব্যক্তি সে মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করল, সে ঐ ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সে মাসে একটি ফরয আদায় করল। সে ঐ ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। রমযান সবরের মাস আর সবরের সওয়াব হল বেহেশত। রমযান সম্মানভূর্তি প্রদর্শনের মাস। এটা সেই মাস যাতে মুমিনের রিয়িক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ঐ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্য তার গোনাহসমূহের ক্ষমাস্বরূপ হবে এবং দোষখের আশুন হতে মুক্তির কারণ হবে। এছাড়া তার সওয়াব হবে সেই রোযাদার ব্যক্তির সমান অথচ রোযাদারের সওয়াবও কম হবে না। সাহাবীগণ বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সামর্থ্য রাখে না যা দিয়ে রোযাদারকে ইফতার করাতে পারে। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ পাক এ সওয়াব দান করবেন যে, রোযাদারকে ইফতার করায় এক চুমুক দুধ দিয়ে অথবা একটি খেজুর দিয়ে অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ায়, আল্লাহ পাক তাকে আমার হাওযে কাওসার হতে পানীয় পান করাবেন যার পর পুনরায় সে তৃষ্ণার্ত হবে না জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত। রমযান এমন মাস যার প্রথম দিক রহমত, মধ্যম দিক মাগফিরাত আর শেষ দিক হচ্ছে দোযখ হতে মুক্তি। আর যে এ মাসে নিজের দাসদাসীদের প্রতি কার্যভার লাঘব করে দিবে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে দোযখ হতে মুক্তি দান করবেন। — **যইফ ৬২৭**

### রমযান মাসে কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হত

হাদীস : ১৮৬৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন রমযান মাস উপস্থিত হত, রাসূল (স) সমস্ত কয়েদীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক যাক্সাকারীকে দান করতেন। — **যইফ ৬২৮**

### রমযান মাসের জন্য বেহেশত সজ্জিত করা হয়

হাদীস : ১৮৬৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল্লাহ (স) বলেছেন, রমযানের জন্য বেহেশত সাজান হয়ে থাকে বছরের প্রথম হতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত। তিনি বলেন, যখন রমযানের মাসের প্রথম দিন উপস্থিত হয়, বেহেশতের গাছের পাতা হতে আরশের নীচে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তারা বলেন, হে প্রভু! আপনার বান্দাদের মধ্য হতে আমাদের জন্য এমন স্বামীসকল নির্দিষ্ট করুন, যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়াবে এবং আমাদের দেখে তাদের চোখ জুড়াবে। উক্ত হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন। — **জুনকাব-১৬৬**

### রমযান মাসের শেষ রাতে গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১৮৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ (স), বলেছেন, তাঁর উম্মতকে মাফ করা হয় রমযান মাসের শেষ রাতে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! উহা কি শবে কদর? রাসূল (স) বললেন না; বরং এই কারণে যে, কর্মচারীর বেতন দেয়া হয় যখন সে তার কর্ম শেষ করে। — (আহমদ) — **যইফ ৪০০**

## বিংশ অধ্যায়

### চাঁদ দেখার গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

চাঁদ না দেখে রমযানের রোযা রাখা যাবে না

হাদীস : ১৮৬৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা রাখবে না তোমরা যে পর্যন্ত না চাঁদ দেখ। এক্ষেপে রোযা খুলবে না তোমরা যে পর্যন্ত না দেখ শাওয়ালের চাদ। যদি গোপন থাকে উহা তোমাদের প্রতি মেঘের কারণে, তবে পূর্ণ করবে শাবান। অপর বর্ণনায় আছে, মাস কখনও উনত্রিশ রাতেও হয়। সুতরাং তোমরা রোযা রাখবে না যে পর্যন্ত না চাঁদ দেখ। যদি গোপন থাকে চাঁদ তোমাদের প্রতি মেঘের কারণে, তবে পূর্ণ করবে শাবান ত্রিশ দিনে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নতুন চাঁদ দেখে রোযা ভাঙতে হবে

হাদীস : ১৮৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা রাখ তোমরা চাঁদ দেখে এবং রোযা খুলবে চাঁদ দেখে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ গোপন থাকে তোমাদের প্রতি, তবে পূর্ণ করবে শাবান ত্রিশ দিনে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### পূর্ণ ত্রিশ দিনে একমাস

হাদীস : ১৮৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা উম্মি জাতি। লিখতেও পারি না, হিসাবও রাখতে জানি না। মাস হয় এই, এই, এইতে এবং তৃতীয় বারে বুড়া আঙ্গুল বন্ধ রাখলেন অতপর বললেন, মাস হয় এই, ও এইতে অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে। অর্থাৎ একবার উনত্রিশ দিনে আরেকবার ত্রিশ দিনে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদের মাস হচ্ছে রমযান ও জিলহজ্জ

হাদীস : ১৮৭০ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈদের দুই মাস রমযান ও জিলহজ্জ প্রায়ই কম হয় না। -(বোখারী ও মুসলিম)

রমযানে একদিন আগে থেকে রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৮৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ রোযা না রাখে রমযানের একদিন কি দ দিন আগে, সে ব্যক্তি ছাড়া যে নির্দিষ্ট দিনের রোযা রেখে থাকে, সে ঐ দিনের রোযা রাখতে পারে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাবান মাস অর্ধেক হলে নফল রোযা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ১৮৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন শাবান মাস অর্ধেক হয়ে যায় তোমরা আর রোযা রাখবে না। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

শাবান ও রমযান মাসের রোযা একসাথে রাখা যায়

হাদীস : ১৮৭৩ ॥ হযরত উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূল্লাহ (স)-কে দু' মাসের রোযা এক সাথে রাখতে দেখি নি শাবান ও রমযান ছাড়া। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ।)

সন্দেহের দিনে রোযা রাখা যাবে না

হাদীস : ১৮৭৪ ॥ হযরত আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রেখেছে সে আবুল কাসেম (স)-এর নাকরমানী করেছে। -(আব দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ)

(৪০) ফাইফ, এন্ড সনাদ মাদ্রাসা ইবু হাবব বারী, ১২২০ - (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)  
বিশ্বাসী লোকেদের চাঁদ দেখতে হবে

**ইফতারের সময় হলে ইফতার করবে**

হাদীস : ১৮৮২ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন এ দিক হতে রাত আগমন করবে আর এ দিক হতে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য অস্ত থাকবে, তখনই রোযাদার ইফতার করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**একসাথে রোযা রাখা উচিত নয়**

হাদীস : ১৮৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, রোযায় 'বেসাল' করতে। একদিন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি যে কখনও বেসাল করেন? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার মত? আমি রাত যাপন করি আর তখন আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান। -(বোখারী ও মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****রোযার নিয়ত ফজর হওয়ার সাথে সাথে করতে হয়**

হাদীস : ১৮৮৪ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ফজর হওয়ার পূর্বে নিয়ত করে নি তার রোযা হয় নি। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)

কিন্তু আবু দাউদ বলেন, তাবেঈ মামার যুবায়দী ইবনে উয়াইনা ও ইউনুস আয়লী হাদীসটিকে মাওকুফ অর্থাৎ হযরত হাফসার উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। এদের প্রত্যেকেই হাদীসটি যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

**আযান দিলেও খানা শেষ করবে**

হাদীস : ১৮৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাওয়ার বাসন তার হাতে থাকে তখন সে যেন খানা রেখে না দেয় যতক্ষণ না উহা হতে আপন আবশ্যক পূর্ণ করে।

-(আবু দাউদ)

**যারা শীঘ্র ইফতার করে তারা আল্লাহর প্রিয়**

হাদীস : ১৮৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় তারাই যারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করে। -(তিরমিযী) - ৮০২ \*

**খেজুর দ্বারা ইফতার করা যায়**

হাদীস : ১৮৮৭ ॥ হযরত সালমান ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, কেননা, খেজুরে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি হল পবিত্রকারী। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) - ৮০৩

**তাজা খেজুর দিয়েও ইফতার করা যায়**

হাদীস : ১৮৮৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলান্নাহ (স) মাগরিবের নামায পড়ার পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, শুকনা খেজুর দিয়েই ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুর না থাকত, তবে কয়েক কোশ পানিই পান করতেন।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান ও গরীব)

**রোযাদারকে ইফতার করালে রোযার সওয়াব পাওয়া যায়**

হাদীস : ১৮৮৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাযীকে জিহাদের সামগ্রী দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে; বগবী শরহে সুন্নাহয়। বগী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।)

**ইফতার করে দোআ করতে হয়**

হাদীস : ১৮৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলান্নাহ (সে) যখন ইফতার করতেন বলতেন, তৃষ্ণা দূর হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব নির্ধারিত হল। -(আবু দাউদ)

**ইফতারের দোআ পড়ে ইফতার করবে**

হাদীস : ১৮৯১ ॥ তাবেঈ হযরত মুআয ইবনে যোহরা বলেন, রাসূল (স) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারাই দেওয়া রিয়িকে রোযা খুলেছি। -(আবু দাউদ মুসলিম হিসাবে) - ৮০৪

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****যতদিন লোক দ্রুত ইফতার করবে ততদিন ধীন কায়েম থাকবে**

হাদীস : ১৮৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ধীন জয়ী থাকবে যতকাল লোক শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা, ইহুদী ও নাসারাগণ ইফতার করে দেবীতে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### রাসূল (স) দ্রুত ইফতার করতেন

হাদীস : ১৮৯৩ ॥ তাবেরী হযরত আবু আতিয়া বলেন, একদিন আমি ও মাসরুক হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি এদের একজন ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করেন এবং নামাযও শীঘ্র শীঘ্র পড়েন, আর অপর ব্যক্তি ইফতার দেরীতে করেন এবং নামাযও দেরীতে পড়েন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কে ইফতার শীঘ্র করেন এবং নামাযও শীঘ্র পড়েন? আমরা বললাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন, রাসূল (স) এরূপই করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবু মূসা আশআরী। -(মুসলিম)

### সেহরী হল মোবারক খানা

হাদীস : ১৮৯৪ ॥ হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রমযানে রাসূল (স) আমাকে সেহরী খেতে ডাকলেন এবং বললেন, এসো এ মোবারক খানার দিকে। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

### উত্তম সেহরী হল খেজুর দিয়ে

হাদীস : ১৮৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনদের উত্তম সেহরী হল খেজুর।

-(আবু দাউদ)

## দ্ববিংশ অধ্যায়

### রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রোযা থেকে মিথ্যা বললে রোযা হবে না

হাদীস : ১৮৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচার ছাড়ে নি, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহর কোন কাজ নেই। -(বোখারী)

#### রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়

হাদীস : ১৮৯৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রোযা অবস্থায় আমাদের চুম্বন করতেন ও আমাদের দেহে দেহ মিলাতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সংযমী ছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রোযা রেখেও ফরয গোসল করা যায়

হাদীস : ১৮৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রমযান মাসে কখনও ফজর হয়ে যেত অথচ তখন রাসূল (স) স্বপ্নদোষ ছাড়াই নাপাক থাকতেন অতপর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রোযা অবস্থায় শিক্ষা লাগানো যায়

হাদীস : ১৮৯৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হজ্জের এহরাম অবস্থায় শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিক্ষা নিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### ভূলে পান করলে রোযা পূর্ণ করতে হয়

হাদীস : ১৯০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রোযা অবস্থায় ভূলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহই তাকে খাওয়াছে ও পান করিয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রোযার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করলে কাফফারা দিতে হয়

হাদীস : ১৯০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি। রাসূল (স) বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি, তখন আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূল (স) বললেন, তোমার কোন গোলাম আছে যা আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, না। তারপর রাসূল (স) বললেন, তোমার কি শক্তি আছে এক সাথে দু মাস রোযা রাখতে পার? সে বলল, না। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমার কি সঙ্গতি আছে যে, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পার? সে বলল না। রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তুমি বস! রাবী বলেন, রাসূল (স) অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স)-কে খেজুরপূর্ণ একটি ঝড়ি হাদিয়া দেওয়া হল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এই যে, আমি। রাসূল (স) বললেন, এটি লও এবং দান করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর মিসকীন কে? খোদার কসম মদীনীর এ প্রান্তর দু'প্রান্তের মধ্যে আমাদের পরিবার অপেক্ষা অধিকতর মিসকীন পরিবার আর নেই। এ কথা শুনে রাসূল (স) হেসে দিলেন যাতে তার সামনের দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়ে গেল। অতপর বললেন, আচ্ছা তবে তুমি তোমার পরিবারকেই খাওয়াও। -(বোখারী ও মুসলিম)



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## রোযা অবস্থায় জীকে চুষন করা যায়

হাদীস : ১৯০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) রোযা অবস্থায় তাঁকে চুষন করতেন এবং তার জিহ্বা চুষতেন। - (আবু দাউদ) - ২৫৮০ (৪০৫)

## রোযা থেকে জীর শরীর স্পর্শ করা যায়

হাদীস : ১৯০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, রোযাদার ব্যক্তির নিজের জীর গায়ে গা লাগান সম্পর্কে। রাসূল (স) তাকে অনুমতি দিলেন। অতপর আর এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে সে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। পরে দেখা গেল যে, যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে একজন বৃদ্ধ আর যাকে নিষেধ করেছেন, সে একজন যুবক। - (আবু দাউদ)

## ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়

হাদীস : ১৯০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তার উহা কায্য করতে হবে না আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করেছে, সে যেন উহা কায্য করে। - (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইয়া ইবনে ইউনুস ছাড়া অপর কোন সূত্রে জানা যায় নি। ইমাম বোখারী বলেছেন, হাদীসটি গায়রে মাহকুম অর্থাৎ সায়।)

## রাসূল (স) বমি করে রোযা ভাঙলেন

হাদীস : ১৯০৫ ॥ তাবৈঈ মা'দান ইবনে তালহা হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবুদারদা (রা) তাঁকে বলেছেন, একদিন রাসূল (স) বমি করলেন এবং রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। মা'দান বলেন, একদিন আমি দেমাশকের মসজিদে রাসূল (স)-এর খাদেম সওবান (রা)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আবুদারদা আমাকে বলেছেন যে, রাসূল (স) একবার বমি করেছিলেন এবং রোযা ভেঙে ফেলেছিলেন। সওবান বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্য বলেছেন। আমি তাঁর জন্য তাঁর অমুর পানি ঢেলেছিলাম। - (আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

## রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা যায়

হাদীস : ১৯০৬ ॥ হযরত আমের ইবনে রবীয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল্লাহ (স)-কে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মেসওয়াক করতে দেখেছি। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ) - ২৫৮০ (৪০৬)

## রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা লাগান যায়

হাদীস : ১৯০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আমার চোখে ব্যাথা করে, আমি কি উহাতে সুরমা ব্যবহার করতে পারি রোযাদার অবস্থায়? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, পার। - (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন যে, এটির সনদ সবল নয়। এটির রাবী আবু আতেকাফে যঈফ বলা হয়। - ২৫৮০)

## রোযা অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা যায়

হাদীস : ১৯০৮ ॥ রাসূল্লাহ (স)-এর কোন এক সাহাবী বলেন, আমি রাসূল্লাহ (স)-কে আরজ নামক স্থানে দেখেছি, পিপাসা অথবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালছেন রোযাদার অবস্থায়। - (মালিক ও আবু দাউদ)

## রোযা থেকে শিক্ষা লাগান উচিত নয়

হাদীস : ১৯০৯ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, একবার রমযানের আঠার তারিখ অন্তে রাসূল (স) আমার হাত ধরে বকীতে এক ব্যক্তির কাছে গেলেন, তখন সে শিক্ষা লাগছিল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, যে শিক্ষা লাগিয়েছে এবং যে শিক্ষা বসিয়েছে উভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলল। - (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। রাবী বলেন, যারা রোযাতে শিক্ষা লওয়াকে আপত্তি কর বলে মনে করে না, তাদের মতে রোযা ভেঙ্গে ফেলল অর্থ রোযা ভাঙ্গার পথে অগ্রসর হল। শিক্ষা গ্রহণকারী দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে আর শিক্ষাদাতা এ কারণে যে শিক্ষা টানার সময় রক্ত তার পেটে প্রবেশ হতে সে নিরাপদে নেই।)

## রোযা ভাঙলে কায্য করতে হবে

হাদীস : ১৯১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যে রমযানের একটি রোযা ভেঙ্গেছে ওযর ও রোগ ছাড়া, তার উহা পূরণ করবে না সারা জীবনের রোযা। যদিও সে সারা জীবন রোযা রাখে। - (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী এবং বোখারী তার 'তরজমাতুল বাবে।' কিন্তু তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বোখারীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, এ হাদীসের রাবী আবুল মুতাবেস এর এটা ছাড়া আর কোন হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই।) - ২৫৮০ - (৪০৬)

### কিছু কিছু রোযায় সওয়াব হয় না

হাদীস : ১৯১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কত রোযাদার এরূপ আছে যার রোযা দিয়ে পিপাসা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না এবং কত রাতে উঠে এমন নামায আদায়কারী আছে যাদের রাতে উঠার দ্বারা জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না। -(দারেমী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### বিশেষ তিনটি জিনিস রোযা নষ্ট করে না

হাদীস : ১৯১২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিস রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না শিক্ষা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ। -(তিরমিযী, কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গায়রে মাহফুয অর্থাৎ শায।) ২৫৬-৪০৯

#### রোযা রেখে শিক্ষা লাগানো যাবে না

হাদীস : ১৯১৩ ॥ তাবেঈ সাবেত বুনাঈ (রা) বলেন, একদিন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স)-এর যমানায় কি আপনারা রোযাদারের পক্ষে শিক্ষা লওয়াকে মাকরুহ মনে করতেন? তিনি বললেন না, তবে দুর্বলতা আসার কারণে নাপছন্দ করতাম। -(বোখারী)

#### প্রথম দিকে রোযা রেখে শিক্ষা লাগানোর নিয়ম ছিল

হাদীস : ১৯১৪ ॥ ইমাম বোখারী তা'লীকরূপে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রথমে রোযা অবস্থায় শিক্ষা নিতেন অতপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং রাতেই তিনি শিক্ষা নিতেন।

#### থুথু গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না

হাদীস : ১৯১৫ ॥ তাবেঈ হযরত আতা (রা) বলেন, যদি কেউ রোযাতে কুন্নি করে অতপর মুখের পানি সম্পূর্ণ ফেলে দেয়, থুথু এবং মুখে যা অবশিষ্ট আছে তা গিলে ফেললে তার ক্ষতি হবে না। কিন্তু ইলককে যেন না চিবায়, তবে ইলকযুক্ত থুথুকে যদি গিলে ফেলে তাতে আমি বলি না যে, তার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু এরূপ করা নিষেধ বা মাকরুহ। -(বোখারী তারজমায়ে বাবে।)

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### সফরকারীর রোযা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### সফরের সময় রোযা ভাঙা যায়

হাদীস : ১৯১৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী বেশি রোযা রাখত। একদিন সে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! আমি কি সফরে রোযা রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, যদি চাও রাখতে পার আর যদি না চাও রাখতে পার। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### জিহাদের সময় রোযা ভাঙা যায়

হাদীস : ১৯১৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার রোযার ষোল তারিখে আমরা রাসূল (স) সহকারে জিহাদ করছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ রোযা রেখেছিলেন আর কেউ ভেঙ্গেছিলেন। কিন্তু না দোষ ধরেছে রোযাদার বে-রোযাদারের আর না বে-রোযাদার রোযাদারদের। -(মুসলিম)

#### সফরে রোযা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ১৯১৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) এক সফরে ছিলেন। লোকের ভীড় দেখলেন এবং দেখলেন, এক ব্যক্তির উপর ছায়া দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? লোকেরা বলল, এক রোযাদার। রাসূল (স) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রোযাদারদের খেদমত করলেও সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৯১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ রোযাদার ছিল আর কেউ বে-রোযা। এ সময় আমরা এক গরমের দিনে এক মঞ্জিলে অতবরণ করলাম। তখন রোযাদারগণ পড়ে রইলেন আর বে-রোযাদারগণ উঠে দাঁড়ালেন, তারা তাঁবু খাটালেন এবং বাহনদেরকে পানি খাওয়ালেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আজ বে-রোযাদাররাই সওয়াব জুটিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সফরে রাসূল (স) রোযা ভাঙ্গলেন

হাদীস : ১৯২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযান মাসে মদীনা হতে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন এবং রোযা রাখলেন যতক্ষণ উসফান নামক মন্ডিলে পৌঁছলেন। তথায় তিনি পানি আনালেন এবং আপন হাতের সীমা পর্যন্ত উহা উপরে উঠালেন যাতে লোকেরা দেখে অতপর পান করলেন। এর পর রোযা ভাঙতে লাগলেন যে পর্যন্ত না তিনি মক্কায় পৌঁছলেন। আর ওটা ছিল রমযান মাসে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সফরে রোযা রেখেছিলেন এবং ভেঙ্গেও ছিলেন। অতএব, যে চায় রোযা রাখতে পারে এবং যে চায় ভাঙতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) সে দিন আছরের পরে পানি পান করেছিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### স্ত্রীলোকের বিশেষ সময় রোযা মাফ

হাদীস : ১৯২১ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক কাশী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক মুসাফির হতে চিরতরে অর্ধেক নামায এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে আপাতত রোযা উঠিয়ে দিয়েছেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।)

#### বাহন ভাল হলে সফরে রোযা রাখবে

হাদীস : ১৯২২ ॥ হযরত সালামা ইবনে মুহাব্বাক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার এমন বাহন রয়েছে যা তাকে আরামের সাথে ঘরে পৌঁছিয়া দিবে, সে যেন রোযা রাখে যেখানেই সে রোযা পায়। -  $\frac{1}{2}$  (৪২০)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### সফরে রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন এবং পথে রোযা রাখলেন তিনি এবং লোকেরাও যে পর্যন্ত না কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌঁছলেন। অতপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনালেন এবং উপরে উঠিয়ে ধরলেন যাতে লোক দেখতে পায়, অতপর উহা পান করলেন। এর পর তাঁকে বলা হল যে, কোন কোন লোক রোযা রেখেছে। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, এরা হল নাফরমান, এরা হল নাফরমান। -(মুসলিম)

#### সফরে রমযানের রোযাও রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯২৪ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সফরে রমযানের রোযাদার হলে বে-রোযাদারের সমান। -(ইবনে মাজাহ) -  $\frac{1}{2}$  (৪২১)

#### সফরে রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে

হাদীস : ১৯২৫ ॥ হযরত হামযা ইবনে আমর (আসলামী রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাতে সফরে রোযা রাখার মত ক্ষমতা পাই। এতে কি আমার প্রতি কোন গোনাহ বর্তাবে? রাসূল (স) বললেন, রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ হতে রোখসত। যে তা গ্রহণ করল তার পক্ষে উহা ভাল হল, আর যে রোযা রাখতে ভালবাসল তার প্রতি কোন গোনাহ বর্তাবে না। -(মুসলিম)

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### রোযার কাযা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রোযা ভাঙলে পুনরায় আদায় করতে হবে

হাদীস : ১৯২৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার রমযানের রোযা বাকি থাকত, আমি উহা পরবর্তী শাবান ছাড়া পূর্ণ করতে পারতাম না। রাবী ইয়াহযা ইবনে সাঈদ বলেন, হযরত আয়েশা এখানে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার সাথে রাসূল (স)-এর কাজ থাকার কারণে অথবা রাসূল (স)-এর সাথে তার কাজ থাকার কারণে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না

হাদীস : ১৯২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রী পক্ষে বৈধ নহে স্বামী বাড়ীতে থাকাকালে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা এবং তার ঘরে কাউকেও প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া। -(মুসলিম)

### হায়েজগ্রস্ত মহিলার রোযার কায্য করতে হবে

হাদীস : ১৯২৮ ॥ মহিলা তাবেঈ হযরত মুআযা আদভিয়া হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি হেতু যে হায়েজ গ্রস্ত স্ত্রীলোক রোযা কায্য করে আর নামায কায্য করে না? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, যখন আমাদের এ অবস্থা হত তখন আমাদেরকে রোযার কায্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হত আর নামাযের কায্য করার নির্দেশ দেয়া হত না। -(মুসলিম)

### ওয়ারিশগণ রোযার কাফফারা আদায় করবে

হাদীস : ১৯২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মরে গেছে আর ফরয রোযা তার মাথায় রয়েছে তার ওলী তার পক্ষে রোযা রাখবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রমযানের রোযার কাফফারা মৃত্যুর পরেও করতে হয়

হাদীস : ১৯৩০ ॥ তাবেঈ নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে রমযানের রোযা মাথায় রেখে ইন্তেকাল করে, তার পক্ষ হতে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে যেন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ান হয়। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, সহীহ কথা হল, হাদীসটি মওকুফ অর্থাৎ ইবনে ওমরেরই কথা, রাসূল (স)-এর নয়।) -এছাড়া

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৩১ ॥ ইমাম মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তার কাছে বিখ্যাত সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করা হত, কেউই কারও পক্ষ হতে রোযা রাখতে পারে কিনা অথবা কেউ কারও পক্ষ হতে নামায আদায় করতে পারে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, কেউ কারও পক্ষ হতে রোযা রাখতে পারে না এবং কেউ কারও পক্ষ হতে নামাযও আদায় করতে পারে না। -(মালিক)

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

### নফল রোযা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা করা ঠিক নয়

হাদীস : ১৯৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রোযা রাখতে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। এভাবে তিনি রোযা ছাড়তে আরম্ভ করতেন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূল (স)-কে কখনও রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নি এবং শাবান অপেক্ষা কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেও দেখি নি।

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) পূর্ণ শাবান মাসেই রোযা রাখতেন কয়েক দিন ছাড়া পূর্ণ শাবান রোযা রাখতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### কারও পক্ষে রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯৩৩ ॥ তাবেঈ আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) বলেন, আমি একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (স) কি কোন পূর্ণ মাস নফল রোযা রাখতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাকে জানি না যে, তিনি রমযান ছাড়া কোন পূর্ণ মাস রোযা রেখেছেন এবং কিছু রোযা না রেখে কোন মাস রোযা ছেড়েছেন যে পর্যন্ত না তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। -(মুসলিম)

#### শাবানের শেষের রোযা রাখতে হবে

হাদীস : ১৯৩৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ইমরানকে জিজ্ঞেস করলেন অথবা অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আর ইমরান জ্ঞেছিলেন। হে অমুকের বাপ, তুমি কি এবার শাবানের শেষের দিকে রোযা রাখ নি? তিনি বললেন না। রাসূল (স) বললেন, তবে যখন তুমি রমযানের রোযা শেষ করবে দুই দিন রোযা রাখবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রমযানের পর মহররমের রোযাই শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ১৯৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রমযানের রোযার পর আত্মাহর মাস মহররমের রোযাই হল শ্রেষ্ঠ রোযা এবং ফরয নামাযের পর রাতের নামাযই হল শ্রেষ্ঠ নামায। -(মুসলিম)

### আশুরার রোযা রাখার ব্যাপারে তাগিদ আছে

হাদীস : ১৯৩৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ দিন আশুরার দিন এবং এই মাস রমযান মাস ছাড়া কোন দিনের রোযা রাখার জন্য এত অধিক খেয়াল রাখতে এবং উহাকে অপর দিনসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখি নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আশুরার রোযা রাখায় সওয়াব আছে

হাদীস : ১৯৩৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আশুরার দিনে রোযা রাখলেন এবং আশুরার রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! এ দিনকে তো ইহুদী ও নাসারাগণ সম্মান করে! তখন রাসূল (স) বললেন, যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি নিশ্চয় আমি নবম তারিখেও রোযা রাখব। -(মুসলিম)

### রাসূল (স) রমযানে রোযা ভেঙ্গেছেন

হাদীস : ১৯৩৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাসের মা উম্মুল ফযল বিনতে হারেস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, আরাক্ষার তারিখে কতক লোক তার কাছে রাসূল (স)-এর রোযা সম্পর্কে বিতর্ক করতে লাগল। কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন আর কেউ বলল, রাখেন নি। উম্মুল ফযল বলেন, আমি তার কাছে এক পেয়লা দুধ পাঠালাম। তখন তিনি আরাক্ষার ময়দানে নিজের উটের উপর ছিলেন। তিনি উহা পান করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### জিলহজ্জের প্রথম দিকে রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূল (স)-কে জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের মধ্যে রোযা রাখতে দেখি নি। -(মুসলিম)

### প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৪০ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আপনি কিরূপে রোযা রাখেন? রাসূল (স) তার উপর বড় রাগ করলেন। হযরত ওমর (রা) যখন তাঁর রাগ দেখলেন বললেন, আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে ধীনরূপে এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবীরূপে পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। আমরা আল্লাহর কাছে পান চাই আল্লাহর ক্রোধ এবং তার রাসূল (স)-এর ক্রোধ হতে। হযরত ওমর (রা) এ বাক্যগুলো বারবার বলতে লাগলেন যাতে তার ক্রোধ থেমে গেল। অতপর হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! তার কাজ কেমন, যে সারা বছর রোযা রাখে? রাসূল (স) বললেন, সে রোযাও রাখে না এবং বে-রোযাও থাকে না; অথবা তিনি বললেন, সে রোযা রাখেন নি এবং রোযা ছাড়েন নি। পুনঃ হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! তার কাজ কেমন, যে দু দিন রোযা রাখে এবং এক দিন রোযা ছাড়ে? রাসূল (স) বললেন, এরূপ রাখতে সক্ষম হয় কি কেউ? অতপর হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কেমন, যে এক দিন রোযা রাখে আর এক দিন রোযা ছাড়ে? রাসূল (স) বললেন, এটা দাউদ নবীর রোযা। পুনরায় হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কেমন, যে এক দিন রোযা রাখে এবং দুই ছাড়ে? তিনি বললেন, আমি কামনা করি যে, আমাকে এরূপ শক্তি দেওয়া হোক। অতপর রাসূল (স) বললেন, প্রত্যেক মাসের তিন দিন এবং এ রমযান হতে ঐ রমযান এটা হল বছরের রোযা আর আরাক্ষার দিনের রোযা আমি আশা করি, আল্লাহর কাছে ওটা মুছে দিবে উহার পূর্বের বছরের ও পরের বছরের গোনাহ এবং আশুরার রোযা আমি আশা করি, আল্লাহর কাছে ওটা মুছে দিবে উহার পূর্বকার বছরের গোনাহ। -(মুসলিম)

### সোমবারে রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৪১ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, সোমবারেই আমি দুনিয়াতে এসেছি এবং সোমবারেই প্রথম আমার উপর কোরআন নাখিল করা হয়েছে। -(মুসলিম)

### মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৪২ ॥ হযরত মুআযা আদাভিয়া হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) কি প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোযা রাখতেন? আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। মুআযা বলেন, অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন তিন দিনে তিনি রোযা রাখতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখতে দ্বিধাবোধ করতেন না। -(মুসলিম)

### রমযানের পরে সওয়ালের ছয়টি রোযা রাখতে হয়

হাদীস : ১৯৪৩ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে রমযানের রোযা রেখেছে এবং পরে রেখেছে সওয়ালের ছয় দিন, এটা তার পূর্ণ বৎসরের রোযার সমান হবে। -(মুসলিম)



**দু' ঈদে রোযা রাখা হারাম**

হাদীস : ১৯৪৪ ॥ আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) দু'দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। রোযার ঈদের দিনে ও কোরবানীর ঈদের দিনে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**বছরে দু'দিন কোন রোযা নেই**

হাদীস : ১৯৪৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু'দিন কোন রোযা নেই। রোযার ঈদের দিন ও কোরবানীর ঈদের দিন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ**

হাদীস : ১৯৪৬ ॥ হযরত নুরাইশা হযালী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আইয়ামে তশরীক হল পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। -(মুসলিম)

**জুমআবারের পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখতে হয়**

হাদীস : ১৯৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমআবারে রোযা না রাখে, জুমআবারের পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখা ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রোযার জন্য জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়**

হাদীস : ১৯৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রাত সমূহের মধ্যে শুধু জুমআর রাতকে নামায পড়ার জন্য খাস করে নিবে না এবং দিনসমূহের মধ্যেও কেবল জুমআর দিনকেই রোযার জন্য খাস করে নিবে না, যদি না এটা তোমাদের কারও রোযা রাখার তারিখে পড়ে। -(মুসলিম)

**আল্লাহর রাস্তায় একটি রোযা রাখলে দোযখ মাফ**

হাদীস : ১৯৪৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর রাস্তায় একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তার চেহারাকে দোযখের আগুন হতে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**পরিমাণমত রোযা রাখতে হয়**

হাদীস : ১৯৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ! আমাকে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখ এবং সারারাত নামায পড়? আমি বললাম, ইয়া, ইয়া রাসূলান্নাহ! রাসূল (স) বললেন, এরূপ করবে না। রোযা রাখ আর বে-রোযাও কাটাতে। নামাযও পড় এবং ঘুম যাও। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখেরও হক রয়েছে, তোমার উপর জীরও হক রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার সাক্ষাৎকারীদেরও হক রয়েছে। সে রোযা রাখে নি, যে রোযা রেখেছে সারা বৎসর। প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযাই সারা বছরের রোযা। অতএব, প্রত্যেক মাসে রোযা রাখ তিন দিন এবং প্রত্যেক মাসে কুরআন পড় একবার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! আমি এটা অপেক্ষা অধিক পারি। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি শ্রেষ্ঠ নিয়মের রোযা রাখবে হযরত দাউদ নবীর রোযা, একদিন রোযা আর একদিন বে-রোযা এবং কোরআন খতম করবে সপ্তাহে একবার, এর অধিক করবে না। -(বোখারী, মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন**

হাদীস : ১৯৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন।

-(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**সোমবার, বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পাঠান হয়**

হাদীস : ১৯৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। অতএব, আমি চাই যে, আমার আমল পেশ করা হোক আমার রোযার অবস্থায়। -(তিরমিযী)

**মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখলে সওয়াব বেশি**

হাদীস : ১৯৫৩ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন আমাকে বললেন, হে আবু যর! যখন তুমি মাসের তিন দিন রোযা রাখবে তখন উহার ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাখবে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**রাসূল (স) জুমার দিনে রোযা রাখতেন**

হাদীস : ১৯৫৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক মাসের প্রথম দিকে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমআর দিনের রোযা খুব কমই ছাড়তেন। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**রাসূল (স) একে একে মাসে একে একে তারিখে রোযা রাখতেন**

হাদীস : ১৯৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক মাসের শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন আর অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার। - (তিরমিযী) - ২৫২০ (৪১৬)

**সোমবারে রোযা রাখা বরকতের**

হাদীস : ১৯৫৬ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখতে যার প্রথম দিন সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার। - (আবু দাউদ ও নাসাই) - ৪১৬৭ (৪১৮)

**প্রত্যেকের উপর পরিবারে হক আছে**

হাদীস : ১৯৫৭ ॥ হযরত মুসলিম কুরাইশী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা কারও কর্তৃক তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। সুতরাং তুমি রোযা রাখবে রমযান মাস এবং তার সাথে যে মাস রয়েছে তাতে, এছাড়া প্রত্যেক বুধবার ও বৃহস্পতিবার। তখন তুমি সারা বছর রোযা রাখবে। - (আবু দাউদ ও তিরমিযী) - ২৫২০ (৪১৭)

**আরাফার ময়দানে রোযা রাখা উচিত নয়**

হাদীস : ১৯৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। - (আবু দাউদ) - ২৫২০ (৪১৯)

**শনিবার রোযা রাখা ঠিক নয়**

হাদীস : ১৯৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর তাঁর ভগিনী সালমা হতে বর্ণনা করেন যে রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা শনিবারে রোযা রাখবে না তোমাদের প্রতি কোন নির্ধারিত রোযা ছাড়া। যদি তোমাদের কেহ আশু'র লতার ছাল অথবা গাছের কাঠ ছাড়া আর কিছু না পায়, তাহলে যেন তা চিবিয়ে রোযা ভঙ্গ করে। - (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

**একদিন রোযা রাখলে তার জন্য দোযখ হারাম**

হাদীস : ১৯৬০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মধ্যেও দোযখের মধ্যে একটি পরিখা সৃষ্টি করেন, যার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব সমান হবে। - (তিরমিযী)

**শীতকালের রোযায় পরিশ্রম হয় না**

হাদীস : ১৯৬১ ॥ হযরত আমের ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শীতকালের রোযা একটি বিনা কষ্টের নেয়ামত। - (আহমদ ও তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন যে, হাদীসটি মোরসাল। তার মতে আমের সাহাবী ছিলেন না, তাবেঈ ছিলেন।)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ**

**মুসলমানগণই হযরত মুসার বেশি হকদার**

হাদীস : ১৯৬২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মদীনা'য় আগমন করলেন, ইহুদীগণকে দেখলেন, তারা আশুরার তারিখে রোযা রাখে। রাসূল (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই যে দিন যাতে তোমরা রোযা রাখ এটা কি? তারা বলল, এটা একটি মহান দিন। এ দিনেই আল্লাহ পাক হযরত মুসা ও তার জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে নিমজ্জিত করেছেন। অতএব, হযরত মুসা (আ)-এর শোকরিয়ান্বরূপ রোযা রেখেছিলেন অতপর আমরাও রাখি। রাসূল (স) বললেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা হযরত মুসার অধিকতর আপন ও অধিকতর হকদার। অতপর রাসূল (স) একদিন রোযা রাখলেন এবং আমাদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

**শনিবার রবিবার মুশরিকদের পবর্দিন**

হাদীস : ১৯৬৩ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) অল্প দিনসমূহে রোযা রাখা অপেক্ষা শনি-রবিবারেই অধিক রোযা রাখতেন এবং বলতেন, এ দুই দিন মুশরিকদের পর্বের দিন। অতএব, এ ব্যাপারে আমি তাদের খেলাফ করাকে পছন্দ করি। - (আহমদ) - ২৫২০ (৪১৭)

**আশুরার রোযা ফরয রোযার মত নয়**

হাদীস : ১৯৬৪ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে আশুরার তারিখে রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন এবং তার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এছাড়া ঐ তারিখ উপস্থিতকালে তিনি আমাদের খোঁজ রাখতেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তিনি আমাদেরকে আশুরার জন্য আর নির্দেশ দিতেন না এবং তা থেকে নিষেধও করতেন না এবং উহার উপস্থিতকালে আমাদের এরূপ খোঁজও রাখতেন না। - (মুসলিম)

### আশুরার রোযা অধিক বরকতের

হাদীস : ১৯৬৫ ॥ হযরত হাফসা (রা) বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলোকে রাসূল (স) কখনও ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, জিলহজ্জের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকাত সুনত। -(নাসাঈ) - ১৫২৮ (৪১৫)

### আইয়্যাম বীযের রোযা

হাদীস : ১৯৬৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আইয়্যামে বীযের রোযা সফরে ও হযরে কোথাও ছাড়তেন না। -(নাসাঈ) - ১৫২৮ (৪২০)

### রোযা হচ্ছে শরীরের যাকাত

হাদীস : ১৯৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হল রোযা। -(ইবনে মাজাহ) - ১৫২৮ (৪২৬)

### সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সওয়াবের

হাদীস : ১৯৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি যে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখেন দেখি? রাসূল (স) বললেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ মাফ করেন প্রত্যেক মুসলমানকে পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধন হিন্দুকী ব্যক্তিদয় ব্যতীত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ছেড়ে দাও তাদেরকে যে পর্যন্ত তারা পরস্পরে আপোষ করে। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

### একদিন রোযা রাখলে আল্লাহ দোষখ মাফ করবেন

হাদীস : ১৯৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে দোষখ হতে দূরে রাখবেন এবং কাক বাচ্চা কাল হতে অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যতদূর উড়তে পারে ততদূরে। -(আহমদ) - ১৫২৮ (৪২০)

আর বায়হাকী সালামা ইবনে কায়স হতে শোআবুল ঈমানে।

## ষড়বিংশ অধ্যায়

### নফল রোযার গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) সেহরী না খেয়ে রোযা রাখতেন

হাদীস : ১৯৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আমি রোযা রাখলাম। অতপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন আমরা বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদেরকে 'হায়স' হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও। আমি তো রোযার নিয়ত করেছি। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর তিনি তা খেলেন। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স) উম্মে সুলাইমের জন্য দোয়া করতেন

হাদীস : ১৯৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) উম্মে সুলাইমের কাছে পৌছলেন। উম্মে সুলাইম তাঁর কাছে কিছু খেজুর ও ঘি উপস্থিত করলেন। রাসূল (স) বললেন, তোমাদের ঘি উহার মশকে এবং খেজুরও উহার বুড়িতে রেখে দাও। আমি রোযা রেখেছি। অতপর তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে কিছু নফল নামায পড়লেন আর উম্মে সুলাইম ও তার ঘরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন। -(বোখারী)

#### নফল রোযা ভাঙা যায়

হাদীস : ১৯৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানার দিকে আহত হয় রোযার অবস্থায় সে যেন বলে, আমি রোযা। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানার জন্য আহত হয়, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতপর রোযা থাকলে তাদের জন্য দোয়া করে বে-রোযা হলে খানা খায়। -(মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নফল রোযা ভাঙলে ক্ষতি হবে না

হাদীস : ১৯৭৩ ॥ হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন, যখন মক্কা বিজয়ের দিন হল ফাতেমা এসে রাসূল (স)-এর বাম দিকে বসল এবং উম্মে হানী অর্থাৎ আমি তাঁর ডান দিকে। এ সময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে এসে রাসূল (স)-এর হাতে দিল, যাতে পানীয় ছিল। তিনি পাত্র হতে কিছু পান করলেন অতপর উম্মে হানীকে দিলেন। উম্মে হানী কিছু পান করলেন। অতপর উম্মে হানী বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি পান করলাম অথচ আমি রোযা রেখেছিলাম। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, কোন কাযা রোযা রেখেছিলে কি? তিনি বললেন, না, রাসূল (স) বললেন, তোমার ক্ষতি হবে না যদি নফল রোযা হয়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

## নফল রোযা প্রয়োজনে ভাঙা যায়

হাদীস : ১৯৭৪ ॥ যুহরী উরওয়া হতে, উরওয়া হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন আমি ও ইব্রাহীম হাফসা রোযা রেখেছিলাম। এ অবস্থায় আমাদের কাছে কিছু খানা উপস্থিত করা হল, যা আমরা পছন্দ করি। সুতরাং আমরা তা খেলাম। অতপর হাফসা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা রোযা ছিলাম এ অবস্থায় আমাদের কাছে কিছু খানা উপস্থিত করা হল, যা আমরা পছন্দ করি। অতএব, আমরা খেয়েছি। রাসূল (স) বললেন, অপর একদিন রোযা রাখিয়া দিও। -(তিরমিযী) - ৫২২০ (৪২২)

তিরমিযী এখানে হাদীস বিশেষজ্ঞদের এমন এক দলের নাম উল্লেখ করেছে যারা হাদীসটি যুহরী হতে এবং যুহরী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মধ্যস্থ রাবী উরওয়ার নাম উল্লেখ করেন নি। আর এটাই সহীহ বর্ণনা। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এটাকে উরওয়ার আযাদকৃত দাস জুমাইলে হতে তিনি উরওয়া হতে এবং উরওয়া আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এ বর্ণনা অনুসারে এটা মুত্তাসিল হাদীস।

## রোযাদারের সামনে খানা খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৯৭৫ ॥ হযরত উম্মে উম্মার বিনতে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল (স)-এর জন্য খানা আনালেন। রাসূল (স) বললেন, তুমিও খাও। তিনি বললেন, আমি রোযা। রাসূল (স) বললেন, যখন রোযাদারের কাছে খানা খাওয়া হয় ফেরেশতাগণ তার জন্য দোআ করতে থাকেন। যতক্ষণ না তারা খানা হতে অবসরগ্রহণ করে। -(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) - ৫২২০ (৪২৩)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## রোযাদারের হাফ আত্মাহর তাসবীহ করে

হাদীস : ১৯৭৬ ॥ সাহাবী হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, একবার হযরত বেলাল (রা) রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছলেন, তখন রাসূল (স) দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, বেলাল খানায় শরিক হয়ে যাও। বেলাল বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি রোযা রেখেছি। রাসূল (স) বললেন, আমরা আমাদের রিযিক খেয়ে ফেলেছি আর বেলালের রিযিক বেহেশতে উদ্ভূত থাকছে। বেলাল! তুমি কি জান রোযাদারের হাফসমূহ আত্মাহর তাসবীহ করে থাকে এবং তার জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা চাইতে থাকেন যাবৎ তার কাছে খানা খাওয়া হয়ে থাকে। - হাদীসটি প্রামাণ্য

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## সত্তাবিংশ অধ্যায়

(৪২৪)

## শবে কদর

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## শবে কদর রমযানের শেষে

হাদীস : ১৯৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা শবে কদর তালাশ করবে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে। -(বোখারী)

## শবে কদর রমযানের শেষ দিকে

হাদীস : ১৯৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের কতজনকে স্বপ্নে দেখান হল, শবে কদর শেষের সাত রাত্রির মধ্যে। রাসূল (স) বললেন, আমি দেখেছি তোমাদের সকলের স্বপ্নই একইরূপ শেষ সাত রাত্রিতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে তা অব্বেষণ করে, সে যেন শেষ সাত রাত্রিতে অব্বেষণ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রমযানের শেষ দশ দশকে শবে কুদর

হাদীস : ১৯৭৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তালাশ করবে তোমরা তাবে শবে কুদরকে রমযানের শেষ দশকে। মাসের নয় দিন বাকি থাকতে, সাত দিন বাকি থাকতে, পাঁচ দিন বাকি থাকতে। -(বোখারী)

### রমযানের শেষ দিকে এতেকাফ করতে হয়

হাদীস : ১৯৮০ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) রমযানের প্রথম দশক এতেকাফ করলেন, অতপর মধ্যম দশক করলেন একটি তুর্কী তাঁবুতে। এ সময় একবার মাথা বের করে বললেন, আমি এ রাত্রিতে তালাশ করতে গিয়ে প্রথম দশকে এতেকাফ করেছি, অতপর মধ্যম দশকেও এতেকাফ করেছি, অতপর স্বপ্নে আমার কাছে কেউ এসে বলল, এটা শেষ দশকে। এতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে প্রথমে এতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশকেও এতেকাফ করে। নিশ্চয়ই তা আমার স্বপ্নের দেখান হয়েছিল কিন্তু পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মনে পড়ে আমি ঐ রাত্রির ফজরে নিজেকে পানি আর কাদার মধ্যে সেজদা করতে দেখেছি। অতএব, তোমরা এটা শেষ দশ রাত্রির মধ্যেই তালাশ করবে এবং বিজোড় রাত্রিই তালাশ করবে। আবু সায়ীদ বলেন, সে রাত্রিতেই আকাশ ভারী বর্ষণ করল, মসজিদ তখন ছাপরা ছিল, অতএব, ছাদ থেকে পানি পড়ল। তখন আমরা এই দুই চক্ষু রাসূল (স)-কে দেখল তাঁর কপালে পানি ও কাদার দাগ লেগেছে আর তা ছিল একুশ তারিখের সকাল।

-(বোখারী ও মুসলিম; কিন্তু উহা শেষ দশ দিনের মধ্যে পর্যন্ত পাঠ মুসলিমের এবং বাকিটা বুখারীর।)

### রমযানের ২৭ তারিখেই শবে কুদর

হাদীস : ১৯৮১ ॥ তাবেয়ী যিরা ইবনে হুবাইশ (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত উবাই ইবনে কা'বকে রাত্রি জাগরণ করে, সে শবে কুদর লাভ করবে। হযরত উবাই বললেন, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন! তার এই কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তা রমযানে এবং রমযানের শেষ দশ রাত্রিতেই এবং তা সাতাইশে রাত্রিতেই। অতপর হযরত উবাই দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলেন, যে কুদর নিশ্চয় সাতাইশে রাত্রিতেই। যির বলেন, আমি বললাম হে আবু মুনযির! আপনি কোন সূত্রে এ কথা বললেন। তিনি বললেন, কদরের রাত্রির পর সকালে সূর্য উঠবে অথচ তার কিরণ থাকবে না।

-(মুসলিম)

### রাসূল (স) রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন

হাদীস : ১৯৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযানের শেষ দশকে ইবাদতে অধিক পরিশ্রম করতেন। যা অপর সময় করতেন না। -(মুসলিম)

### রমযানের শেষ দশকে রাসূল (স) রাত জেগে ইবাদত করতেন

হাদীস : ১৯৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত, রাসূল (স) ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে ফেলতেন। তিনি সারা রাত্রি জাগতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### শবে কদরে আল্লাহর কাছে দোআ করতে হয়

হাদীস : ১৯৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! বলুন, যদি আমি বুঝতে পারি শবে কুদর কোন রাত্রিতে, তবে তখন আমি কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালোবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। -(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

### রমযানের নয় রাত বাকি থাকতে শবে কুদর তালাশ করবে

হাদীস : ১৯৮৫ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) তালাশ করবে শবে কুদরকে অর্থাৎ শবে কদরকে রমযানের নয় রাত্রি বাকি থাকতে, অথবা সাত রাত্রি বাকি থাকতে, অথবা পাঁচ রাত্রি বাকি থাকতে অথবা তিন রাত্রি বাকি থাকতে অথবা শেষ রাত্রিতে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ রাত্রিতে)। - (তিরমিযী)

### এক হাদীসে বর্ণিত আছে শবে কুদর পূর্ণ রমযান মাসে আছে

হাদীস : ১৯৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে শবে কুদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, তা পূর্ণ রমযানেই রয়েছে। -(আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও শোবা এটা প্রবীণ তাবেয়ী আবু ইসহাক হতে মওকুফ রূপে অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমরের বাণীরূপেই বর্ণনা করেছেন।) - ২৮৮ (৪২৫)



### রমযানের শেষের দিকে শবে কদরের খোঁজ করতে হবে

হাদীস : ১৯৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! পল্লী গ্রামে আমার বাড়ি। আমি সেখানে বাস করি এবং আলহামদুলিল্লাহ সেখানে নামাযও পড়ি। সুতরাং আমাকে রমযানের একটি নির্দিষ্ট রাত্রির কথা বলেন দিন, যাতে আমি শবে কদরের তালাশে আপনার এ মসজিদে আসতে পারি? তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তবে তুমি তেইশে রাত্রিতেই আস। সে উত্তর করল, তিনি যখন আছরের নামায পড়তেন, মসজিদে প্রবেশ করতেন অতপর কোন কাজে বের হতেন না; যে পর্যন্ত না ফজর পড়তেন। যখন ফজর পড়তেন, মসজিদের দরজায় আপন বাহনটি প্রস্তুত পেতেন এবং তাতে চড়ে আপন পল্লীতে চলে যেতেন। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ ভুলানো হয়েছে

হাদীস : ১৯৮৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে শবে কদরের সংবাদ দেওয়ার জন্য বের হলেন। এ সময় মুসলমানদের দু'ব্যক্তি কলহ আরম্ভ করল। রাসূল (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক কলহে লিপ্ত হল, ফলে তা উঠিয়ে নেওয়া হল। সম্ভবত এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলই হয়েছে। সুতরাং তোমরা উহা ২৯ শে রাত্রি, ২৭ শে রাত্রি, ২৫ শে রাত্রিতে তালাশ করবে। -(বোখারী)

#### হযরত জিব্রাইল (আ) শবে কদর রাতে দুনিয়াতে আসেন

হাদীস : ১৯৮৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শবে কদর আরম্ভ হয়, তখন জিব্রাইল (আ) ফেরেশতাদের দলসহ অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য দো'আ করতে থাকেন, যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর স্মরণ করতে থাকে। অতপর যখন বান্দাদের ঈদের দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের কাছে ফখর করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, হে আমার ফেরেশতাগণ! বল দেখি, সে শমিকের প্রতিদান কী হতে পারে, যে নিজের কার্য সম্পন্ন করেছে? তারা উত্তর করেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তার পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে দেওয়াই হল তার প্রতিদান। তখন আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমরা বান্দা ও বান্দীগণ তাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অতপর আজ আমার কাছে দো'আর প্রার্থনা করতে করতে ঈদগাহে বের হয়েছে। আমার ইচ্ছত সম্মানের কসম, জেনে রাখ, আমি তাদের দো'আ দিলাম এবং তোমাদের গোনাহসমূহকে নেকিতে পরিবর্তন করলাম। রাসূল (স) বলেন, অতপর তারা বাড়ি ফিরে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

— হাদীস ১৯৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক কলহে লিপ্ত হল, ফলে তা উঠিয়ে নেওয়া হল। সম্ভবত এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলই হয়েছে। সুতরাং তোমরা উহা ২৯ শে রাত্রি, ২৭ শে রাত্রি, ২৫ শে রাত্রিতে তালাশ করবে। -(বোখারী)

৩২৬) বাকি আছে। সে দেখ

### অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রতিটি রাত্রে

### এতেকাফের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (স) এতেকাফ করেছেন

হাদীস : ১৯৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বরাবর রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তারপর তাঁর স্ত্রীগণও এতেকাফ করেছেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### জিব্রাইল (আ) রমযানের প্রতিটি রাতে রাসূল (স)-এর

#### সাথে সাক্ষাত করতেন

হাদীস : ১৯৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দানের ব্যাপারে রাসূল (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরাজদিল। আর তাঁর এ দরাজদিল বৃদ্ধি পেত সর্বাপেক্ষা অধিক রমযানে। রমযানে প্রত্যেক রাতেই হযরত জিব্রাইল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন পাক শুনাতেন। যখন তাঁর সাথে জিব্রাইল (আ) সাক্ষাৎ করতেন, তাঁর দান বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স)-কে কুরআন পড়ে শোনান হত

হাদীস : ১৯৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে কুরআন আবৃত্তি করা হত প্রত্যেক বৎসর (রমযানে) একবার কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করলেন, সে বৎসর আবৃত্তি করা হল দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন দশ দিন, কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করলেন সে বছর এতেকাফ করলেন বিশ দিন। -(বোখারী)

### এতেকাফের সময় মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষেধ

হাদীস : ১৯৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন এতেকাফ করতেন, মসজিদ থেকে আপন শির মোবারক আমার দিকে এগিয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম; কিন্তু তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘরে আসতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### এতেকাফের মানত পূর্ণ করা

হাদীস : ১৯৯৪ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর (র) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! জাহেলিয়াত যুগে আমি এক রাত্রি মসজিদে হারামে এতেকাফ করব বলে মানত করেছিলাম। রাসূল (স) বললেন, তোমার মানত পূর্ণ কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) বিশদিন এতেকাফ করেন

হাদীস : ১৯৯৫ ॥ আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন; কিন্তু এক বছর তিনি তা করতে পারলেন না। অতপর যখন পরবর্তী বছর এলো, তিনি বিশ দিন এতেকাফ করলেন।

-(তিরমিযী। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে।)

#### এতেকাফের আগে ফজরের নামায আদায় করতে হয়

হাদীস : ১৯৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এতেকাফের ইচ্ছা পোষণ করতেন, ফজরের নামায পড়তেন। অতপর এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

#### এতেকাফ অবস্থায় রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা যায়

হাদীস : ১৯৯৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এতেকাফ অবস্থায় হাঁটতে পথের এদিক সেদিক না গিয়ে ও না দাঁড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ৪২৭

#### জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না

হাদীস : ১৯৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এতেকাফকারীর পক্ষে এ নিয়ম পালন করা আবশ্যিক -(১) সে যেন কোন রোগিকে দেখতে না যায়, (২) কোন জানাজানি উপস্থিত না হয়, (৩) স্ত্রী সহবাস না করে এবং (৪) তার সাথে ঘেঁষাঘেঁষি না করে এবং (৫) কোন আবশ্যকে বের না হয়, যদি না উহার জন্য নাচার হয়ে পড়ে। এ ছাড়া (৬) রোযা ছাড়া এতেকাফ হয় না এবং (৭) আর জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### এতেকাফের সময় মসজিদে বিছানা পাতা যায়

হাদীস : ১৮৯৯ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রমুখ রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন এতেকাফ করতেন, তাঁর জন্য মসজিদে তাঁর বিছানা পাতা হত এবং সেখানে তাঁর জন্য ঝাঁটিয়া স্থাপন করা হত উত্তওয়ানায়ে তওবা বা অনুতাপের ঝাঁটিয়া পিছনে। -(ইবনে মাজাহ) - ৪২৮

#### এতেকাফকারী গোনাহ থেকে বাঁচা যায়

হাদীস : ২০০০ ॥ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এতেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য নেকিসমূহ লেখা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে যাবতীয় নেক কাজ করে।

-(ইবনে মাজাহ)

- ৪২৯ (৪২৯)

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

Mail : [pureislam4u@gmail.com](mailto:pureislam4u@gmail.com)

Facebook Page: [www.facebook.com/WaytoJannahCom](http://www.facebook.com/WaytoJannahCom)

